JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১

অপরিচিতা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন- ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের- পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; মাতা : সারদা দেবী; পিতামহ : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা-মাতার- চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র।
- ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে 'বিজয়া' নামটি দেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম নয়টি- ভানুসিংহ ঠাকুর, আন্নাকালী পাকড়াশী, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নবীন কিশোর শর্মন, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা, বানীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতি কনিষ্ঠা, শ্রীমতি মধ্যমা, অকপটচন্দ্র ভাস্কর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি উপাধি দেন- ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক- ছোটগল্পের জনক।
- ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে 'ভিখারিনী' গল্প রচনার মাধ্যমে- ছোটগল্প লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- কবিকাহিনী, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, পত্রপুট, জন্মদিনে, শেষলেখা, উৎসর্গ, আকাশ-প্রদীপ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস- বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৬), নৌকাডুবি, রাজর্ষি, শেষের কবিতা (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক- চিরকুমার সভা, ডাকঘর, রক্তকরবী, প্রায়শ্চিত্ত, তাসের দেশ, বৈকুণ্ঠের খাতা, কালের যাত্রা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ- বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট, পঞ্চভূত, মানুষের ধর্ম।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনি- জাপানযাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয়, পারস্যে, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত আত্মজীবনী- জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০), আত্মপরিচয় (১৯৪৩)।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস- চোখের বালি (১৯০৩)।
- ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'পূরবী' কাব্যটি উৎসর্গ করেন- ভিক্টোরিয়াকে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ- গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, সে, লিপিকা, কৈশোরক।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যনাটক- চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, বাল্মীকি প্রতিভা (গীতিনাট্য)।
- তাঁর প্রথম কবিতাটির নাম ছিল- হিন্দুমেলার উপহার।
- প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম- 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)।
- দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- বনফুল (১৮৮০)।
- প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্যের নাম- 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম- বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)।
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয়- ১৯১০ সালে।
- 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ Song Offerings প্রকাশিত হয়- ১৯১২ সালে।
- তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ- শেষলেখা (১৯৪১)।
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার- ছিন্নপত্র (১৯১২)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম- জীবনস্মৃতি (১৯১২)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গল্পের নাম- 'মুসলমানীর গল্প'।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অনুপমের বিয়েতে বাড়ির সেকরাকে সঙ্গে আনা হয়েছিল কেন?
Ⓐ বরযাত্রী হিসেবে Ⓑ বাড়ির লোক বলে
Ⓒ গহনা পরখ করতে Ⓓ গাড়ি চালাতে **Ans Ⓒ**

02. অনুপমের মামার সঙ্গে মা একযোগে হাসলেন কেন?
Ⓐ বিয়ের খবর শুনে Ⓑ পাত্রীপক্ষের দুরবস্থা কল্পনা করে
Ⓒ পাত্রীপক্ষের দুর্দশা দেখে Ⓓ বিয়েতে ছেলের খুশি দেখে **Ans Ⓑ**

03. বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে কে খুশি হলেন না?
Ⓐ মামা Ⓑ বিনুদাদা Ⓒ হরিশ Ⓓ অনুপম **Ans Ⓐ**

04. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ের আয়োজন কী রকমের ছিল?
Ⓐ সাদামাঠা Ⓑ নিতান্ত মধ্যম রকমের
Ⓒ নিম্নমানের Ⓓ জমকালো **Ans Ⓑ**

05. 'অপরিচিতা' গল্পে কার মুখে কোনো কথা নেই?
Ⓐ লেখকের Ⓑ কল্যাণীর Ⓒ শম্ভুনাথের Ⓓ বিনুদাদার **Ans Ⓒ**

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-২

বিলাসী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জন্ম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ (বাংলা : ৩১ ভাদ্র ১২৮৩) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।
- পিতা : মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।
- মাতা : ভুবনমোহিনী দেবী।
- ডাকনাম : ন্যাড়া।
- ছদ্মনাম : অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, অনুরূপা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত শর্মা, পরশুরাম (রাজশেখর বসুর ছদ্মনামও পরশুরাম), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
- তাঁর রচনায় বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে- বাঙালি নারীর সংস্কারাবদ্ধ জীবন, নারীদের প্রতি সামাজিক নির্যাতন এবং সমাজের বৈষম্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি লিখেছেন- 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে।
- শরৎচন্দ্রের আত্মচরিত্রমূলক (আত্মজৈবনিক) শ্রেষ্ঠ উপন্যাস- শ্রীকান্ত (খণ্ড ৪টি)।
- তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবি বাজেয়াপ্ত হয়- ১৯২৬ সালে।
- শরৎচন্দ্রের বিলাসী গল্পটি প্রকাশিত হয়- ভারতী পত্রিকায়।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে শাখায় সবচেয়ে জনপ্রিয়- উপন্যাস।
- শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি যে গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত- ছবি।
- মেজদিদি গল্পটির প্রধান চরিত্র- হেমাঙ্গিনী ও কাদম্বিনী।
- ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের- গৃহদাহ উপন্যাসে (নারী চরিত্র : অচলা)।
- দত্তা উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি- বিজয়া।
- দেনা-পাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি- ষোড়শী।
- পল্লী সমাজ উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি- রমা।

০১. বিলাসী

- 'তাহার বয়স আঠারো কী আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না' কে কার সম্পর্কে বলেছে- গল্পকথক ন্যাড়া বিলাসীকে লক্ষ্য করে।
- 'দেখ এমন করে মানুষ ঠকায়ো না'। উক্তিটি- বিলাসীর।
- 'মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল তারপরে একবারে চুপ করিয়া গেল' এই মেয়েটি- বিলাসী।
- 'আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও কোরো না' কে কাকে দিব্যি দিল এবং উক্তিটি কোন গল্পের- বিলাসী ন্যাড়াকে এবং 'বিলাসী' গল্পের।
- 'তুমি না আগলালে সে রাত্রিতে তারা আমায় মেরে ফেলতো।' কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে- ন্যাড়ার প্রতি বিলাসী।
- 'বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?' উক্তিটি- বিলাসীর।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

০২. মৃত্যুঞ্জয়

- 'আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত' ন্যাড়ার ভাষ্য মতে ছেলেটি- **মৃত্যুঞ্জয়।**
- "অন্ন পাপ বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে?" কার সম্পর্কে বলা হয়েছে- **মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে।**
- 'সবাই করে- এত দোষ কী?' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের।**

০৩. ন্যাড়া/লেখক

- 'যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়।' উক্তিটি- **গল্পকথকের (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।**
- 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম' উক্তিটির লেখকের নাম- **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- 'স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম' উক্তিটি- **ন্যাড়ার।**
- 'বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করতে পারলাম না' উক্তিটি- **ন্যাড়ার।**
- টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।" উক্তিটি- **লেখকের।**

০৪. ন্যাড়ার আত্মীয়

- "দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে।" উক্তিটি ন্যাড়া যার সম্পর্কে করেছে- **জনৈক আত্মীয়া সম্পর্কে।**
- "তাহাদের ঘরে কী স্ত্রী নাই? তাহারা কী পাষাণ?" জিজ্ঞাসা কার- **ন্যাড়ার আত্মীয়ার।**

০৫. জ্ঞাতি খুড়া

- 'গেল, গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁড়ার।**
- 'গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়।' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়ার।**
- "না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।" উক্তিটি- **জ্ঞাতি খুড়ার।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের অর্ধেক অংশ কে নিজের বলে দাবি করত?
Ⓐ খুড়া Ⓑ ন্যাড়া Ⓒ সাপুড়ে Ⓓ ভূদেব বাবু **Ans Ⓐ**

02. 'বিলাসী' গল্পে ন্যাড়া তার এক আত্মীয়ের কাহিনি উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
Ⓐ স্বামীর গুরুত্ব Ⓑ প্রেমের মহিমা Ⓒ স্বেচ্ছাচারিতা Ⓓ মেকি স্বামীপ্রেম **Ans Ⓓ**

03. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে 'সুনাম' কথাটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ দুর্নাম Ⓑ সম্মান Ⓒ খ্যাতি Ⓓ প্রতাপ **Ans Ⓐ**

04. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের ছেলে?
Ⓐ মালো Ⓑ মিত্তির Ⓒ দত্ত Ⓓ আচার্য **Ans Ⓑ**

05. কোন উক্তিটির মাধ্যমে বিলাসীর আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই
Ⓑ এসব তুমি আর কখনও কোরো না
Ⓒ বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো
Ⓓ বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও **Ans Ⓒ**

06. বিলাসীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কী কারণ ছিল?
Ⓐ অন্যায়ের শাস্তি প্রদান Ⓑ মানসিক সংকীর্ণতা
Ⓒ মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে শত্রুতা Ⓓ ধর্মীয় নির্দেশ পালন **Ans Ⓑ**

07. সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা কোনটি?
Ⓐ সাপ ধরা Ⓑ বিষ ছাড়ানো Ⓒ শিকড় বিক্রি Ⓓ খেলা দেখানো **Ans Ⓒ**

08. 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?' উক্তিটি কার?
Ⓐ ন্যাড়ার Ⓑ মৃত্যুঞ্জয়ের Ⓒ আত্মীয়ার Ⓓ বিলাসীর **Ans Ⓓ**

09. কার গোখরো সাপ পোষার শখ ছিল?
Ⓐ ন্যাড়ার Ⓑ বিলাসীর Ⓒ বুড়া মালোর Ⓓ মৃত্যুঞ্জয়ের **Ans Ⓐ**

10. খরিশ গোখরোটি ধরতে মৃত্যুঞ্জয়ের কত সময় লেগেছিল?
Ⓐ মিনিট তিনেক Ⓑ মিনিট পাঁচেক Ⓒ মিনিট সাতেক Ⓓ মিনিট দশেক **Ans Ⓓ**

11. মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে জীবন গ্রহণ করল কেন?
Ⓐ বিলাসীকে বিয়ে করার কারণে Ⓑ সাপ ধরা তার শখ ছিল বলে
Ⓒ সাপুড়ে জীবন ভালো লাগত বলে Ⓓ গ্রামছাড়া হয়েছিল বলে **Ans Ⓐ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৩

আমার পথ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল)- **বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : কাজী ফকির আহমেদ, মাতা : জাহেদা খাতুন।**
- কাজী নজরুল ইসলামের ডাকনাম- **দুখু মিয়া।**
- কাজী নজরুল ইসলামের ছদ্মনাম- **ধূমকেতু, ব্যাঙাচি।**
- তিনি বাংলা সাহিত্যে- **'বিদ্রোহী কবি'** হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- কাজী নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন- মাত্র তেতাল্লিশ (১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর) বছর বয়সে।
- স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে- **১৯৭২ সালের ২৪ মে তাঁকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়।**
- কাজী নজরুল ইসলাম বারো বছর বয়সে লেটোর দলে যোগ দিয়ে যে ধরনের গান রচনা করতেন- **পালাগান।**
- কাজী নজরুল ইসলাম আসানসোলে এক রুটির দোকানে চাকরি নেন- **মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে।**
- তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়- **১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে (মৃত্যুর ছয় মাস আগে)।**
- কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- **অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, ফণি-মনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, চক্রবাক, পুবের হাওয়া, ঝিঙেফুল।**
- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ- **যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু।**
- তাঁর তিনটি উপন্যাস যথাক্রমে- **বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা।**
- কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত গল্প- **ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।**
- তাঁর রচিত নাটক- **ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।**
- তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা- **ধূমকেতু, লাঙ্গল, দৈনিক নবযুগ।**
- তাঁর রচিত জীবনীকাব্য- **মরু-ভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনীগ্রন্থ]।**
- 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) যে কবিতা প্রকাশিত হলে তিনি গ্রেফতার হন- **আনন্দময়ীর আগমনে।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র উপন্যাস- **'বাঁধন-হারা (১৯২৭)।'**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পচে যাওয়া সমাজের কী না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না?
Ⓐ ধ্বংস Ⓑ ক্ষয় Ⓒ পতন Ⓓ মৃত্যু **Ans Ⓐ**

02. ভুল করছে বুঝেও কীসের খাতিরে প্রাবন্ধিক ভুলটাকে ধরে থাকবেন না?
Ⓐ অহংকার Ⓑ জেদ Ⓒ অভিমান Ⓓ সম্মানহানি **Ans Ⓑ**

03. আত্মার দম্ভতে শির উঁচু করে, পুরুষ মনে কিসের ভাব আনে?
Ⓐ ডোন্ট কেয়ার Ⓑ পৌরুষ Ⓒ অহংকার Ⓓ গাম্ভীর্য **Ans Ⓐ**

04. লেখকের আগুনের শিখাকে নেভাতে পারে কোনটি?
Ⓐ অহংকারের জল Ⓑ মন্ত্রসিদ্ধ জল Ⓒ মিথ্যার জল Ⓓ অসত্যের জল **Ans Ⓒ**

05. 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে কোনটি অন্তরের শক্তিকে খর্ব করে?
Ⓐ ভুল Ⓑ অন্যায় Ⓒ অনাচার Ⓓ মিথ্যা **Ans Ⓓ**

06. মহাত্মা গান্ধী যা শেখাচ্ছিলেন-
Ⓐ স্বাবলম্বন Ⓑ নিজ শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন Ⓒ আত্মনির্ভরশীলতা Ⓓ সবগুলো **Ans Ⓓ**

07. বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পায় না কারা?
Ⓐ যারা কপট আচরণ করে Ⓑ যারা অন্তরে সত্যের স্থান নেই
Ⓒ যাদের অন্তরে গোলামির ভাব Ⓓ যাদের আলসেমি করে **Ans Ⓒ**

08. ভারতবর্ষের পরাধীনতার প্রধান কারণ রূপে কোনটিকে চিহ্নিত করা যায়?
Ⓐ অজ্ঞানতা Ⓑ অলসতা Ⓒ স্বার্থপরতা Ⓓ নিষ্ক্রিয়তা **Ans Ⓓ**

09. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস হিসেবে সমর্থনযোগ্য?
Ⓐ কুহেলিকা Ⓑ ব্যথার দান Ⓒ শিউলিমালা Ⓓ রাজবন্দির জবানবন্দি **Ans Ⓐ**

10. সবাইকে নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কার কথা উল্লেখ করেছেন?
Ⓐ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ জওহরলাল নেহরু
Ⓒ ইন্দিরা গান্ধী Ⓓ মহাত্মা গান্ধী **Ans Ⓓ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৪

মানব-কল্যাণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের পহেলা জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। পিতা : ফজলুর রহমান।
- **সাহিত্যকীর্তি :** আবুল ফজল মূলত চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও শুভবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এছাড়া জাতির বিভিন্ন সংকট ও ক্রান্তিলগ্নে তাঁর নির্ভীক ভূমিকার জন্য তিনি 'জাতির বিবেক' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।
- তিনি ছাত্রজীবনে যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন– **বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।**
- তিনি যে আখ্যা লাভ করেছিলেন– **মুক্তবুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী।**
- সাহিত্যচর্চায় অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পান– **২০১২ সালে।**
- **উপন্যাস :** রাঙা প্রভাতে প্রদীপ ও পতঙ্গ চৌচির হয়ে গেল।
- **গল্পগ্রন্থ :** মৃতের আত্মহত্যার কথা শুনে মাটির পৃথিবী শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচিত হলো।
- **প্রবন্ধ :** লেখক তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিচিত্র কথা লিখেছেন। লিখেছেন তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, মানবতন্ত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন এবং সমকালীন চিন্তা নিয়ে।
- **নাটক :** প্রগতি স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠানে কায়েদে আজমকে বরমাল্য পরালেন।
- **আত্মকাহিনি/দিনলিপি :** রেখা (রেখাচিত্র) তার রোজনামচায় (লেখকের রোজনামচা) দুর্দিনের দিনলিপি লিখেছে।
- **উৎস :** আবুল ফজল ১৯৭২ সালে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রথমে 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ' কথাটি কে বলেছিলেন?
Ⓐ আবুল ফজল Ⓑ ইসলামের নবি
Ⓒ গৌতম বুদ্ধ Ⓓ জনৈক ঋষি **Ans Ⓑ**

02. 'নিচের হাত' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
Ⓐ পরোপকারী Ⓑ মহৎ হৃদয়
Ⓒ গ্রহীতা Ⓓ দাতা **Ans Ⓒ**

03. 'ওপরের হাত' বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
Ⓐ মহৎ হৃদয়কে Ⓑ গ্রহীতাকে
Ⓒ দাতাকে Ⓓ শুভাকাঙ্ক্ষীকে **Ans Ⓒ**

04. দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর মাঝে কোনটি প্রতিফলিত হয়?
Ⓐ বিষণ্নতা Ⓑ সততা
Ⓒ মৌনতা Ⓓ দীনতা **Ans Ⓓ**

05. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়?
Ⓐ মুখমণ্ডলে Ⓑ অন্তর মাঝে
Ⓒ সর্ব অবয়বে Ⓓ হৃদয়ের গভীরে **Ans Ⓒ**

06. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা প্রতিফলিত অবস্থাকে লেখক কী বলে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ নির্মোহ Ⓑ সাদামাটা
Ⓒ নগণ্য Ⓓ বীভৎস **Ans Ⓓ**

07. মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগৃহীতের মধ্যে পার্থক্য কেমন?
Ⓐ আকাশ-পাতাল Ⓑ সামান্য
Ⓒ সীমাহীন Ⓓ নগণ্য **Ans Ⓐ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৫

মাসি-পিসি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণ করেন– ১৯ মে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী।
- তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম– **প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক নাম– মানিক এবং জন্মপত্রিকায় নাম– অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান ছিলেন– উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে।
- তাঁর লেখনীতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে– মার্কসিজমের প্রভাব।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন– 'নবারুণ' পত্রিকার।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায়– **১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।**
- 'অতসী মামী' প্রথম– **বিচিত্রা (সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দীন) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে।**
- তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা– **৩৯টি উপন্যাস ও ৩০০টি ছোটগল্প।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ– **হলুদ নদী সবুজ বন।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ– **লেখকের কথা।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক– **ভিটেমাটি (১৯৪৬)।**
- তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– **পদ্মানদীর মাঝি (আঞ্চলিক উপন্যাস)।**
- 'পদ্মনদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসটি– **১৯৩৪ সাল থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।**
- 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস নিয়ে ১৯৩৯ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– **গৌতম ঘোষ।**
- তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম– **জননী (১৯৩৫)**
- 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়– কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)।
- 'মাসি-পিসি' গল্পটি সংকলিত হয়– **'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. জগু আহ্লাদিকে নিতে চায় কেন?
Ⓐ যৌতুকের লোভে Ⓑ সম্পত্তির লোভে
Ⓒ ভালোবেসে Ⓓ অনুতপ্ত হয়ে **Ans Ⓑ**

02. মাসি-পিসি জীবিকার তাগিদে কিসের ব্যবসা শুরু করে?
Ⓐ কাপড়ের ব্যবসা Ⓑ শাক-সবজির ব্যবসা
Ⓒ খড়ের ব্যবসা Ⓓ হাঁস-মুরগির ব্যবসা **Ans Ⓑ**

03. মাসি ও পিসি উভয়ই–
Ⓐ সধবা নারী Ⓑ বিধবা নারী Ⓒ কুলীন নারী Ⓓ প্রিয়ংবদা নারী **Ans Ⓑ**

04. আহ্লাদিকে একা রেখে কোথাও যেতে মাসি-পিসির সাহস হয় না কেন?
Ⓐ একা পেয়ে কেউ তার ক্ষতি করবে ভেবে
Ⓑ জগু তুলে নিয়ে যাবে ভেবে
Ⓒ একা থাকতে আহ্লাদি ভয় পায় বলে
Ⓓ তারা আহ্লাদিকে অনেক ভালোবাসে বলে **Ans Ⓐ**

05. 'সরীসৃপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা?
Ⓐ উপন্যাস Ⓑ ছোটগল্প Ⓒ নাটক Ⓓ প্রবন্ধ **Ans Ⓑ**

06. খারাপ লোক হলেও জগু বাড়িতে এলে মাসি-পিসির আদর করার কারণ–
Ⓐ মানবিকতা Ⓑ নমনীয়তা
Ⓒ সামাজিকতা Ⓓ পুরুষতান্ত্রিকতা **Ans Ⓒ**

07. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির উপজীব্য–
Ⓐ মাঝি-মাল্লার সংগ্রামী জীবন Ⓑ চরবাসীদের দুঃখী জীবন
Ⓒ জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ Ⓓ চাষি জীবনের করুণচিত্র **Ans Ⓒ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৬

বায়ান্নর দিনগুলো

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ– গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন।
- শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতির পিতা' উপাধিতে ভূষিত হন– ৩ মার্চ ১৯৭১।
- শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন– সাতাশ-আটাশ মাস।
- তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন– ছয় দফা দাবির মাধ্যমে।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন– **"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"**
- বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন– ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পরে।
- তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।
- মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি দেশে ফেরেন– ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।
- তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন– ১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর।
- বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে– 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন।
- বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন– ১৯৭৩ সালের ২৩ মে।
- ১০ জানুয়ারি পালিত হয়– বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।
- দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন– ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ভাষারীতি– চলিতরীতি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন জেলগেটে আধা ঘণ্টা দেরি করেন?
Ⓐ ফরিদপুর জেলগেটে Ⓑ ময়মনসিংহ জেলগেটে
Ⓒ নারায়ণগঞ্জ জেলগেটে Ⓓ ঢাকা জেলগেটে **Ans Ⓐ**

02. 'জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে।' কথাটিতে বঙ্গবন্ধুর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ যুক্তিবাদিতা Ⓑ আবেগময়িতা
Ⓒ মৃত্যুচেতনা Ⓓ শোষণবিরোধিতা **Ans Ⓒ**

03. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলগেটে কার ওপর রেগে গেলেন?
Ⓐ আইবির ওপর Ⓑ জেল অফিসারের ওপর
Ⓒ চায়ের দোকানের মালিকের ওপর Ⓓ মহিউদ্দিনের ওপর **Ans Ⓐ**

04. কত সালে শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরে ইলেকশন ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন?
Ⓐ ১৯৪৬ Ⓑ ১৯৫২
Ⓒ ১৯৫৪ Ⓓ ১৯৬৮ **Ans Ⓐ**

05. কারা কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরতে দিতে চাচ্ছিল না কেন?
Ⓐ সরকারের নির্দেশে Ⓑ দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায়
Ⓒ তাঁর পরিবারের অনুরোধে Ⓓ জেল সুপারের আদেশে **Ans Ⓐ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৭

রেইনকোট

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন– ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রামে মামাবাড়িতে। পিতা : বি.এম. ইলিয়াস এবং মাতা : মরিয়ম ইলিয়াস।
- তিনি সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন– দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি,
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মারা যান– ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায়।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিখ্যাত উপন্যাস– চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬)।
- তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি– ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত।
- তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৭), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যোচিত উপন্যাস– 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা'।
- তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ– সংস্কৃতির ভাঙা সেতু (১৯৯৮)।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি– উনসত্তরের (১৯৬৯) গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিখ্যাত কয়েকটি গল্প– প্রতিশোধ, অপঘাত, রেইনকোট, মিলির হাতে স্টেনগান।
- 'মিলির হাতে স্টেনগান' ও 'রেইনকোট'– মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প।
- 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয়– ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়।
- 'সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড় অপরাধ।' মিলিটারি এ কথাটি বলে– প্রিন্সিপ্যালকে।
- ইসহাক জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়– বেবি ট্যাক্সিতে চড়ে।
- 'আগে বাড়ো' ড্রাইভারকে এই নির্দেশনা দেয়– মিলিটারি।
- মিন্টু মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকে চলে যায়– ২৩ জুন।
- 'এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার' উক্তিটি– কিসিনজার সাহেবের।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তলব করার কারণ–
Ⓐ অফিসারের নির্দেশে Ⓑ প্রিন্সিপ্যালের অভিযোগে
Ⓒ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ভেবে Ⓓ তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে **Ans Ⓒ**

02. নিচের কোনটি উপন্যাস?
Ⓐ মিলির হাতে স্টেনগান Ⓑ অন্য ঘরে অন্য স্বর Ⓒ খোয়াবনামা Ⓓ ছাড়পত্র **Ans Ⓒ**

03. 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধারা কার বাড়ির গেটে বোমা ফেলেছিল?
Ⓐ নুরুল হুদা Ⓑ ড. আফাজ আহমদ
Ⓒ প্রফেসর আকবর সাজিদ Ⓓ আবদুস সাত্তার মৃধা **Ans Ⓑ**

04. নিচের কোনটি মহাকাব্যিক উপন্যাস?
Ⓐ চিলেকোঠার সেপাই Ⓑ অন্য ঘরে অন্য স্বর Ⓒ খোঁয়ারি Ⓓ দোজখের ওম **Ans Ⓐ**

05. 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোট বহন করছে–
Ⓐ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস Ⓑ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
Ⓒ মুক্তিযুদ্ধের লোকগাঁথা Ⓓ মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা **Ans Ⓑ**

06. 'রেইনকোট' গল্পের মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো ছিল কেন?
Ⓐ কর্নেলের হুকুমে Ⓑ নষ্ট হওয়ায় Ⓒ গুলি লেগেছিল Ⓓ বিদ্যুৎ না থাকায় **Ans Ⓓ**

07. কার জন্য প্রিন্সিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ে?
Ⓐ মুক্তিবাহিনীর জন্য Ⓑ শিক্ষকদের জন্য Ⓒ পাকিস্তানের জন্য Ⓓ পরিবারের জন্য **Ans Ⓒ**

08. প্রিন্সিপ্যাল কোন সময় স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য আবেদন জানায়?
Ⓐ যুদ্ধের শুরুতে Ⓑ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি
Ⓒ জুন মাসের শেষে Ⓓ মার্চ মাসের ২৫ তারিখে **Ans Ⓑ**

09. মিন্টু কোথায় আছে সেটা কে জানে?
Ⓐ প্রিন্সিপ্যাল Ⓑ পাকিস্তানি বাহিনী
Ⓒ নুরুল হুদা ও তার বউ Ⓓ আব্দুস সাত্তার মৃধা **Ans Ⓒ**

10. গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে কোন পোশাকে?
Ⓐ বোরখা Ⓑ রেইনকোট Ⓒ পাঞ্জাবি Ⓓ মিলিটারির পোশাক **Ans Ⓑ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৮

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুন (বাংলা ১৩ আষাঢ় ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- **ছদ্মনাম :** বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ছদ্মনাম কমলাকান্ত।
- তিনি যে সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন– **বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস– **দুর্গেশনন্দিনী।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসটি যে ইংরেজি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত– **ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.B Lytton রচিত The last Days of Pompeii অবলম্বনে রচিত।**
- উপন্যাস রচনায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন– **ইংরেজি ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক।**
- মোগল পাঠানের যুদ্ধের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেমের উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত– **দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা করেন– **তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস– **কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।**
- দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত ৩য় উপন্যাস– **মৃণালিনী (১৮৬৯)।**
- সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর উপন্যাস– **বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।**
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস– **রজনী (১৮৭৭)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলনের নাম– **কমলাকান্তের দপ্তর।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস– **রাজসিংহ।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়– ১৮৮৪ সালে।
- 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনা করেন– **রায়নন্দিনী (১৯১৮) উপন্যাস।**
- **উপন্যাস :** Rajmohon's Wife (১৮৬৪), দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম উপন্যাস, ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ (১৮৮২), ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী।
- **ত্রয়ী উপন্যাস :** আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
- **কাব্যগ্রন্থ :** ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) : তাঁর রচিত প্রথম এবং একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।
- **প্রবন্ধ :** লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫, তিন অংশে বিভক্ত), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি।
- **উৎস পরিচিতি :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি ১৮৮৫ সালে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত বিষয় :** সাধুরীতিতে লেখা 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি আকারে ছোট হলেও চিন্তার মৌলিকত্বে অসাধারণ। বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার করলে প্রবন্ধটির সর্বকালীন বৈশ্বিক আবেদন রয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবীন লেখকদের যে পরামর্শ দিয়েছেন চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তা অবশ্যই পালনীয়। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাবশ্যক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প কথায় এখানে লেখকের আদর্শ কী হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। নবীন লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপদেশ গ্রহণ করলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি আমাদের সৃজনশীল সাহিত্য জগৎ সমৃদ্ধ হবে।
- **প্রথম লাইন–** যশের জন্য লিখিবেন না।
- **শেষ লাইন–** এই নিয়মগুলি বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. লেখকের 'লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি' প্রবল হয়ে ওঠে কী কারণে?
Ⓐ পাঠকের রুচি বিবেচনায় আনলে Ⓑ অর্থলাভের আশায় লিখলে
Ⓒ সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকলে Ⓓ বিদ্যা প্রকাশের প্রচেষ্টা থাকলে **Ans B**

02. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লেখা' বিলম্বে ছাপাতে বলেছেন কেন?
Ⓐ উপযুক্ত প্রমাণ সংযোজনের সুবিধার্থে
Ⓑ পাঠকের মনে চাহিদার উদ্রেক করতে
Ⓒ লেখার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে
Ⓓ মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন করতে **Ans C**

03. লেখক রচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কীসের জন্য লিখতে বারণ করেছেন?
Ⓐ যশের Ⓑ ক্ষমতার
Ⓒ অর্থলাভের Ⓓ ব্যক্তিস্বার্থের **Ans C**

04. লেখা ভালো হলে কোনটি নিশ্চিত?
Ⓐ অর্থ আসবে Ⓑ অলংকার আসবে
Ⓒ খ্যাতি আসবে Ⓓ প্রকাশক আসবে **Ans C**

05. অর্থের উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে কোন প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে?
Ⓐ চুরি করার প্রবৃত্তি Ⓑ স্বার্থ-সাধন প্রবৃত্তি
Ⓒ হিংসাত্মক প্রবৃত্তি Ⓓ লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তি **Ans D**

06. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য কোনটি?
Ⓐ মানব-কল্যাণ Ⓑ লোকরঞ্জন
Ⓒ যশলাভ Ⓓ অর্থলাভ **Ans A**

07. প্রবন্ধ অনুসারে কোথায় এখন অনেকে টাকার জন্য লেখে?
Ⓐ এশিয়ায় Ⓑ ইউরোপে
Ⓒ আফ্রিকায় Ⓓ অস্ট্রেলিয়ায় **Ans B**

08. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে কোনটিকে সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলা হয়েছে?
Ⓐ প্রতিপত্তি অর্জন Ⓑ সৌন্দর্য সৃষ্টি
Ⓒ খ্যাতি লাভ Ⓓ ব্যক্তিস্বার্থ **Ans B**

09. মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচয়িতাদের লেখক কাদের সাথে তুলনা করেছেন?
Ⓐ রিকশাওয়ালা Ⓑ কাবুলিওয়ালা
Ⓒ ফেরিওয়ালা Ⓓ যাত্রাওয়ালা **Ans D**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৯

গৃহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **নাম :** পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন। বৈবাহিক সূত্রে নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।
- **নারীবাদী লেখিকা :** তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখিকা (নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করা ছিল উদ্দেশ্য) হিসেবে পরিচিত।
- **স্কুল প্রতিষ্ঠা :** তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস
- বিবিসির জরিপকৃত শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রোকেয়ার স্থান– **ষষ্ঠ।**
- **গদ্যগ্রন্থ :** মতিচূর (১৯০৪, প্রথম রচিত গ্রন্থ), অবরোধবাসিনী।
- **উপন্যাস :** পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, SULTANA'S DREAM (ইংরেজি রচনা)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- **উৎস :** 'গৃহ' প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'মতিচুর' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে চয়ন করা হয়েছে।
- **পাঠ-পরিচিতি :** 'গৃহ' প্রবন্ধ রচনায় বেগম রোকেয়া তাঁর মৌলিক চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সাধারণত বলা হয়ে থাকে, নারীর জন্য বরাদ্দ 'ঘর', আর পুরুষের জন্য আছে 'বাহির'। অর্থাৎ পুরুষ সম্পৃক্ত থাকবে বাইরের জীবন ও জগতের সঙ্গে। অন্যদিকে নারী সীমাবদ্ধ থাকবে গার্হস্থ্য ও পারবারিক জীবনে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নারীকে করে তোলে ঘরের সামগ্রী। নারীর জন্য ঘর বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে নারীর কোনো ঘর আছে কিনা 'গৃহ' প্রবন্ধে এমন প্রশ্ন তুলেছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতাসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কাছে নারীর ঘরও বিপন্ন, ঘর বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। নারীর অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও জীবনযাপন-প্রায় সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে পুরুষ। 'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে নিজস্ব গৃহের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারী প্রবলভাবে বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গৃহ বা ঘর প্রকৃতপক্ষে মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির স্থান। কিন্তু প্রচলিত সমাজকাঠামোতে নারী তার ঘরেও পরাধীন।
- **প্রথম লাইন–** গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়–
- **শেষ লাইন–** সকলেরই গৃহ আছে– নাই কেবল আমাদের।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'গৃহ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক একবার কোন স্থানের নিকটবর্তী শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

Ⓐ শেরপুর Ⓑ গাজীপুর
Ⓒ জামালপুর Ⓓ দিনাজপুর
Ans Ⓒ

02. 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকার কোন বাড়ির স্ত্রীলোকদের দেখতে আগ্রহ হয়?

Ⓐ কলিমের বাড়ির Ⓑ হাশেমের বাড়ির
Ⓒ শরাফত উকিলের বাড়ির Ⓓ রমাসুন্দরীর বাড়ির
Ans Ⓒ

03. শরাফত উকিলের বাড়ির মহিলারা অতিশয় শান্তশিষ্ট মিষ্টভাষিণী হলেও তারা ছিলেন–

Ⓐ কূপমণ্ডূক Ⓑ সুদর্শনা
Ⓒ বাকপটু Ⓓ বিচক্ষণ
Ans Ⓐ

04. শরাফত উকিলের বাড়িতে লেখিকার অভ্যর্থনা কেমন ছিল?

Ⓐ যথোচিত Ⓑ অযাচিত
Ⓒ উপেক্ষিত Ⓓ অনাড়ম্বর
Ans Ⓐ

05. শরাফত উকিলের পত্নীর নাম কী ছিল?

Ⓐ খদিজা Ⓑ জমিলা
Ⓒ হসিনা Ⓓ আমেনা
Ans Ⓒ

06. জমিলাকে তাদের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেছিলেন?

Ⓐ খদিজা Ⓑ লেখিকা
Ⓒ কলিম Ⓓ রমাসুন্দরী
Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১০

আহ্বান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন– ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামের মামাবাড়িতে। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী।
- তিনি মারা যান– ১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায়।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি উপন্যাস– **পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতি (১৯৫০), অশনি সংকেত (১৯৫৯)।**
- তাঁর রচিত বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি– **অভিযাত্রিক (১৯৪০), স্মৃতি রেখা (১৯৪১), তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩), উৎকর্ণ (১৯৪৬)।**
- তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্প– **মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরিফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), কিন্নর দল (১৯৩৮), জন্ম ও মৃত্যু, বিধুমাস্টার (১৯৪৫), মুখ ও মুখশ্রী (১৯৪৭)।**
- ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৮বঙ্গাব্দে) 'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প– **'উপেক্ষিতা' প্রকাশ পায়।**
- তাঁর কালজয়ী যুগল উপন্যাস– **'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'।**
- পরবর্তী অংশের নাম হলো– **অপরাজিত (১৯৩১)।**
- 'পথের পাঁচালী' প্রথম প্রকাশিত হয়– **'বিচিত্রা' পত্রিকায়।**
- 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– **সত্যজিৎ রায়।**
- 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি চরিত্র– **অপু, দুর্গা, ইন্দির ঠাকরুন, সর্বজয়া।**
- 'অপরাজিত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়– **প্রবাসী পত্রিকায়। উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'অলোক সারথী'**
- 'পথের পাঁচালী' কাহিনির পটভূমিতে আছে– **বাংলাদেশের গ্রাম ও তার পরিচিতি মানুষের জীবন। এর প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়।**
- তিনি ১৯৫১ সালে 'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য– **রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ (মরণোত্তর) লাভ করেন।**
- 'ইছামতি' উপন্যাসটিতে– **নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে।**
- 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়– **'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত।**
- সত্যজিৎ রায় তাঁর যে উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র করেন– **অশনি সংকেত।**
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী– **তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।**
- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ বাঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে তিনি রচনা করেন– **'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি।**
- ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'হীরে মানিক জ্বলে'– **রমাঞ্চকর উপন্যাস।**
- তাঁর 'দেবযান' (১৯৪৪)– **প্রেততত্ত্ব ও পারলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস।**
- 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণের– **রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে।**
- 'আহ্বান' গল্পটি– **একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প।**
- প্রথম লাইন– দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- শেষ লাইন– সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত, –অ মোর গোপাল।
- 'আহ্বান' গল্পটির ভাষা– **চলিতরীতির।**
- মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধনসম্পদের নয়, তা গড়ে ওঠে– **হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই।**
- ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্য, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে যে দূরত্ব গড়ে ওঠে তাও ঘুচে যেতে পারে– **নিবিড় স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে।**
- 'আহ্বান' গল্পের অন্যতম উপজীব্য বিষয়– **দারিদ্র-পীড়িত গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনধারার প্রতিফলন।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- লেখক এ গল্পে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন– **দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে।**
- গ্রামীণ লোকায়ত প্রান্তিক জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে যে অনেকটা মুক্ত সে সত্যও– **'আহ্বান' গল্পে উন্মোচিত হয়েছে।**
- লেখকের পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙে চুরে ভিটিতে গজিয়েছে– **জঙ্গল।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'আহ্বান' গল্পের লেখক কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?
Ⓐ বাড়ুয্যে Ⓑ মুখয্যে
Ⓒ চক্কোত্তি Ⓓ চাটুয্যে
Ans Ⓐ

02. কোন মাসের ছুটিতে গোপাল (গল্পকথক) এসে নতুন ঘরখানায় ওঠেন?
Ⓐ বৈশাখ Ⓑ জ্যৈষ্ঠ
Ⓒ ভাদ্র Ⓓ আশ্বিন
Ans Ⓑ

03. বুড়ির স্বামী কীসের কাজ করতেন?
Ⓐ করাতের Ⓑ মুচির
Ⓒ ফেরিঘাটের Ⓓ নৌকার
Ans Ⓐ

04. কার দেওয়া দুধে অর্ধেক জল?
Ⓐ গোয়ালা Ⓑ হাজরা ব্যাটার বউ
Ⓒ ঘুঁটি গোয়ালিনী Ⓓ প্রসন্ন গোয়ালিনী
Ans Ⓒ

05. 'এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ পরোপকার Ⓑ স্নেহবোধ
Ⓒ আন্তরিকতা Ⓓ ভালোবাসা
Ans Ⓑ

06. 'ধড়মড়' কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ বাগ্‌ধারা Ⓑ শব্দদ্বিত্ব
Ⓒ মৌলিক Ⓓ যোগরূঢ় শব্দদ্বিত্ব
Ans Ⓑ

07. 'তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী।' কার সম্পর্কে এ কথাটি বলা হয়েছে?
Ⓐ আব্দুলের বোন সম্পর্কে Ⓑ চক্কোত্তি মশায়ের মেয়ে সম্পর্কে
Ⓒ বুড়ি সম্পর্কে Ⓓ বুড়ির পাতানো মেয়ে সম্পর্কে
Ans Ⓒ

08. 'পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি?' কীসের জন্য?
Ⓐ আমের জন্য Ⓑ সাহায্যের জন্য
Ⓒ দুধের জন্য Ⓓ পাতিলেবুর জন্য
Ans Ⓒ

09. 'মলিন বালিশ' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ মরা মানুষের বালিশ Ⓑ পুরনো বালিশ
Ⓒ দুঃখী বালিশ Ⓓ ছেড়া বালিশ
Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১১ মহাজাগতিক কিউরেটর

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুহম্মদ জাফর ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন– ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থল সিলেটে। পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ। মাতা আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পৈতৃক নিবাস– নেত্রকোনা জেলায়।
- বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– একজন দুর্বল মানুষ (১৯৯২), ছেলেমানুষী (১৯৯৩)।
- বিখ্যাত উপন্যাস– আকাশ বাড়িয়ে দাও (১৯৮৭), বিবর্ণ তুষার (১৯৯৩), দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৪), কাচসমুদ্র (১৯৯৯), ক্যাম্প।
- বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ– কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১৯৭৬), ক্রুগো (১৯৮৮), অবনীল (২০০৪), অক্টোপাসের চোখ (২০০৯), ইকারাস (২০০৯)।
- বিখ্যাত শিশুতোষ গ্রন্থ– বুগাবুগা (২০০১), রতন, ঘাস ফড়িং (২০০৮)।
- কিশোর সাহিত্য– দীপু নাম্বার টু (১৯৮৪), আমার বন্ধু রাশেদ (১৯৯৪)।
- **'দীপু নাম্বার টু'– কিশোর উপন্যাস।** চলচ্চিত্রে রূপ (১৯৯৬),
- বিখ্যাত গল্প– আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা (১৯৯৬), তিন্নি ও বন্যা (১৯৯৮)।
- ভ্রমণবিষয়ক সাহিত্য– আমেরিকা (১৯৯৭), রঙিন চশমা (২০০৭)।
- বিখ্যাত রেডিও ও টিভি নাটক– গেস্ট হাউস, ঘাস ফড়িঙের স্বপ্ন, শান্তা পরিবার, শুকনো ফুল রঙিন ফুল (২০১১, সহায়তায় ইউনিসেফ)।
- 'ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম, টুকুনজিল, ক্রোমিয়াম অরণ্য, অবনীল, মহাকাশে মহাত্রাস' এগুলো– **সায়েন্স ফিকশনধর্মী।**
- 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি লেখকের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে।
- মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পের ভাষারীতি– চলিতরীতি।
- কিউরেটরদ্বয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে– সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ।
- 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।' উক্তিটি– প্রথম প্রাণীর।
- 'পৃথিবী' গ্রহটি খুঁটিয়ে দেখে তারা– সন্তুষ্ট হলো।
- জাদুঘর রক্ষক বা জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয়– কিউরেটর।
- এ গল্পে মানুষের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে– দুই মিলিয়ন।
- মানুষ নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করছে– **প্রকৃতির ভারসাম্য।**
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রাণী হিসেবে সমর্থনযোগ্য– ডাইনোসর।
- ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে– পিঁপড়া।
- যে অন্যকে আশ্রয় করে বাঁচে তাকে– পরজীবী বলে।
- মহাজাগতিক বলতে বোঝায়– মহাজগৎ সম্বন্ধীয়।
- 'বিপদে দিশেহারা হয় না, অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়' এ বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীতে তুলনীয়– পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে।
- 'মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী নয়' কথাটি বলা হয়েছে– এরা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে ও প্রকৃতিকে দূষিত করেছে বলে।
- 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে ১২টি প্রাণীর কথা উল্লেখ আছে। যথা : ভাইরাস, সাপ, ব্যাকটেরিয়া, হাতি, নীল তিমি, বাঘ, কুকুর, হরিণ, ডাইনোসর, পিঁপড়া, পাখি, মানুষ।
- 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে– লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কিউরেটরগণ শঙ্কিত কেন?
Ⓐ মানুষের বুদ্ধিহীনতার কারণে Ⓑ মানুষের কূপমণ্ডূকতার কারণে
Ⓒ মানুষের বিবেকহীনতার কারণে Ⓓ মানুষের অলসতার কারণে
Ans Ⓐ

02. প্রাণীর বিকাশের নীলনকশা কী দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে?
Ⓐ DNA Ⓑ RNA
Ⓒ কোষ Ⓓ সাইটোপ্লাজে
Ans Ⓐ

03. শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী কোনটি?
Ⓐ পিঁপড়া Ⓑ টিকটিকি Ⓒ মানুষ Ⓓ বাঘ
Ans Ⓑ

04. 'কী সুন্দর হলুদের মাঝে... ডোরাকাটা।' শূন্যস্থানে নিচের কোনটি বসবে?
Ⓐ সাদা Ⓑ কালো Ⓒ লাল Ⓓ নীল
Ans Ⓑ

05. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় কোন বোমার উল্লেখ করা হয়েছে?
Ⓐ সালফার বোমা Ⓑ নিউক্লিয়ার বোমা
Ⓒ তেজস্ক্রিয় বোমা Ⓓ মিগ বোমা
Ans Ⓑ

06. মহাজাগতিক কিউরেটর রচনা অনুসারে মানুষ প্রকৃতিকে কী করে ফেলেছে?
Ⓐ সুন্দর Ⓑ ধ্বংস
Ⓒ সাজিয়ে Ⓓ মনোরম
Ans Ⓑ

07. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন কী দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ স্থাপত্য Ⓑ সভ্যতা
Ⓒ পুরাকীর্তি Ⓓ সাহিত্য
Ans Ⓑ

08. 'কিউরেটর' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ বিমানের পরিচালক Ⓑ জাদুঘর রক্ষক
Ⓒ জাহাজের চালক Ⓓ লাইব্রেরি রক্ষক
Ans Ⓑ

09. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় কার মধ্যে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই?
Ⓐ সাইটোপ্লাজম Ⓑ নিউক্লিয়াস
Ⓒ রাইবোসোম Ⓓ ব্যাকটেরিয়া
Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১২

নেকলেস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যে বিষয়টি গী দ্য মোপাসাঁর রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে– **অসাধারণ সংযম।**
- মোপাসাঁর রচনা যে ধরনের– **বস্তুনিষ্ঠ।**
- সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে মোপাসাঁর দৃষ্টিভঙ্গি– **নিরপেক্ষ।**
- মোপাসাঁ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন– **গল্পকার হিসেবে।**
- গী দ্য মোপাসাঁ মারা যান– ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার জন্মপরিচয়– **জন্ম : চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০এ জুন। পিতা : চন্দ্রকুমার দস্তিদার। মাতা : কুমুদিনী দস্তিদার।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বিখ্যাত গ্রন্থ– কবিয়াল রমেশ শীল, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, বীরকন্যা প্রীতিলতা।
- গী দ্য মোপাসাঁর বিখ্যাত গল্প– Boule de Suif (বুল দ্য সুইফ), মাদমোয়াজেল ফিফি।
- গী দ্য মোপাসাঁর বিখ্যাত উপন্যাস– Un-riel, বেল আমি।
- গী দ্য মোপাসাঁর 'মাদমোয়াজেল ফিফি' গল্পটি প্রকাশিত হয়– **১৮৮৩ সালে।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের অনুবাদ গ্রন্থ– শেখভের গল্প, মোপাসাঁর গল্প।
- 'সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী' এখানে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– মাদাম লোইসেল (মাতিলদা)।
- মাদাম লোইসেলের জীবনে কোনো আনন্দ ছিল না– কেরানির পরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য।
- মাদাম লোইসেলের পিতার পেশা ছিল– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের স্বামীর পেশা ছিল– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পে মাতিলদার স্বামী চাকরি করতেন– শিক্ষা পরিষদ আপিস।
- 'নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত।' কে– মাদাম লোইসেল।
- মাদাম লোইসেল তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে ছিল– অসুখী।
- 'সর্বদা তার মনে দুঃখ।' 'নেকলেস' গল্পে দুঃখের কথা বলা হয়েছে– মাদাম লোইসেলের।
- এক সন্ধ্যায় মাদাম লোইসেলের স্বামী মসিঁয়ে ঘরে ফিরলেন– একটি বড় খাম হাতে।
- মাদাম লোইসেলের সর্বদা দুঃখ– সে কাঙ্ক্ষিত জীবন পায়নি বলে।
- মাদাম লোইসেলের হাতে আসা খামটির মধ্যে ছিল– আমন্ত্রণলিপি।
- 'নেকলেস' গল্পে উল্লেখ আছে– রোহিত মাছের।
- মাদাম লোইসেলের ব্যথিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল– বাসকক্ষের দারিদ্র্য।
- মাদাম লোইসেল ভাবত তার গৃহভৃত্য থাকবে– দুইজন।
- মাদাম লোইসেল যে বৈঠকখানাটি কামনা করে তাতে কীসের পর্দা ঝুলবে? উত্তর : পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে।
- 'ও কী ভালো মানুষ!' মসিঁয়ে লোইসেল একথা বলেছে– মাদাম লোইসেল সম্পর্কে।
- মাদাম লোইসেল প্রণয়লীলার কাহিনি শোনার কল্পনা করেন– রোহিত মাছের টুকরা অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. জনশিক্ষা মন্ত্রীর স্ত্রী কে?
Ⓐ মাদাম লোইসেল Ⓑ মাদাম ফোরসটিয়ার
Ⓒ মাদাম জর্জ রেমপন্নু Ⓓ মাদাম ক্রিস্টিয়ানো
Ans Ⓒ

02. 'নেকলেস' গল্পে কী রঙের মাছের টুকরার কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ গোলাপি Ⓑ লাল
Ⓒ সোনালি Ⓓ রূপালি
Ans Ⓐ

03. মাদাম লোইসেল ধার করা হারটি সম্পর্কে পরবর্তীতে কী জানতে পারে?
Ⓐ হারটি ছিল নকল Ⓑ হারটি ছিল অল্প দামি
Ⓒ হারটি ছিল দামি Ⓓ হারটি ছিল মহামূল্যবান
Ans Ⓐ

04. বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার পর মাদাম লোইসেলকে কী গ্রাস করত?
Ⓐ ক্ষোভ Ⓑ হতাশা ও নৈরাশ্য
Ⓒ পরশ্রীকাতরতা Ⓓ লোভ
Ans Ⓑ

05. মাদাম লোইসেল কেন তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়েছিল?
Ⓐ দামি কিছুর আশায় Ⓑ নতুন খবরের আশায়
Ⓒ স্বামীর খুশির জন্য Ⓓ কৌতূহল মিটাতে
Ans Ⓐ

06. মসিঁয়ে ও মাদাম লোইসেল কোন মন্ত্রীর আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল?
Ⓐ অর্থ মন্ত্রীর Ⓑ জনশিক্ষা মন্ত্রীর
Ⓒ প্রধানমন্ত্রীর Ⓓ সংস্কৃতি মন্ত্রীর
Ans Ⓑ

07. খামটি হাতে পেয়ে মাদাম লোইসেল কী হবে বলে মসিঁয়ে লোইসেল আশা করেছিল?
Ⓐ হতাশ Ⓑ আনন্দিত
Ⓒ খুশি Ⓓ বিষণ্ন
Ans Ⓒ

08. 'কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি ভেবেছিলাম এতে তুমি খুশি হবে।' এখানে কী প্রকাশ পায়?
Ⓐ অভিমান Ⓑ দুঃখবোধ
Ⓒ নিরাসক্তি Ⓓ আনুগত্য
Ans Ⓑ

09. কী কারণে মসিঁয়ে লোইসেল মনে মনে দুঃখ পায়?
Ⓐ স্ত্রীর কান্না শুনে Ⓑ স্ত্রীর কথা শুনে
Ⓒ স্ত্রীর কষ্ট দেখে Ⓓ স্ত্রীর দেমাগ দেখে
Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১৩

সোনার তরী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **কবি পরিচিতি [অপরিচিতা দেখুন]।**
- **উৎস ও সারসংক্ষেপ :** 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সঙ্গে, কবিতাটি গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে "সোনার তরী" তেমনি আশ্চর্যসুন্দর এক চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা।
একটি ছোট ক্ষেত। চারপাশে প্রবল স্রোতের বিস্তার। সোনার ধান নিয়ে একলা কৃষক। অবলীলায় তরী বেয়ে আসা নেয়ে– এ কয়েকটি চিত্রকল্প ও সেগুলোর অনুষঙ্গে রচিত এক অনুপম কবিতা 'সোনার তরী'। কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চারিদিকের 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে সকাতরে মিনতি জানালে ওই সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকের। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে।
এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।
- **প্রথম লাইন–** গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
- **শেষ লাইন–** যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।
- **ছন্দ :** 'সোনার তরী' কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার। আপাতভাবে কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বশেষ স্তবকের 'শূন্য' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। 'শূন্য' মাত্রাবৃত্তে ৩ মাত্রা। সে হিসেবে 'শূন্য নদীর তীরে' ৮ মাত্রার পর্ব; অক্ষরবৃত্ত ছন্দ হলে ১ মাত্রা কম পড়ত।

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. গগনে গর্জন করছে—
Ⓐ বর্ষা Ⓑ মেঘ
Ⓒ ঘন মেঘ Ⓓ ঘন বরষা **Ans Ⓑ**

02. কূলে একা বসে আছে—
Ⓐ কবি Ⓑ মাঝি
Ⓒ কৃষক Ⓓ মানবসত্তা **Ans Ⓒ**

03. কৃষক 'নাহি ভরসা' বলেছেন কেন?
Ⓐ ভয়ে Ⓑ মেঘের গর্জনে
Ⓒ একা বলে Ⓓ বর্ষার আগমনে **Ans Ⓒ**

04. 'রাশি রাশি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ আধিক্য Ⓑ স্বল্পতা
Ⓒ সমষ্টি Ⓓ প্রাবল্যতা **Ans Ⓐ**

05. 'ভরা' অর্থ কি?
Ⓐ পাত্র Ⓑ পাত্রের সমষ্টি
Ⓒ ধানের বোঝা Ⓓ ধান রাখার পাত্র **Ans Ⓓ**

06. 'ভারা ভারা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ সুবিন্যস্ত Ⓑ ধান রাখার পাত্র
Ⓒ মজুদ ঘর Ⓓ পাত্রের সমষ্টি **Ans Ⓓ**

07. 'বরষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
Ⓐ বর্ষা > বরষা Ⓑ বরশা > বরষা
Ⓒ বর্ষা < বরষা Ⓓ বরষা > বর্ষা **Ans Ⓐ**

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১৪ বিদ্রোহী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

কবি পরিচিতি [আমার পথ দেখুন]।

- **উৎস :** কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রযুগে এ কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে— যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিরল স্মরণীয় ঘটনা। 'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় সগর্বে কবি নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। এ কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ উপাদান সমীকৃত করে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেন। কবিতার শেষে ধ্বনিত হয় অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কাম্য। বিদ্রোহী কবি উৎকণ্ঠ ঘোষনায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশমিত না হবে ততদিন এই বিদ্রোহী কবিসত্তা শান্ত হবে না। এই চির বিদ্রোহী অভ্রভেদী চির উন্নত শিররূপে বিরাজ করবে।
- **প্রথম চরণ–** বল বীর– / বল উন্নত মম শির!
- **শেষ চরণ–** বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!
- **ছন্দ–** 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে কবিতাটির সর্বত্র পর্ব ও মাত্রা সংখ্যা সমভাবে রক্ষিত হয়নি। পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার, অতি পর্ব ২ মাত্রার। এর পঙ্ক্তি শেষে কিছু ক্ষেত্রে ৩ মাত্রা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। পর পর দুই পঙ্ক্তির শেষে অন্ত্যমিল রয়েছে। আর এ অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য একে সমিল মুক্তক ছন্দ বলা হয়। নজরুল বাংলা কবিতায় এ ছন্দের প্রবর্তক।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সৃষ্টির দেবতা কে?
Ⓐ ব্রহ্মা Ⓑ বিষ্ণু Ⓒ শিব Ⓓ কৃষ্ণ **Ans Ⓐ**

02. মহা-প্রলয় কখন আসবে?
Ⓐ সৃষ্টিকালে Ⓑ বিনাশকালে
Ⓒ সৃষ্টির ধ্বংসকালে Ⓓ অকাল বৈশাখী **Ans Ⓒ**

03. কবি মহা-প্রলয়ের কী হতে চেয়েছেন?
Ⓐ মহাভয় Ⓑ ডমরু Ⓒ প্রণব-নাদ Ⓓ নটরাজ **Ans Ⓓ**

04. কবি নিজেকে পৃথিবীর কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
Ⓐ সাইক্লোন Ⓑ আশীর্বাদ Ⓒ অভিশাপ Ⓓ মহাভয় **Ans Ⓒ**

05. কবি কী মানেন না?
Ⓐ আইন Ⓑ বন্ধন Ⓒ শৃঙ্খল Ⓓ নিয়ম **Ans Ⓐ**

06. কবি কী ভরা-ডুবি করেন?
Ⓐ আইন Ⓑ মাইন Ⓒ টর্পেডো Ⓓ ভরা-তরী **Ans Ⓓ**

07. কবির শির দেখে কী নতশির হয়ে যায়?
Ⓐ হিমালয় Ⓑ হিমালয় শিখর Ⓒ স্রষ্টা Ⓓ পর্বতমালা **Ans Ⓑ**

08. কবি সকল বন্ধন, নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলকে কীভাবে অতিক্রম করে যান?
Ⓐ দ'লে Ⓑ পিষে Ⓒ ভেঙ্গে Ⓓ ডুবিয়ে **Ans Ⓐ**

09. কবি নিজেকে কী ধরনের মাইন বলেছেন?
Ⓐ ভাসমান Ⓑ টর্পেডো Ⓒ ভীম ভাসমান Ⓓ ভয়ানক **Ans Ⓒ**

10. কবি নিজেকে কেমন ঝড় বলে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ বৈশাখীর Ⓑ এলোকেশে
Ⓒ অকালের Ⓓ এলোমেলো **Ans Ⓑ**

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১৫ প্রতিদান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জন্ম : জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯০৩, তাম্বুলখানা গ্রাম (মাতুলালয়), ফরিদপুর।
- পৈত্রিক নিবাস : গোবিন্দপুর, ফরিদপুর।
- পিতা : আনসারউদ্দীন মোল্লা।
- মাতা : আমিনা খাতুন ওরফে রাঙাছুট।
- শিক্ষাজীবন : ফরিদপুর জিলা স্কুল (১৯২১) থেকে মেট্রিক পাস; ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ আই.এ.বি.এ (১৯২৯); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) এম.এ (১৯৩১)। কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই কবিতাটি পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীন 'পল্লিকবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- **বিভিন্ন নাম :** জসীমউদ্‌দীন।
- **পূর্ণনাম :** মোহাম্মদ জসীমউদ্‌দীন মোল্লা।
- **ছদ্মনাম :** জমীরউদ্দীন মোল্লা। **উপাধি :** পল্লিকবি।
- **কাব্যগ্রন্থ :** রাখালী, বালুচর, ধানখেত, রূপবতী, মাটির কান্না, সখিনা, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে, হলুদ বরণী, জলে লেখন, পদ্মানদীর দেশে, কাফনের মিছিল, মহরম, দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি, সুচয়নী।
- **গাথাকাব্য :** নকসী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মা যে জননী কান্দে।
- **নাটক :** পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ, গ্রামের মেয়ে, ওগো পুষ্পধনু, আসমান সিংহ।
- **আত্মকথা(গদ্যগ্রন্থ) :** যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা), জীবনকথা (আত্মজীবনী), স্মৃতিপট, স্মরণের সরণী বাহি।
- **গানের সংকলন :** রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, গাঙ্গের পাড়, জারিগান, মুর্শিদী গান।
- **উপন্যাস :** বোবা কাহিনী (১৯৬৪) [একমাত্র উপন্যাস]।
- **হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ :** বাঙালির হাসির গল্প।

CamScanner

- **শিশুতোষ গ্রন্থ :** হাসু, এক পয়সার বাঁশী, ডালিমকুমার।
- **ভ্রমণকাহিনি :** চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড়, জার্মানীর শহরে বন্দরে।
- **অনুবাদ :** ই.এম.মিলফোর্ড জসীমউদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি 'Field of the Embroidered Quiet' নামে অনুবাদ করেন। 'বাঙালির হাসির গল্প' গ্রন্থটি 'ফোক টেলস অব ইস্ট পাকিস্তান' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।
- **বিখ্যাত কবিতা :** কবর : [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতায় ১১৮টি পঙ্‌ক্তি আছে। প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ কবিতাটির বিষয়বস্তু। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই (বি.এ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাখাল ছেলে [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] : তিনি যখন দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন তখন এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। আসমানী : কবিতাটির প্রধান চরিত্র আসমানীর বাড়ি ফরিদপুর।
- **উৎস ও কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।
- **প্রথম লাইন–** আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর
- **শেষ লাইন–** আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
- **ছন্দ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি জসীমউদ্দীনের ভ্রমণকাহিনি?
Ⓐ নকশী কাঁথার মাঠ Ⓑ যে দেশে মানুষ বড়
Ⓒ পদ্মরাগ Ⓓ ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় Ans Ⓑ

02. 'নকশী কাঁথা' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?
Ⓐ জীবনানন্দ দাশ Ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম
Ⓒ বন্দে আলী মিয়া Ⓓ জসীমউদ্দীন Ans Ⓓ

03. জসীমউদ্দীনের কাব্য কোনটি?
Ⓐ মা যে জননী কান্দে Ⓑ ময়নামতির চর
Ⓒ রস কদম্ব Ⓓ বনতুলসী Ans Ⓐ

04. জসীমউদ্দীন রচিত শিশুতোষ কাব্য–
Ⓐ রাখালী Ⓑ এক পয়সার বাঁশী
Ⓒ সোজন বাদিয়ার ঘাট Ⓓ নকশী কাঁথার মাঠ Ans Ⓑ

05. জসীমউদ্দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
Ⓐ গোপালগঞ্জ Ⓑ ফরিদপুর Ⓒ রাজবাড়ী Ⓓ মাদারীপুর Ans Ⓑ

06. জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতার দাদু শাপলার হাটে কী বিক্রি করতেন?
Ⓐ আম Ⓑ পাট Ⓒ তরমুজ Ⓓ মাছ Ans Ⓒ

07. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্য কে লিখেছেন?
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ জসীমউদ্দীন
Ⓒ ড. নীলিমা ইব্রাহীম Ⓓ সাঈদ আহমদ Ans Ⓑ

08. জসীমউদ্দীন তার বন্ধুকে কোন গাঁয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?
Ⓐ পল্লি গাঁয়ে Ⓑ কাজল গাঁয়ে Ⓒ শ্যামল গাঁয়ে Ⓓ সবুজ গাঁয়ে Ans Ⓑ

09. 'The Field of Embroidered Quilt' কাব্যটি কবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ?
Ⓐ সোজনবাদিয়ার ঘাট Ⓑ রঙিলা নায়ের মাঝি
Ⓒ নকশী কাঁথার মাঠ Ⓓ রাখালী Ans Ⓒ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১৬

তাহারেই পড়ে মনে

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুফিয়া কামাল জন্মগ্রহণ করেন– **২০ জুন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ; শায়েস্তাবাদ, বরিশাল। পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী। মাতা : সাবেরা বেগম। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।**
- সুফিয়া কামাল মারা যান– **১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর ঢাকায়।**
- সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ– **'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'কেয়ার কাঁটা', 'উদাত্ত পৃথিবী'।**
- তাঁর 'রূপসী বাংলা' কবিতাটি– **'সাঁঝের মায়া' কাব্যের অন্তর্গত।**
- সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যের নাম– **সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)।**
- তাঁর সাঁঝের মায়া মুখবন্ধ লিখেন– **কবি কাজী নজরুল ইসলাম।**
- সুফিয়া কামালের প্রথম গল্প *সৈনিক বধূ* গল্পটি রচিত হয়– **১৯২৩ সালে। ['তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত]**
- সুফিয়া কামালের প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' (১৯২৬) কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– **মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত সওগাত পত্রিকায়।**
- তিনি যে পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন– **'বেগম' (১৯৪৭) পত্রিকা।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– **১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় (নবম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪২) প্রথম প্রকাশিত হয়।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– **অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে' প্রকৃতপক্ষে যার কথা মনে পড়ে– **কবির স্বামীর কথা।**
- 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' যে চলে গিয়েছে– **মাঘের সন্ন্যাসী।**
- মাঘের সন্ন্যাসী গেছে– **রিক্ত হস্তে ও পুষ্পশূন্য দিগন্তে।**
- এ কবিতায় যে ধরনের গানের কথা বলা হয়েছে– **আগমনী গান।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয়– **জীবনের বিষাদময় রিক্ততার সুর।**
- ধরায় ফাগুন এসেছে– **বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।**
- বসন্তে কবির যে সাজ প্রত্যাশিত ছিল– **পুষ্প সাজ।**
- 'ঋতুর রাজন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন– **ঋতুরাজ বসন্তকে।**
- 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।' যে গেছে– **কবির প্রিয় মানুষ।**
- দখিনা সমীর অধীর আকুল হয়– **বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে।**
- 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' এর পরের চরণ– **গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– **কথোপকথন ধর্মী।**
- 'মিনতি' শব্দটি গঠিত হয়েছে যেভাবে– **সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত্ শব্দ থেকে।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক সংখ্যা– **পাঁচটি।**
- 'এখনো দেখ নি তুমি' এ প্রশ্ন– **কবি ভক্তের।**
- 'আঁখি' শব্দের বিবর্তিত রূপ– **অক্ষি।**
- 'ভুলিতে পারি না কোনো মতে' এ বাক্যে 'না'– **ক্রিয়া বিশেষণ।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য– **নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।**
- 'অর্ঘ্য' ও 'অর্ঘ' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য হলো– **'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ এবং 'অর্ঘ' শব্দের অর্থ 'মূল্য'।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বসন্তে বরিয়া তুমি —— কি তব বন্দনায়? শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?
Ⓐ লবে না Ⓑ নিবে না
Ⓒ নেবে না Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓐ

02. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় মুসলমান নারীদের কী অবস্থা ছিল?
Ⓐ স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল Ⓑ স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না
Ⓒ স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল Ⓓ পিতার উপর নির্ভরশীল ছিল Ans Ⓑ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

03. কত সালে কবি সুফিয়া কামালের প্রেরণাদাতা প্রথম স্বামী মারা যান?
Ⓐ ১৯৩১ Ⓑ ১৯৩২
Ⓒ ১৯৯৯ Ⓓ ২০০৯ Ans Ⓑ

04. কোন কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে?
Ⓐ অভিযান Ⓑ তাহারেই পড়ে মনে
Ⓒ নওল কিশোর Ⓓ অভিযাত্রিক Ans Ⓑ

05. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীত রচনা করতে বলেছেন?
Ⓐ কবির স্বামী Ⓑ কবির ভক্ত
Ⓒ ঋতুর রাজন Ⓓ মাঘের সন্ন্যাসী Ans Ⓑ

06. সুফিয়া কামালের উপাধি নিচের কোনটি?
Ⓐ জননী সাহসিকা Ⓑ শহিদ জননী
Ⓒ সাহসী জননী Ⓓ মূর্তিমতী জননী Ans Ⓐ

07. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে?
Ⓐ একটি Ⓑ দুটি
Ⓒ তিনটি Ⓓ চারটি Ans Ⓑ

08. 'তাহারেই পড়ে মনে' এখানে 'তাহারে' কোন ধরনের পদ?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ বিশেষণ
Ⓒ সর্বনাম Ⓓ অব্যয় Ans Ⓒ

09. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকে 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলার কারণ কী?
Ⓐ শীতকাল বার বার শূন্য হাতে ফিরে আসে
Ⓑ শীতকাল খালি হাতে বিদায় নেয়
Ⓒ শীতকাল কুয়াশার চাদর গায়ে বিদায় নেয়
Ⓓ শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় Ans Ⓒ

10. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফুলের কুঁড়ির গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ মালতি Ⓑ মাধবী
Ⓒ জুঁই Ⓓ চাঁপা Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১৭

আঠারো বছর বয়স

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্ম– ১৫ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ); মাতুলালয়, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতায়।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয়– কিশোর কবি।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্য– ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ।
- সুকান্তের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ– আকাল।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ করে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ– আকাল।
- ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে– 'আকাল' (১৩৫১) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত– তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি– মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- কবিতাটির প্রথম চরণ– আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।
- কবিতাটির শেষ চরণ– এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- কত বছর বয়স দুঃসহ– আঠারো বছর বয়স।
- কোন বয়স জানে না কাঁদা– আঠারো বছর বয়স।
- কবির কাছে আঠারো বছরে ছুটে চলাকে মনে হয়েছে– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।
- 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে' চরণটি– 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার।
- আঠারো বছর বয়স আত্মাকে সঁপে– শপথের কোলাহলে।
- 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' কারণ– কারণ এ বয়সে মানুষ হয় আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত কোন বিষয়ে সচেতন ছিলেন?
Ⓐ রাজনীতি Ⓑ অর্থনীতি
Ⓒ ধর্ম Ⓓ সাহিত্য Ans Ⓐ

02. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
Ⓐ দৈনিক আকাল Ⓑ দৈনিক বাংলা
Ⓒ দৈনিক স্বাধীনতা Ⓓ দৈনিক মুক্তি Ans Ⓒ

03. সুকান্ত ভট্টাচার্যের মায়ের নাম কী?
Ⓐ সুরোলা দেবী Ⓑ সুনীতি দেবী
Ⓒ কুসুমকুমারী Ⓓ সুরবালা Ans Ⓑ

04. সুকান্ত ভট্টাচার্য দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?
Ⓐ কিশোর সভা অংশ Ⓑ শিশু সভা অংশ
Ⓒ রাজনীতি অংশ Ⓓ সাহিত্য অংশ Ans Ⓐ

05. বাংলা সাহিত্যের ফ্যাসিবিরোধী লেখক হিসেবে পরিচিত কে?
Ⓐ আহসান হাবীব Ⓑ অমিয় চক্রবর্তী
Ⓒ সুকান্ত ভট্টাচার্য Ⓓ বুদ্ধদেব বসু Ans Ⓒ

06. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' এ পঙ্ক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ ভীতির বার্তা Ⓑ প্রাণ বিসর্জন
Ⓒ ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস Ⓓ জীবনের ঝুঁকি Ans Ⓒ

07. মানবজীবনের উত্তরণকালীন পর্যায় আসে কত বছর বয়সে?
Ⓐ ১৬ Ⓑ ১৮
Ⓒ ২০ Ⓓ ২১ Ans Ⓑ

08. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা পাথর বাধা কীভাবে ভাঙতে চায়?
Ⓐ হস্তাঘাতে Ⓑ পদাঘাতে
Ⓒ অস্ত্র দ্বারা Ⓓ বুদ্ধি দ্বারা Ans Ⓑ

09. কাঁদতে জানে না কোন বয়সের তরুণেরা?
Ⓐ ১৬ Ⓑ ১৮
Ⓒ ২০ Ⓓ ২১ Ans Ⓑ

10. সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারোকে কালো অধ্যায়ের দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে কী দিতে শুনেছে?
Ⓐ হুঙ্কার Ⓑ জয়ধ্বনি
Ⓒ ঝংকার Ⓓ চিৎকার Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১৮

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আধুনিক নাগরিক কবি শামসুর রাহমান জন্মগ্রহণ করেন– ২৩ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ, মাহুতটুলী, ঢাকায়।
- তিনি পরলোকগমন করেন– ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট ঢাকায়।
- শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কাব্য– প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (প্রথম কাব্য), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, মাতাল ঋত্বিক।
- শামসুর রাহমান রচিত উপন্যাস– অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।
- শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে।
- কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়– 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায়।
- শামসুর রাহমানের বিখ্যাত দুটি কবিতা হলো– 'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'।
- কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়– ১৯৭১-এর শহিদদের উদ্দেশ্যে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম- **'উনিশশ উনপঞ্চাশ'**।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা ছাপা হয়- **কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায়।**
- তোমার পাঠ্যবইয়ের যে লেখক শেক্সপিয়রের হ্যামলেট বাংলায় অনুবাদ করেন- **শামসুর রাহমান।**
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে মিছিলের সামনে একটি লাঠিতে শহিদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে তিনি- **আসাদের শার্ট কবিতা লেখেন।**
- তিনি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রূপ করে ১৯৫৮-এ সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায়- **হাতির শুড় কবিতা লেখেন।**
- শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে ছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশে তিনি- **'টেলেমেকাস' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন।**
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে তাঁর কবিতাগুলো হলো- **ইলেক্ট্রার গান, ধন্য সেই পুরুষ, বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো।**
- তাঁর লেখা যে কবিতায় মওলানা ভাসানীর নাম আছে- সফেদ পাঞ্জাবি।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে- **শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে।**
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি – **গদ্যছন্দে রচিত।**
- কৃষ্ণচূড়া যেথায় ফুটেছে- **শহরের পথে।**
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি যে পটভূমিতে রচিত- **১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন।**
- কৃষ্ণচূড়ার রং যার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে- **একুশের চেতনা।**
- কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে- **'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।**
- কবির মতে, আজ পূর্ব বাংলার তরুণ মূর্তি দেখা যায়- **সালামের মুখে।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. শামসুর রাহমান এর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কোনটি?
Ⓐ কাব্য Ⓑ গদ্য Ⓒ উপন্যাস Ⓓ প্রবন্ধ — Ans Ⓐ

02. কবি শামসুর রাহমান কীসের পক্ষে ছিলেন?
Ⓐ একনায়কতন্ত্র Ⓑ গণতন্ত্র Ⓒ রাজতন্ত্র Ⓓ সমাজতন্ত্র — Ans Ⓑ

03. শহরের পথে থরে থরে আবার কী ফুটেছে?
Ⓐ শিমুল Ⓑ পলাশ Ⓒ জারুল Ⓓ কৃষ্ণচূড়া — Ans Ⓓ

04. কবি শামসুর রাহমানের মতে সারাদেশে এখন ঘাতকের কেমন আস্তানা?
Ⓐ শুভ Ⓑ অশুভ Ⓒ যুদ্ধাহত Ⓓ দুর্নীতিগ্রস্থ — Ans Ⓑ

05. সালামের চোখে আজ আলোচিত কোন শহর?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ নারায়ণগঞ্জ Ⓒ রাজশাহী Ⓓ চট্টগ্রাম — Ans Ⓐ

06. ১১ দফা আন্দোলনের ঘোষক ছিল কারা?
Ⓐ মন্ত্রিপরিষদ Ⓑ শেখ মুজিব Ⓒ ছাত্ররা Ⓓ শিক্ষকরা — Ans Ⓒ

07. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিচের কোন ব্যক্তি শহিদ হননি?
Ⓐ আসাদুজ্জামান Ⓑ মতিউর Ⓒ ড. শামসুজ্জোহা Ⓓ সালাম — Ans Ⓓ

08. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কখন অন্য রং মনে সন্ত্রাস আনে?
Ⓐ সকালে Ⓑ বিকেলে Ⓒ রাতে Ⓓ সকাল-সন্ধ্যায় — Ans Ⓓ

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১৯
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ জন্ম- **১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রাম।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ- **২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ মারা যান।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্য- **সাতনরী হার (১৯৫৫), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১), আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি।**
- তাঁর রচিত প্রথম কাব্যের নাম- **সাতনরী হার (১৯৫৫)।**
- তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম- **'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ও 'কোন এক মাকে'।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ- **সাতনরী হার।**
- তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ- **মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ।**
- 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে- **৩৯টি।**
- 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা' এ বিখ্যাত লাইনটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর- **'কোন এক মাকে' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।**
- তাঁর 'কখনো রং কখনো সুর' প্রকাশিত হয়- **১৯৭০ সালে।**
- কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- **'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।**
- কবিতাটির প্রথম লাইন- **আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।**
- কবিতার শেষ লাইন- **আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।**
- 'আমি কিংবন্দতির কথা বলছি' কবিতাটি- **গদ্যছন্দে রচিত।**
- কবি কার কথা বলেছেন- পূর্বপুরুষের কথা।
- কবির পূর্বপুরুষের করতলে ছিল- **পলিমাটির সৌরভ।**
- কবির পূর্বপুরুষের পিঠের ক্ষত কেমন ছিল- **রক্তজবার মতো।**
- পলিমাটির সৌরভ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে- **উর্বর মৃত্তিকা।**
- কারা অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন- **কবির পূর্বপুরুষেরা।**
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ- কবিতা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?
Ⓐ যে কর্ষণ করে Ⓑ যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে Ⓒ যে যুদ্ধে যায় Ⓓ যে মৎস্য পালন করে — Ans Ⓑ

02. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কতকাল ক্রীতদাস থাকবে?
Ⓐ আজন্ম Ⓑ ১০ বছর Ⓒ ২০ বছর Ⓓ ৩০ বছর — Ans Ⓐ

03. যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে ইস্পাতের তরবারি তাকে কী করবে?
Ⓐ শাণিত Ⓑ শক্তিশালী Ⓒ বেপরোয়া Ⓓ সশস্ত্র — Ans Ⓓ

04. 'অরণ্য এবং শ্বাপদ' কিসের প্রতীক?
Ⓐ বিপদের Ⓑ সতর্কতার Ⓒ রোমাঞ্চের Ⓓ পরিশ্রমের — Ans Ⓐ

05. যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে কোথায় যেতে পারে না?
Ⓐ যুদ্ধে Ⓑ গ্রামে Ⓒ আন্দোলনে Ⓓ বিদেশে — Ans Ⓐ

06. 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কোন কবির কাব্যগ্রন্থ?
Ⓐ জীবনানন্দ দাশ Ⓑ আহসান হাবীব Ⓒ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ Ⓓ শামসুর রাহমান — Ans Ⓒ

07. হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তুকে কী বলা হয়?
Ⓐ দৈত্য Ⓑ দানব Ⓒ শ্বাপদ Ⓓ অসুর — Ans Ⓒ

08. 'চিত্রকল্প' কী?
Ⓐ শব্দের ছবি Ⓑ ছবির দৃশ্য Ⓒ ছন্দের ধারা Ⓓ রূপরেখা — Ans Ⓐ

09. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় মুক্তির পূর্বশর্ত কী?
Ⓐ শান্তি Ⓑ সাহসী Ⓒ যুদ্ধ Ⓓ স্বাধীনতা — Ans Ⓒ

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২০

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম– ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি; যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের মারা যান– ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায়।
- কবির সমাধিস্থান– কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড।
- কবির রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্যের নাম– ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১)।
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য– তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– কৃষ্ণকুমারী।
- মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে– বীর রসের কাব্য।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– The Captive Ladie (১৮৪৯; ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ)।
- তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ– শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক।
- তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম– মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।
- মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।
- গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে লেখা নাটক– পদ্মাবতী (১৮৬০)।
- বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন– পদ্মাবতী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)।
- তিনি হোমারের 'ইলিয়াড' এর উপাখ্যান অবলম্বনে বাংলা গদ্যে রচনা করেন– হেক্টরবধ (১৮৭১)।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্রে যে মানসিকতা ফুটে উঠেছে– দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।
- 'বীরেন্দ্র বলী' কাকে বলা হয়েছে– মেঘনাদকে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূল (সংস্কৃত) রামায়ণ থেকে মধুসূদন দত্তের যে বিখ্যাত গ্রন্থের কাহিনি নেওয়া হয়েছে?
Ⓐ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য Ⓑ মেঘনাদবধ কাব্য Ⓒ কৃষ্ণকুমারী Ⓓ বীরাঙ্গনা কাব্য Ans Ⓑ

02. কতটি সনেটের সংকলনে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচিত?
Ⓐ ১০১টি Ⓑ ১০২টি Ⓒ ১০৫টি Ⓓ ১১০টি Ans Ⓑ

03. 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয়টি সর্গে রচিত' এখানে 'সর্গ' শব্দের অর্থ–
Ⓐ বেহেশত Ⓑ অধ্যায় Ⓒ সরণি Ⓓ স্তম্ভ Ans Ⓑ

04. মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান কোন সালের কত তারিখে?
Ⓐ ২১ জুন ১৮৭০ Ⓑ ২৩ জুন ১৮৭০ Ⓒ ১৯ জুন ১৮৭৩ Ⓓ ২৯ জুন ১৮৭৩ Ans Ⓓ

05. 'ক্ষুদ্রমতি নর' কাকে বলা হয়েছে?
Ⓐ বীরবাহু Ⓑ রাম Ⓒ লক্ষ্মণ Ⓓ বিভীষণ Ans Ⓒ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২১

সুচেতনা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।
- উপাধি : রূপসী বাংলার, নির্জনতার, তিমির হননের ও ধূসরতার কবি।
- মিল : ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬) সঙ্গে কবি W. B. Yeats Gi 'The Falling of the Leaves's' কবিতার মিল আছে।
- জীবনানন্দ দাশের আদি নিবাস– গাওপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর।
- 'ঝরা পালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে ধরনের রচনা– কাব্যগ্রন্থ।
- পাশ্চাত্যের যে সকল কবি দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন– ইয়েটস, বোদলেয়ার, অ্যাডগার এলেন পো।
- তাঁর গল্প সংকলন 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' (১৩৭৯) যাঁদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়– সুকুমার ঘোষ, সুবিনয় মুস্তাফীর সম্পাদনায়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কবিতাগ্রন্থ পাঠ করে জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে চিত্ররূপময় কবিতা বলেছেন– ধূসর পাণ্ডুলিপি।
- বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন– 'নির্জনতম কবি' বলে।
- তিনি জীবন অতিবাহিত করেন– ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে।
- কবি কুসুমকুমারী দাশের সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের সম্পর্ক– মা-ছেলে।
- সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া জীবনানন্দ দাশের একটি উপন্যাসের নাম– 'কল্যাণী' (প্রকাশ ১৯৯৯)।
- কাব্যগ্রন্থ : ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
- বিখ্যাত কবিতা : বনলতা সেন (১৯৪২) : 'বনলতা সেন' কবিতার উপর অ্যাডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' কবিতার প্রভাব রয়েছে।
- উপন্যাস : মাল্যবান (১৯৭৩), সুতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৩২), মৃণাল (১৯৩৩), কারুবাসনা (১৯৩৩), বিরাজ (১৯৩৩), বাসমতির উপাখ্যান।
- প্রবন্ধগ্রন্থ : কবিতার কথা (১৯৫৬)।
- উৎস পরিচিতি : 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- কবিতার সারসংক্ষেপ : 'সুচেতনা' জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কবিতায় সুচেতনা সম্বোধনে কবি তাঁর প্রার্থিত, আরাধ্য এক চেতনানিহিত বিশ্বাসকে শিল্পিত করেছেন। কবির বিশ্বাসমতে, সুচেতনা দূরতম দ্বীপসদৃশ একটি ধারণা, যা পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়। চেতনাগত এই সত্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে। জীবন্মুক্তির এই চেতনাগত সত্যই পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রাখবে, মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে। শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়কে প্রকাশ করবে।
- প্রথম লাইন– সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
- শেষ লাইন– শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
- ছন্দ : 'সুচেতনা' কবিতাটি ৮ + ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অপূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রার।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। এখানে 'এ-পথেই' দ্বারা কোন পথের কথা বলা হয়েছে।
Ⓐ দ্বন্দ্ব সংঘাত Ⓑ সুচেতনা Ⓒ রক্তপাত Ⓓ নির্জনতা Ans Ⓑ

02. জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় কীসের ছবি এঁকেছেন?
Ⓐ গ্রামবাংলার Ⓑ জীবজগতের Ⓒ অনুভবের Ⓓ বাস্তবতার Ans Ⓐ

03. 'সুচেতনা' কবিতায় দূরতম দ্বীপটি কোথায়?
Ⓐ দারুচিনির ফাঁকে Ⓑ বনানীর ফাঁকে Ⓒ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে Ⓓ রুদ্র রৌদ্রে Ans Ⓒ

04. দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে কী আছে?
Ⓐ সুচেতনা Ⓑ দূরতর দ্বীপ Ⓒ বন্ধু পরিজন Ⓓ নির্জনতা Ans Ⓓ

05. এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা–
Ⓐ সত্য Ⓑ শেষ সত্য Ⓒ রূঢ় Ⓓ নির্জন Ans Ⓐ

06. কোনটি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সত্য নয়?
Ⓐ রূঢ় রৌদ্র Ⓑ রণ রক্ত সফলতা Ⓒ ভালোবাসা Ⓓ অন্ধকার Ans Ⓑ

07. অনেক রূঢ় রৌদ্রে কী ঘুরে?
Ⓐ মানুষ Ⓑ পৃথিবী Ⓒ প্রাণ Ⓓ সুচেতনা Ans Ⓒ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২২

পদ্মা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে।
- **উপাধি :** মুসলিম রেনেসাঁর কবি।
- **কাব্যগ্রন্থ :** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), ধোলাই কাব্য (১৯৬৩), নতুন লেখা (১৯৬৯), কাফেলা (১৯৮০), হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), সিন্দাবাদ (১৯৮৩), দিলরুবা (১৯৯৪), হে বন্য স্বপ্নেরা, অনুস্বার।
- **কাব্যনাট্য :** নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)।
- **কাহিনিকাব্য :** হাতেম তায়ী (মে, ১৯৬৬)।
- **সনেট সংকলন :** মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)।
- **শিশুতোষ গ্রন্থ :** পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), চাঁদের আসর (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), ফুলের জলসা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫)।
- **বিখ্যাত কবিতা :** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), পাঞ্জেরী (১৯৬৫) [কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত], উপহার : তিনি নিজের বিয়ে উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেন, যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- **উৎস :** 'পদ্মা' কবিতাটি 'কাফেলা' (১৯৮০) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। 'কাফেলা' কাব্য সাতটি সনেটের সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সনেট।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এসবের মধ্যে পদ্মা সর্ববৃহৎ। 'পদ্মা' কবিতায় এ নদীর দুই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে এর ভয়ংকর, প্রমত্ত রূপ– যা দেখে বহু সমুদ্র ঘোরার অভিজ্ঞতায়– ঋদ্ধ, দুরন্ত জলদস্যুদের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। অন্যদিকে, পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল, জীবনদায়িনী সবুজের সমারোহ। আবার, এই পদ্মাই বর্ষাকালে জলস্রোতে স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে নেয় মানুষের সাজানো বাগান, ঘর, এমনকি জীবন পর্যন্ত। সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আবারও প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে পদ্মাকে ঘিরেই। অর্থাৎ একই পদ্মা কখনও ধ্বংসাত্মক রূপে, কখনও কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।
- **প্রথম চরণ–** অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ।
- **শেষ চরণ–** তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা।
- **ছন্দ :** 'পদ্মা' চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা। তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত চারটি স্তবক এবং শেষে দুই পঙ্‌ক্তিযুক্ত একটি স্তবকে কবিতাটি বিন্যস্ত। কবিতাটির মিলবিন্যাস– কখক খগখ গঘগ ঙঙ।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মুসলিম রেনেসাঁর কবি কে?
Ⓐ শামসুর রাহমান Ⓑ ফররুখ আহমদ Ⓒ সৈয়দ শামসুল হক Ⓓ আল মাহমুদ Ans Ⓑ

02. ফররুখ আহমদের জন্ম কত সালে?
Ⓐ ১৯১৮ Ⓑ ১৮১৯ Ⓒ ১৯৮৮ Ⓓ ১৮৯৯ Ans Ⓐ

03. ফররুখ আহমদের জন্ম কোন গ্রামে?
Ⓐ চুরুলিয়া Ⓑ বাগমারা Ⓒ মাঝআইল Ⓓ পাংশা Ans Ⓒ

04. ফররুখ আহমদের মাতার নাম কী?
Ⓐ রাহেলা খাতুন Ⓑ সাবেরা বেগম Ⓒ মরিয়ম আক্তার Ⓓ রওশন আখতার Ans Ⓓ

05. ফররুখ আহমদ কোন দশকের কবি?
Ⓐ ত্রিশের Ⓑ চল্লিশের Ⓒ পঞ্চাশের Ⓓ ষাটের Ans Ⓑ

06. কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ মুহূর্তের কবিতা Ⓑ নৌফেল ও হাতেম
Ⓒ সাত সাগরের মাঝি Ⓓ সিরাজাম মুনীরা Ans Ⓒ

07. ফররুখ আহমদের সনেট সংকলন কোনটি?
Ⓐ হাতেম তায়ী Ⓑ মুহূর্তের কবিতা Ⓒ পাখির বাসা Ⓓ নতুন লেখা Ans Ⓑ

08. 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
Ⓐ ১৯১৮ Ⓑ ১৯৪৪ Ⓒ ১৯৭৪ Ⓓ ১৯৮০ Ans Ⓓ

09. কবি কোন বেতারে কাজ করেছেন?
Ⓐ ঢাকা বেতারে Ⓑ কালুর ঘাট বেতার
Ⓒ পাকিস্তান বেতার Ⓓ চট্টগ্রাম বেতার Ans Ⓐ

10. কবির 'উপহার' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ কল্লোল Ⓑ শিখা Ⓒ সওগাত Ⓓ কবিতা Ans Ⓒ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৩

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম– **১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম।**
- কবি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্য– **একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), অপর পুরুষ (১৯৭৮), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), রজ্জুপথে চলেছি (১৯৮৮), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯), আমি জন্ম গ্রহণ করিনি (১৯৯০), তোরাপের ভাই (১৯৯০), নাভিমূলে ভস্মাধার, ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর, রাজনৈতিক কবিতা প্রভৃতি।**
- তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– **দেয়ালের দেশ।**
- একটি ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত তাঁর গল্পের নাম– **অগত্যা (১৯৫১)।**
- তাঁর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাটক।**
- তিনি 'মাটির পাহাড়' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখেন– **১৯৫৯ সালে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম– **উৎকট তন্দ্রার নিচে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত উপন্যাস– **এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৩), নীল দংশন (১৯৮১), স্মৃতিমেধ (১৯৮৬), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯), ত্রাহি (১৯৮৯), নির্বাসিতা (১৯৯০), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৯০)।**
- সৈয়দ শামসুল হক রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্য– **একদা এক রাজ্যে।**
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার নাম– **আহা, আজ কী আনন্দ অপার!**
- সৈয়দ শামসুল হক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে তাঁর কবিতাটি রচনা করেন– **৭০তম জন্মদিনে।**
- তার রচিত 'নিষিদ্ধ লোবান'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।**
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক– **'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলন করা হয়েছে।**
- কবিতাটি 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের– **প্রস্তাবনা অংশ।**
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা– গদ্যছন্দে রচিত।
- কবিতাটির প্রথম লাইন– **নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর**
- কবিতাটির শেষ লাইন– **দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"**
- নিলক্ষা আকাশ কেমন– **নীল।**
- পূর্ণিমার চাঁদ কীসের মতো জ্যোৎস্না ঢালছে– **ধবল দুধের মতো।**
- কীসের দেহ ছিঁড়ে ধ্বনির শব্দ শোনা যায়– **স্তব্ধতার দেহ।**
- অতীত কোথায় হানা দেয়– **মানুষের বন্ধ দরজায়।**
- নূরলদীন কোথায় দেখা দেয়– **মরা আঙিনায়।**
- নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল– রংপুর।
- নূরলদীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল– **১১৮৯ বঙ্গাব্দে/১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে।**
- নির্ঝরের পতনের স্থানকে কী বলে– **প্রপাত।**
- দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যাওয়া, বাংলায় শকুন নেমে আসা, কোন সময়ের সাক্ষী– **১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।**
- 'যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়' পঙ্‌ক্তিতিতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে– **১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কবিতায় নুরলদীনের ডাকে কীভাবে জনগণ সাড়া দেয়?
Ⓐ বিচ্ছিন্নভাবে Ⓑ ধীরে ধীরে Ⓒ একে একে Ⓓ সর্বাত্মকভাবে Ans Ⓓ

02. 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কয়টি নদীর কথা উল্লেখ আছে?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি Ans Ⓐ

03. 'এখানে এখন' ও 'ঈর্ষা' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ কাব্য Ⓑ উপন্যাস Ⓒ নাটক Ⓓ কাব্যনাটক Ans Ⓓ

04. 'জোছনা' বলতে বোঝায়–
Ⓐ পূর্ণিমার রাত Ⓑ অমাবস্যা Ⓒ চন্দ্রালোক Ⓓ নক্ষত্রালোক Ans Ⓒ

05. নিচের কোনটি ঐতিহাসিক চরিত্র?
Ⓐ নুরলদীন Ⓑ নাসিরউদ্দীন Ⓒ বশিরউদ্দীন Ⓓ খালেকুদ্দীন Ans Ⓐ

06. 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কত লাইন আছে?
Ⓐ ৩২ Ⓑ ৩৮ Ⓒ ৪০ Ⓓ ৪২ Ans Ⓓ

07. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়।' চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ হতাশা Ⓑ বেদনা Ⓒ আশা Ⓓ ঘৃণা Ans Ⓑ

ছবি

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৪

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- **কাব্যগ্রন্থ :** আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)।
- **গীতি-সংকলন :** আমি সাগরের নীল।
- **গান :** তুমি যে আমার কবিতা, অনেক বৃষ্টি ঝরে, নদীর মাঝি বলে প্রভৃতি।
- **প্রবন্ধ-গবেষণা :** শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), দি বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং (১৯৭৭), কথা ও কবিতা (১৯৮১)।
- **উৎস :** 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী' থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'ছবি' কবিতায় রোমান্টিক কবি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি কালজয়ী ছবি হিসেবে কল্পনা করেছেন। কবি নিপুণ শব্দের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন ত্রিশ লক্ষ খাঁটি বাঙালি-শিল্পী তথা শহিদের দীর্ঘ নয় মাসের শ্রমে-আত্মদানে সৃজিত হয়েছে এই ছবি। তাঁর নিশ্চিত ধারণা, রঙের জাদুকর শিল্পী ভ্যান গগও ছবিটিতে ছড়ানো রঙের আশ্চর্য গাঢ়তা কখনো দেখেননি। কবি মনে করেন, ছবিটিতে ব্যবহৃত অসংখ্য নরমুণ্ডের ব্যবহার ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে, যা এই ছবির মতো দেশটির গৌরবময় স্মারক। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এই দেশ পরিদর্শনের জন্য কবি বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবিতায়।
- **প্রথম চরণ–** আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ.
- **শেষ চরণ–** এই ছবির মতো দেশের– থিম!
- **ছন্দ :** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কবি মোট কতটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি Ans Ⓒ

02. 'কথা ও কবিতা' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ কাব্যগ্রন্থ Ⓑ গীতি-সংকলন Ⓒ প্রবন্ধগ্রন্থ Ⓓ সনেট Ans Ⓒ

03. 'তুমি যে আমার কবিতা' গানটি কার রচিত?
Ⓐ আবু হেনা মোস্তফা কামাল Ⓑ গোলাম মোস্তফা
Ⓒ কবির বকুল Ⓓ আবদুল জব্বার Ans Ⓐ

04. 'আক্রান্ত গজল' কী ধরনের রচনা?
Ⓐ কবিতা Ⓑ গল্প Ⓒ কাহিনিকাব্য Ⓓ কাব্যগ্রন্থ Ans Ⓓ

05. 'যেহেতু জন্মান্ধ' কত সালে প্রকাশিত হয়?
Ⓐ ১৯৭৪ Ⓑ ১৯৮৪ Ⓒ ১৯৮৮ Ⓓ ১৯৮৯ Ans Ⓑ

06. আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতার প্রধান সম্পদ কোনটি?
Ⓐ মননশীলতা Ⓑ রোমান্টিকতা
Ⓒ শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মীতা Ⓓ প্রকৃতিচেতনা Ans Ⓒ

07. কবি 'ছবি' কবিতায় কাদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?
Ⓐ সবার জন্য Ⓑ চিত্রশিল্পীদের জন্য
Ⓒ মননশীলদের জন্য Ⓓ সাহিত্যিকদের জন্য Ans Ⓐ

লালসালু

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৫

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম– ১৫ আগস্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ; ষোলশহর, চট্টগ্রাম। পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন)। মাতা : নাসিম আরা খাতুন।
- তিনি মারা যান– ১০ অক্টোবর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ; প্যারিস, ফ্রান্স।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প– নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।
- তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস– লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, দি আগলি এশিয়ান (ইংরেজি ভাষায়; রচনা ১৯৬৩)।
- 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়– ১৯৬৮ সালে।
- 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়– ১৯৪৬ সালে।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক– বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।
- তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম– 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। (প্রকাশ : ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে)।
- পি. ই. এন. পুরস্কার পান– 'বহিপীর' নাটকের জন্য।
- ১৯৬৫-তে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন– 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।
- 'লালসালু' প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯৪৮ সালে।
- 'লালসালু' উপন্যাসের অনুবাদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

যে ভাষায় অনুবাদ ও নাম	অনুবাদক	প্রকাশ
উর্দু : Lal Shalu	কলিমুল্লাহ।	১৯৬০
ফরাসি : L'arbre sans racines	অ্যান-মারি থিবো	১৯৬১
ইংরেজি : Tree without Roots	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌	১৯৬৭

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত?
Ⓐ গারো পাহাড়ে Ⓑ মধুপুর গড়ে Ⓒ পাহাড়পুরে Ⓓ সোনারগাঁয়ে Ans Ⓐ

02. রহিমার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে কে?
Ⓐ আমেনা Ⓑ হাসুনির মা Ⓒ জমিলা Ⓓ বুড়ি Ans Ⓑ

03. গ্রামের মহিলারা কার মাধ্যমে মজিদের কাছে আর্জি পাঠায়?
Ⓐ রহিমার Ⓑ হাসুনির মার
Ⓒ হাসিনার Ⓓ খালেক ব্যাপারীর Ans Ⓐ

04. মজিদ হাসুনির মার জন্য কী রঙের শাড়ি এনে দেয়?
Ⓐ বেগুনি রং, কালো পাড় Ⓑ বেগুনি রং, লাল পাড়
Ⓒ কালো রং, বেগুনি পাড় Ⓓ লাল রং, বেগুনি পাড় Ans Ⓐ

05. আওয়ালপুরে পিরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?
Ⓐ মজিদের Ⓑ কালুর Ⓒ তাহেরের Ⓓ কাদেরের Ans Ⓑ

06. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা' মজিদ কার উদ্দেশে উক্তিটি করেছে?
Ⓐ মোদাব্বের মিঞার Ⓑ তাহেরের
Ⓒ খালেক ব্যাপারী Ⓓ আক্কাসের Ans Ⓓ

07. আওয়ালপুরের পিরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
Ⓐ মৌসুমি পির Ⓑ ভ্রাম্যমাণ পির Ⓒ স্থায়ী পির Ⓓ ভণ্ড পির Ans Ⓐ

08. মজিদ সূরা আল ফালাকের কয় আয়াত তেলাওয়াত করে?
Ⓐ পাঁচ Ⓑ নয় Ⓒ সাত Ⓓ তিন Ans Ⓐ

09. মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে?
Ⓐ রহিমা Ⓑ জমিলা Ⓒ হাসুনির মা Ⓓ আমেনা Ans Ⓐ

10. মজিদ গ্রামবাসীদের কী বলে গালি দেয়?
Ⓐ বেঈমান Ⓑ নাস্তিক Ⓒ জাহেল Ⓓ অধার্মিক Ans Ⓒ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৬

সিরাজউদ্দৌলা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সিকান্দার আবু জাফর জন্মগ্রহণ করেন– **১৯ মার্চ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ; তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা। পিতা : সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী।**
- ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট– **তিনি ঢাকায় মারা যান।**
- সিকানদার আবু জাফর রচিত কাব্যগ্রন্থ– **প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)।**
- 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্রষ্টা– **সিকান্দার আবু জাফর।**
- তাঁর গানের সংকলন– **মালব কৌশিক (১৯৬৯)।**
- সিকানদার আবু জাফর রচিত উপন্যাস– **মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)।**
- সিকানদার আবু জাফর রচিত গল্পগ্রন্থ– **মতি আর অশ্রু (১৯৪১)।**
- সিকানদার আবু জাফরের অনুবাদগ্রন্থ– **রুবাইয়াৎ : ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি চারটি অঙ্কে ও বারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত।
- সিকান্দার আবু জাফর রচিত এ নাটকটি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক (১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়) ও ট্র্যাজেডি তথা করুণ রসাত্মক নাটক।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান– ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।
- কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন– **সিরাজউদ্দৌলা।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম যে চরিত্রের উপস্থিতি আছে– **ক্লেটন।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ইংরেজদের বাণিজ্য অধিকার প্রত্যাহারের কারণ কী ছিল?
Ⓐ রাজস্ব প্রদানে অনীহা Ⓑ কূটকৌশল Ⓒ বিদ্রোহী মনোভাব Ⓓ ধৃষ্টতা **Ans D**

02. দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা ও নারীমগ্ন থাকার কারণে কাকে প্রাণ দিতে হয়েছে?
Ⓐ মুর্শিদকুলি খাঁকে Ⓑ সরফরাজ খাঁকে Ⓒ আলিবর্দি খাঁকে Ⓓ হোসেন কুলি খাঁকে **Ans D**

03. 'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কী বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি কার?
Ⓐ উমিচাঁদের Ⓑ ক্লাইভের Ⓒ রায়দুর্লভের Ⓓ ওয়াটসের **Ans B**

04. সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবে। কিন্তু রাজ্য চালাবে কে?
Ⓐ পর্তুগিজ Ⓑ ইংরেজরা Ⓒ কোম্পানি Ⓓ মিরজাফর **Ans C**

05. গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটতে শুরু করলে কে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন?
Ⓐ মোহনলাল Ⓑ সিরাজউদ্দৌলা Ⓒ উর্মিচাঁদ Ⓓ মিরজাফর **Ans D**

06. দলিলে সই করার সময় সংগীতের সুর কিরূপ ছিল?
Ⓐ প্রাণোচ্ছল Ⓑ করুণ Ⓒ মধুর Ⓓ বেদনার **Ans B**

07. বারুদ অকেজো হয়ে পড়েছিল কেন?
Ⓐ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল Ⓑ নকল ছিল Ⓒ জোয়ারে ডুবে গিয়েছিল Ⓓ শত্রুপক্ষ নষ্ট করে দিয়েছিল **Ans A**

08. কে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি?
Ⓐ মিরমর্দান Ⓑ মোহনলাল Ⓒ মিরজাফর Ⓓ সাঁফ্রে **Ans B**

09. উপযুক্ত মর্যাদায় কার লাশ দাফন করতে হবে?
Ⓐ মিরজাফরের Ⓑ মিরমর্দানের Ⓒ মোহনলালের Ⓓ মিরনের **Ans B**

10. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কোন মহারানির উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ রাজশাহীর Ⓑ খুলনার Ⓒ ঢাকার Ⓓ নাটোরের **Ans D**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৭

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবেচনাপ্রসূত বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজন করা হয় তিন ভাগে– যথা : ক. প্রাচীনযুগ (৬৫০ - ১২০০) খ. মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০) গ. আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান)।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাচীন যুগের ব্যাপ্তি– **৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন/আদি যুগের নিদর্শন হলো– **চর্যাপদ।**
- প্রাচীনযুগের সময়কাল– **৬৫০-১২০০ খ্রি. পর্যন্ত।**
- চর্যাপদের ভাষা বাংলা এটি প্রমাণ করেন– **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**
- 'চর্যাপদ' যে ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য– **সহজিয়া বৌদ্ধ।**
- 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর অর্থ– কোনোটি আচরণীয়, আর কোনোটি নয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য যান– তিব্বত, নেপাল।
- কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' সম্পাদনা করেন– শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলো টীকা আকারে ব্যাখ্যা করেন– মুনিদত্ত।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক– মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি– **মহামহোপাধ্যায়।**
- 'চর্যাপদ' প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯১৬ সালে।
- চর্যাপদে যে পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে– ২৩ নং পদ (রচয়িতা : ভুসুকুপা)।
- 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয়– ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবারের পুথিশালা থেকে।
- প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম ছিল– 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।'
- চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন– বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন– কাহ্নপা (১৩ টি)।
- চর্যাপদে বর্ণিত আছে– বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা।
- চর্যাপদের রচয়িতার সংখ্যা– ২৩ জন (মতান্তরে ২৪ জন)।
- চর্যাপদে মোট পদ আছে– ৫১ টি।
- চর্যাপদের পুথি নেপালে যাবার কারণ– তুর্কি আক্রমণের সময়ে পণ্ডিতগণ তাঁদের পুথি নিয়ে নেপালের তিব্বতে চলে যান।
- চর্যাপদে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পদ সংখ্যা– সাড়ে ৪৬ টি।

❖ মধ্যযুগ ❖

- বাংলা ভাষার মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচিত– **১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।**
- কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন– **'পদ্মাবতী' কাব্য।**
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা– শাহ মুহম্মদ সগীর।
- মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর।
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত ইংরেজি ঔপন্যাসিক টমাস মানের উপন্যাসের নাম– 'Zosef and his brother's'।

❖ অন্ধকার যুগ ❖

- ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এ দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ার কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বা 'তমসার যুগ' নামে অভিহিত করেন। তুর্কি আক্রমণের ফলে এ সময় দেশে একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল-এ ধরনের একটি অনুমান থেকে অন্ধকারযুগের অবতারণা করা হলেও আহমদ শরীফ সহ অনেক গবেষক অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
- 'হিন্দু সমালোচকদের চাপিয়ে দেওয়া দোষ এই অন্ধকার যুগ' মন্তব্যটি– অন্ধকার যুগ সম্পর্কে আহমদ শরীফের।
- অন্ধকার যুগে আবিষ্কৃত দুটি সাহিত্যকর্মের– 'শূন্যপুরাণ' এবং 'সেক শুভোদয়া'।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- বৌদ্ধধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা– রামাই পণ্ডিত।
- পীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়ার' রচয়িতা– হলায়ুধ মিশ্র।
- সৈয়দ আলী আহসান 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন– ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়– তুর্কি শাসকদের সময়কে।
- 'শূন্যপুরাণ' বিভক্ত– ২৫টি অধ্যায়ে।
- 'শূন্যপুরাণ' প্রকাশিত হয়– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- গদ্য পদ্য মিশ্রিত সংস্কৃত কাব্যকে– চম্পুকাব্য বলে।
- 'শূন্যপুরাণ' ও 'সেক শুভোদয়া'– চম্পুকাব্য।

❖ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ❖

- গানরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত– ধামালি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা– বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ায়ি হলো– রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী।
- মধ্যযুগের প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয়– গোয়ালঘরের মাচা থেকে।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কার করেন– বসন্তরঞ্জন রায়।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।
- মধ্যযুগের প্রথম কবি– বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রকৃত নাম– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি দিয়েছিলেন– বসন্তরঞ্জন রায়।
- বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি– বিদ্বদ্বল্লভ।
- বাংলা সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা নিজেকে চণ্ডীদাস পরিচয় দেওয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা– চণ্ডীদাস সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- তিনজন স্বীকৃত চণ্ডীদাসের নাম– বড়ু, দীন এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু– ধর্মকেন্দ্রিকতা।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়– বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল– চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩৪০-১৪৪০)।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র– রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি।

❖ বৈষ্ণব পদাবলি ❖

- বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক বিশেষ সৃষ্টিকে– পদ বা পদাবলি বলে।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা/পদাবলির প্রথম কবি– বিদ্যাপতি।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা– চণ্ডীদাস।
- 'বিদ্যাপতি' যে রাজসভার কবি ছিলেন– মিথিলা।
- 'ব্রজবুলি' হচ্ছে– এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা।
- বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে সৃষ্ট ভাষার নাম– ব্রজবুলি।
- 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা– বিদ্যাপতি।
- শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত– রামপ্রসাদ সেন।

❖ মঙ্গলকাব্য ❖

- মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন– রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র– মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' উক্তিটি– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের।
- মনসামঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি– বিজয়গুপ্ত।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি– ময়ূরভট্ট।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা– রূপরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি– ঘনরাম চক্রবর্তী।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি– কবি কানাহরি দত্ত।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম– পদ্মাপুরাণ।

❖ শ্রীচৈতন্যদেব ও সাহিত্য ❖

- বাংলা সাহিত্যে একটি পঙক্তিও না লিখে শ্রী চৈতন্যদেবের নামে সৃষ্ট যুগ– চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।
- চৈতন্যদেব ছিলেন– বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক।
- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনিকাব্য রচয়িতা– বৃন্দাবন দাস।
- চৈতন্যজীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি– কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
- 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা– লোচনদাস।

❖ আরাকান রাজসভা ও সাহিত্য ❖

- আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার অন্যতম কবির নাম– আলাওল।
- 'সিকান্দরনামা' কাব্যের রচয়িতা– আলাওল।
- আরাকানে সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল– সপ্তদশ শতকে।
- আলাওলের 'তোহফা'– নীতিকাব্য।
- লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা– দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি– দৌলত কাজী।
- 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা– দৌলত কাজী।
- মহাকবি আলাওল যে যুগের কবি ছিলেন– মধ্যযুগের।
- 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা– কবি মরদন।
- 'দুল্লা মজলিস' কাব্যের রচয়িতা– আবদুল করীম খোন্দকার।
- আরাকানের রাজা সুধর্মের সমর সচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কাব্য অবলম্বনে কাব্য রচনায় উৎসাহী হন– দৌলত কাজী।

❖ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ❖

- আরবি, ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয়কাব্যের নাম– রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূত্রপাত হয়– পনেরো শতকে।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য– ইউসুফ জোলেখা।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারায় দেশজ উপাদান নিয়ে কোরেশী মাগন ঠাকুরের কাব্যের নাম– চন্দ্রাবতী কাব্য।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর (কাব্য : ইউসুফ-জোলেখা)।
- 'লায়লী মজনু' কাব্যের কবি– দৌলত উজির বাহরাম খান।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি সাবিরিদ খানের কাব্যের নাম– বিদ্যাসুন্দর ও হানিফা-কয়রাপরী।
- বাংলা রোমান্টিক কাব্য 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' কাব্যের কবি– আলাওল।
- নওয়াজিশ খানের বিখ্যাত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য– গুলে বকাওলী।

❖ লোকসাহিত্য ❖

- জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদিকে বলে– লোকসাহিত্য।
- ইংরেজি Ballad এর বাংলা পরিভাষা– গীতিকা।
- কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুথিই– দোভাষী পুথি।
- কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজ ও মুদ্রণে যে বই ছাপা হতো (দোভাষী বাংলায় রচিত পুথিসাহিত্য) যা নিম্নরুচির বলে বিবেচিত হতো, সেগুলোকে বলা হতো– বটতলার পুথি।
- 'মর্সিয়া' শব্দের উৎস ভাষা– আরবি এর অর্থ– শোক বা আহাজারি।
- 'মর্সিয়া' সাহিত্যের আদিকবি– শেখ ফয়জুল্লাহ (গ্রন্থ : জয়নবের চৌতিশা)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

❖ মৈমনসিংহ গীতিকা ❖

- চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পালাগুলোকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রথম প্রকাশ করেন- ১৯২৩ সালে।
- 'জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী' যে উপাখ্যানের অন্তর্গত- মৈমনসিংহ গীতিকার।
- 'দেওয়ানা মদিনা' যে কাব্যের অন্তর্গত- মৈমনসিংহ গীতিকা।
- 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক- চন্দ্রকুমার দে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলো সংগ্রহ করেন- চন্দ্রকুমার দে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অনূদিত হয়েছে- ২৩টি ভাষায়।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মুদ্রিত পালার সংখ্যা- ১০টি। যথা : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, রূপবতী, বিদ্যাসুন্দর, কাজলরেখা, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা।
- 'মহুয়া' গীতিকার রচয়িতা- মনসুর বয়াতি।

❖ নাথগীতিকা/নাথসাহিত্য ❖

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্যই- **নাথসাহিত্য হিসেবে পরিচিত।**
- বৌদ্ধ ধর্ম ও শৈব ধর্মের মিশ্রণে নাথ ধর্মের উৎপত্তি।
- নাথসাহিত্য ২ প্রকার। যথা : ১. মীন নাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনি ২. রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।
- নাথসাহিত্য ধারার আদিকবি- **শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীমসেন রায়, শ্যামাদাস সেন।**
- 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের লেখক- **শেখ ফয়জুল্লাহ (শ্রেষ্ঠ কবি)।**
- 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থের রচয়িতা- **সুকুর মামুদ।**

❖ অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ❖

- মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর সময়টুকুকে- **যুগ সন্ধিক্ষণ বা 'অবক্ষয় যুগ' বলা হয়েছে।**
- অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ধরা হয়- **১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।**
- কারো কারো মতে, ১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ সময়টা- **'যুগ সন্ধিক্ষণ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।**
- সৈয়দ আলী আহসান এ সময়কে- **'প্রায় শূন্যতার' যুগ বলেছেন।**
- এ সময়ের একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছেন- **কবি 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'।**
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচনার রীতির বিশেষত্ব হলো- **ব্যঙ্গবিদ্রূপ।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি- **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।**

❖ অনুবাদ সাহিত্য ❖

- মধ্যযুগে বাংলায় মৌলিক সাহিত্যের পাশাপাশি এমন কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে যার উৎস অন্য ভাষায়; কিন্তু বাংলায় এর ভাষান্তর বা রূপান্তর ঘটানো হয়েছে, এসব সাহিত্যকে- **অনুবাদ সাহিত্য বলে।**
- চারটি ভাষা থেকে মূলত বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছে। যথা : ১. সংস্কৃত ভাষা ২. আরবি ৩. ফারসি ও ৪. হিন্দি ভাষা।

❖ আধুনিক যুগ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ❖

- আধুনিক যুগের সময়সীমা ধরা হয়- **১৮০১-বর্তমান (আজ পর্যন্ত)।**
- আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য- **মানবের জয়জয়কার।**
- আধুনিক যুগের লক্ষণ- **আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবাদ।**
- বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয়- **আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ে।**
- বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারা সৃষ্টি হয়- **আধুনিক যুগে।**
- গণসাহিত্য শব্দে 'গণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়- **সাধারণ মানুষ অর্থে।**
- যে সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে তাকে- **উত্তরাধুনিকতাবাদ বলে।**

❖ বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ❖

- ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে- **বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা হয়।**
- আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্যে- **আধুনিক পর্ব শুরু হয়।**
- উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে- **গদ্যের সূচনা হয়।**
- বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়- উনিশ শতকে/আধুনিক যুগে।

❖ শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখানা ❖

- বাংলা গদ্যের অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থকতা লক্ষ করা যায়- **খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টার মধ্যে।**
- ১৪৯৮ সালে গোয়ায় উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল মূলত- **পর্তুগিজ ভাষার মুদ্রণযন্ত্র।**
- ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়- **চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে।**
- ১৮০০ সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনে উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগিতায়- **মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়।**
- বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি (ছাপাখানা) স্থাপিত হয়- **১৮৪৭ খ্রি. রংপুরে এবং প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে।**
- বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন- **চার্লস উইলকিন্স।**
- বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক- **চার্লস উইলকিন্স।**
- ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা প্রেস' ঢাকার প্রথম ছাপাখানা এবং এখান থেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ছাপা হয়- **যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ।**

❖ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ❖

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা কাল- **১৮০০ সালের ৪ মে।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা- **গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ১৮০১ সালে- বাংলা বিভাগ খোলা হয়।
- ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা শিক্ষা দেওয়াই ছিল- **বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।**

❖ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ❖

- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জানুয়ারি।**
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইনিয়ন কক্ষে- **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে।**
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর কর্ণধার ছিলেন- **কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেন।**
- 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র ছিল- **শিখা পত্রিকা (১৯২৭)।**

❖ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ❖

- 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫২ সালে।
- 'বাংলাপিডিয়া' যে ধরনের- জাতীয় জ্ঞানকোষ।
- 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশিত হয়- **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে।**
- 'বাংলাপিডিয়া'র প্রধান সম্পাদক- **সিরাজুল ইসলাম।**

❖ বাংলা একাডেমি ❖

- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়- **৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫।**
- বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম- **বর্ধমান হাউস।**
- 'একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজক সংস্থার নাম- **বাংলা একাডেমি।**
- 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার প্রবর্তিত হয়- **১৯৬০ সাল থেকে।**
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছে- **বাংলা একাডেমি।**
- বাংলা একাডেমি প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করে থাকে- **সাহিত্য।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

❖ আধুনিক যুগের অন্যান্য তথ্য ❖

- বাংলা গদ্যে প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন– **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।**
- বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক– **প্রমথ চৌধুরী।**
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটকের নাম– **কৃষ্ণকুমারী।**
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবক্তা কবি– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা গদ্যছন্দের প্রবর্তক– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- 'কৃষ্ণকুমারী'র রচয়িতা– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহাকাব্যের নাম– **মেঘনাদবধ কাব্য।**
- প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর যে উপন্যাসে সর্বপ্রথম চলিত রীতির প্রবর্তন করেন– **'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)।**
- বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়– **প্যারীচাঁদ মিত্রকে।**
- 'ঠকচাচা' চরিত্রটি পাওয়া যায়– **'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে।**
- 'ভ্রান্তিবিলাস' (অনুবাদ গ্রন্থ) গ্রন্থের রচয়িতা– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য কী?
Ⓐ মনোরঞ্জন করা Ⓑ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা
Ⓒ লেখকের প্রতিষ্ঠা Ⓓ সমাজের সমালোচনা করা **Ans B**

02. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে কত সাল থেকে?
Ⓐ ১৮০১ Ⓑ ১৯০১ Ⓒ ২০০১ Ⓓ ১৮৫৭ **Ans A**

03. "একতাল হঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ।/এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ"॥ পদটির পদকর্তা–
Ⓐ ধর্মপা Ⓑ বীণাপা
Ⓒ মহীধরপা Ⓓ ভাদেপা **Ans D**

04. "উঙ্কা উঙ্কা পাবত তহিঁ বসই সরবী বালী। মোরাঙ্গ পীছ পরিহাণ সরবী গীবত গুঞ্জরী মালী"॥ পদটির পদকর্তা–
Ⓐ সরহপা Ⓑ শবরপা
Ⓒ শান্তিপা Ⓓ কঙ্কণপা **Ans B**

05. 'ডাকার্ণব' কোন ভাষায় রচিত?
Ⓐ ব্রাহ্মী Ⓑ পালি
Ⓒ সান্ধ্য Ⓓ অপভ্রংশ **Ans D**

06. 'চর্যাপদ' কাদের সাধন-সংগীত?
Ⓐ বৌদ্ধ সহজিয়া Ⓑ বৌদ্ধ হীনযান
Ⓒ বৌদ্ধ মহাযান Ⓓ খ ও গ উভয়ই **Ans A**

07. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন–
Ⓐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন Ⓑ চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
Ⓒ ডাকার্ণব Ⓓ খনার বচন **Ans B**

08. নিচের কোন জন চর্যাপদের কবি?
Ⓐ শীলভদ্র Ⓑ কাহ্নপা
Ⓒ মুকুন্দরাম Ⓓ চণ্ডীদাস **Ans B**

09. কোনজন 'চর্যাপদ' এর কবি? [A, Odd, সেট B : ১৪-১৫]
Ⓐ লুইপা Ⓑ বিদ্যাপতি
Ⓒ নিত্যানন্দ Ⓓ রামদাস **Ans A**

10. বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাওয়া হয়–
Ⓐ বাউল গান Ⓑ গাজির গান
Ⓒ লেটোর গান Ⓓ জারি গান **Ans B**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৮

বাংলা সাহিত্যের শাখা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা– গীতিকবিতা।
- বিহারীলালকে বাংলা সাহিত্যে– **'ভোরের পাখি' বলা হয়।**

❖ বিখ্যাত কাব্য ও কবি ❖

কাব্য	কবি
মাটির দেয়াল, অনিঃশেষ, হারানো অর্কিড।	অমিয় চক্রবর্তী
সম্ভাবশতক, মোহভোগ।	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
পশারিণী, মন ও মৃত্তিকা, অরণ্যের সুর।	মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গসুন্দরী।	বিহারীলাল চক্রবর্তী
তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, সংবর্ত।	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
জন্মই আমার আজন্ম পাপ, আমি ভালো আছি তুমি?	দাউদ হায়দার
সন্দীপের চর, চোরাবালি, সাত ভাই চম্পা।	বিষ্ণু দে
কয়েকটি কবিতা, খোলা চিঠি, তিন পুরুষ।	সময় সেন
রসতরঙ্গিণী, বাসবদত্তা।	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
অবকাশ রঞ্জনী, পলাশীর যুদ্ধ।	নবীনচন্দ্র সেন
রক্তরাগ, বুলবুলিস্তান, বনি আদম, গীতি সঞ্চয়ন।	গোলাম মোস্তফা
নকশীকাঁথার মাঠ, রাখালী।	জসীমউদ্দীন
সাত সাগরের মাঝি, মুহূর্তের কবিতা।	ফররুখ আহমদ
অনুরাগ, ময়নামতির চর।	বন্দে আলী মিয়া
বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, মর্মবাণী।	বুদ্ধদেব বসু
প্রেমহার, কুসুমাঞ্জলি, জাতীয় ফোয়ারা।	মোজাম্মেল হক
বাণী, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী।	রজনীকান্ত সেন
পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী।	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণু ও বীণা, বেলা শেষের গান, কুহু ও কেকা।	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

❖ বিখ্যাত মহাকাব্য ও কবি ❖

মহাকাব্য	কবি
মহাশ্মশান : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি এর মূল উপজীব্য।	কায়কোবাদ
মেঘনাদবধ কাব্য : বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
স্পেনবিজয় কাব্য : স্পেনের সম্রাট রডারিকের সঙ্গে মুসলমান বীর তারেকের সংগ্রাম কাহিনি।	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
বৃত্রসংহার কাব্য	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস	নবীনচন্দ্র সেন
পৃথ্বীরাজ, শিবাজী	যোগীন্দ্রনাথ বসু
হেলেনা কাব্য	আনন্দচন্দ্র মিত্র
রামায়ণ	বাল্মীকি
মহাভারত	ব্যাসদেব
ইলিয়াড, ওডিসি	হোমার (গ্রিক কবি)
ইনিড	ভার্জিল
প্যারাডাইস লস্ট	মিলটন
শাহনামা [ফারসি ভাষায় রচিত 'শাহনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন মোজাম্মেল হক, মনিরুদ্দীন ইউসুফ।]	ফেরদৌসী (ইরান)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

❖ বিখ্যাত নাটক ও নাট্যকার ❖

নাটক	নাট্যকার
ভদ্রার্জুন।	তারাচরণ শিকদার
সাজাহান, নূরজাহান, মেবারপতন।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
পুরুবিক্রম (নাটক), কিঞ্চিৎ জলযোগ (প্রহসন)	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেহুলা গীতাভিনয়, জমীদার দর্পণ, বসন্তকুমারী।	মীর মশাররফ হোসেন
কুলীনকুলসর্বস্ব বেণীসংহার, উভয় সঙ্কট (প্রহসন)।	রামনারায়ণ তর্করত্ন
প্রফুল্ল (লেখকের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্তক নাটক), সিরাজদ্দৌলা, রাবণবধ, ছত্রপতি শিবাজী, হারানিধি।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
আলেয়া, ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।	কাজী নজরুল ইসলাম
সুবচন নির্বাসনে, কোকিলারা, এখনও ক্রীতদাস।	আব্দুল্লাহ আল মামুন
কৈরী কন্যার মন, চাকা, কীত্তনখোলা, হাত হদাই।	সেলিম আল দীন
নেমেসিস, রূপান্তর, নয়া খান্দান।	নূরুল মোমেন
আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর।	শওকত ওসমান
অয়োময়, আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেই।	হুমায়ূন আহমেদ
কীর্তিবিলাস : প্রথম বিয়োগান্তক নাটক।	যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
ইবলিস, ওরা কদম আলী।	মামুনুর রশীদ
স্পেনবিজয়ী মুসা, সমাধি, ফিরিঙ্গী হার্মাদ।	ইব্রাহীম খলিল
স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, যন্ত্রাফল নিম্নচাপ।	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
মানচিত্র, অ্যালবাম।	আনিস চৌধুরী
মসনদের মোহ, আনারকলি।	শাহাদাৎ হোসেন
নবান্ন, জনপদ, কলঙ্ক।	বিজন ভট্টাচার্য
এলেবেলে, পঙ্কজ বিভাস, প্রজাপতির নির্বন্ধ।	জিয়া হায়দার
কালবেলা, শেষ নবাব, প্রতিদিন একদিন।	সাঈদ আহমদ

❖ নাট্যকারের প্রথম প্রকাশিত নাটক ❖

নাট্যকার	নাটক	প্রকাশকাল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া	১৯৩১
আবুল ফজল	আলোকলতা	১৯৩৪
আবদুল হক	অদ্বিতীয়া	১৯৫৬
আলাউদ্দিন আল আজাদ	মরক্কোর জাদুকর	১৯৫৮
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	ঝড়ের পাখি	১৯৫৯
আবদুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে	১৯৭৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	পাষাণী	১৯০০
নুরুল মোমেন	রূপান্তর	১৯৪৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা	১৮৫৯
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী	১৮৭৩
সেলিম আল দীন	পল্লাপাড়	১৯৫০

❖ প্রহসন ❖

গ্রন্থ	রচয়িতা
যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান।	রামনারায়ণ তর্করত্ন
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা?	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার, বড় দিনের বকশিস, সভ্যতার পাণ্ডা।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বৈকুণ্ঠের খাতা, শেষ রক্ষা, হাস্য কৌতুক।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো।	দীনবন্ধু মিত্র
ফাঁস কাগজ, একি, এর উপায় কি?	মীর মশাররফ হোসেন
কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম আর করব না, হিতে বিপরীত, হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দারগ্রহ।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিবাহ বিভ্রাট, চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, কৃপণের ধন।	অমৃতলাল বসু
বিরহ, কল্কি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

- উপন্যাস [স. উপ + নি + √অস্ + অ (ঘঞ্)] বিশেষ্য শব্দটির অর্থ একবিধ চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে গদ্যে রচিত দীর্ঘ আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান, বড়ো গল্প, Nobel।
- গ্রন্থাকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনি অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে– উপন্যাস বলে।

❖ উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ❖

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
তিতাস একটি নদীর নাম।	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন।	আবু জাফর শামসুদ্দিন
কন্যাকুমারী, আমলকীর মৌ।	আবদুর রাজ্জাক
উপমহাদেশ, আগুনের মেয়ে।	আল মাহমুদ
নীড়সন্ধানী, রাইফেল রোটি আওরাত।	আনোয়ার পাশা
হুতোম প্যাঁচার নকশা।	কালীপ্রসন্ন সিংহ
মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধন-হারা, কুহেলিকা।	কাজী নজরুল ইসলাম
প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা।	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
আব্দুল্লাহ।	কাজী ইমদাদুল হক
হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী।	জহির রায়হান
ত্রয়ী উপন্যাস : গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
একটি কালো মেয়ের কথা	
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, অরণ্যবহ্নি।	
ঘর মন জানালা।	দিলারা হাসেম
আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে।	নজিবর রহমান
রূপজালাল (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস)।	নওয়াব ফয়জুন্নেসা
কেরী সাহেবের মুন্সি, ডাকিনী, অশরীরী।	প্রমথনাথ বিশি
জোহরা, দরাফ খাঁ গাজী।	মোজাম্মেল হক
উত্তম পুরুষ, আমার যত গ্লানি, পদতলে রক্ত, প্রসন্ন পাষাণ।	রশীদ করিম
জননী, নেকড়ে অরণ্য, আর্তনাদ।	শওকত ওসমান
সারেং বৌ, সংশপ্তক।	শহীদুল্লা কায়সার
অক্টোপাস, অদ্ভুত আঁধার এক।	শামসুর রাহমান
ওয়ারিশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, কুলায় কালস্রোত।	শওকত আলী
বৈকুণ্ঠের উইল, পল্লীসমাজ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন।	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
পাপের সন্তান, অভিশপ্ত নগরী, বিদ্রোহী কৈবর্ত।	সত্যেন সেন
হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষরণ।	সেলিনা হোসেন
এক মহিলার ছবি, নীল দংশন, মহাশূন্যে পরাণ মাস্টার।	সৈয়দ শামসুল হক
অনেক সূর্যের আশা, বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ, আদিগন্ত।	সরদার জয়েনউদ্দিন
আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬): লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। পূর্ব-পশ্চিম: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নদী ও নারী।	হুমায়ুন কবির
আগুনপাখি, সাবিত্রী উপাখ্যান।	হাসান আজিজুল হক
পাক সার জমিন সাদ বাদ, ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইল।	হুমায়ুন আজাদ
নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প।	হুমায়ূন আহমেদ
দহনকাল, মোহনা, জলপুত্র।	হরিশংকর জলদাস
লোকে সিন্ধু।	হাছন রাজা
বেনের মেয়ে।	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

❖ ছোটগল্প সম্পর্কিত তথ্য ❖

- ছোটগল্প হলো– উপন্যাসের চেয়ে ছোটো পূর্ণাঙ্গ গল্প।
- যে গল্প অর্ধ হতে এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়, তা-ই ছোটগল্প। ——— এডগার অ্যালান পো
- ছোটগল্প সাধারণত ১০ হতে ৫০ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ——— এইচ জি ওয়েলস
- যা আকারে ছোট, প্রকারে গল্প তাকে– ছোটগল্প বলে।
- বাংলা ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

❖ প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্য ❖

- প্রবন্ধ {স. প্র + √বন্‌ধ + অ (ঘঞ্)} শব্দের প্রকৃত অর্থ– প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন।
- কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখক যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন তাই– প্রবন্ধ।
- কোনো বিষয়ভিত্তিক চিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠ, মননশীল প্রকাশাত্মক, নাতিদীর্ঘ গদ্য রচনাকে বলে– প্রবন্ধ।
- আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুথির সম্পাদনা করেন– আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

❖ ভ্রমণকাহিনি ❖

রচয়িতা	ভ্রমণকাহিনি
জসীমউদ্দীন	চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশ।
মুহম্মদ আবদুল হাই	বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন।
শহীদুল্লা কায়সার	পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ।
ইব্রাহীম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র।
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে প্রবাসে।
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	বুলগেরিয়া ভ্রমণ।
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে-বিদেশে (কাবুল শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে)।
জহুরুল হক	সাত-সাঁতার (আমেরিকা ভ্রমণকাহিনি)।
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	দ্বিতীয় পৃথিবীতে।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তুরস্ক ভ্রমণ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি, পারস্যে, জাপান যাত্রী।
বেগম সুফিয়া কামাল	সোভিয়েতের দিনগুলি।
রাহুল সাংকৃত্যায়ন	ভোলগা থেকে গঙ্গা।
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ।

❖ রম্যরচনা ❖

রচয়িতা	রম্যরচনা
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়।
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, টুনিমেম, ময়ূরকণ্ঠী।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, লোক রহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।
আবুল মনসুর আহমদ	আয়না, আসমানী পর্দা, ফুড কনফারেন্স, গালিভারের সফরনামা।
নূরুল মোমেন	বহুরূপা, নরসুন্দর, হিং টিং ছট।
মুহম্মদ আবদুল হাই	তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আত্মভাবপ্রধান কবিতা হলো–
Ⓐ মহাকাব্য Ⓑ গীতিকবিতা
Ⓒ চিত্রকাব্য Ⓓ ব্যঙ্গকাব্য
Ans B

02. কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য কোনটি?
Ⓐ মহাভারত Ⓑ ইলিয়াড
Ⓒ সোনার তরী Ⓓ মহাশ্মশান
Ans D

03. কোন কাব্যের সুর প্রকৃতি ও নারী প্রেম?
Ⓐ খণ্ডকাব্য Ⓑ গীতিকাব্য
Ⓒ মহাকাব্য Ⓓ প্রণয়কাব্য
Ans B

04. সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ পরানের গহীন ভিতর Ⓑ খণ্ডিত গৌরব
Ⓒ মানচিত্র Ⓓ ক্রন্দসী ও আত্মজা
Ans A

05. কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির?
Ⓐ নীল-দর্পণ ও বিষাদ-সিন্ধু Ⓑ লালসালু ও বলাকা
Ⓒ গীতাঞ্জলি ও অগ্নি-বীণা Ⓓ ডাকঘর ও শ্রীকান্ত
Ans C

06. কালিদাসের একটি নাটক–
Ⓐ মালতিমাধব Ⓑ মালবিকাগ্নিমিত্র
Ⓒ মধুমালতি Ⓓ মৃচ্ছকটিক
Ans B

07. 'নেমেসিস' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ নাটক Ⓑ উপন্যাস
Ⓒ গল্প Ⓓ কবিতা
Ans A

08. 'নাসিরউদ্দীন ইউসুফ' একজন–
Ⓐ নাট্যনির্দেশক Ⓑ অভিনেতা
Ⓒ কবি Ⓓ অর্থনীতিবিদ
Ans A

09. 'বিবি কুলসুম' কার রচনা?
Ⓐ মোজাম্মেল হক Ⓑ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
Ⓒ মীর মশাররফ হোসেন Ⓓ কাজী ইমদাদুল হক
Ans C

10. বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক–
Ⓐ কুলীনকুলসর্বস্ব Ⓑ ভদ্রার্জুন
Ⓒ নীলদর্পণ Ⓓ কৃষ্ণকুমারী
Ans D

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উচ্চারণ হচ্ছে একটি– **বাচনিক প্রক্রিয়া।**
- 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে– **'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেখি, রেণু।**
- 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ'– **সংবৃত হয়। যেমন : দেহ, কেহ, কেষ্ট ইত্যাদি।**
- দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির– **বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো) ইত্যাদি।**
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির– **বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : খেমটা (খ্যামটা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা) ইত্যাদি।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে– **ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : সান্ত্বনা (শান্‌তোনা)**
- সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি– **সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), লক্ষ্মী (লোক্‌খি) ইত্যাদি।**
- শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে– **ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব (বিপ্‌প্লব), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে)।**
- 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ)-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার– **'ব' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : উদ্বাহু (উদ্‌বাহু)।**
- শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে– **ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে)।**
- শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত– **ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ক্লান্তি (ক্লান্‌তি), প্লাবন (প্লাবোন্), ক্লেশ (ক্লেশ্)।**
- শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হলে ঐ র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয়, কিন্তু– **ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), ব্রত (ব্রোতো), গ্রহ (গ্রোহো)।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে– **ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : পরিশ্রম (পোরিস্‌স্রোম্)।**
- সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে র-ফলা থাকলে– **সে র-ফলা অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : মন্ত্র (মন্‌ত্রো), অস্ত্র (অস্‌ত্রো)।**
- শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে– **য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম)।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা থাকলে– **সে য-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : স্বাস্থ্য (শাস্‌থো), কণ্ঠ্য (কন্‌ঠো)।**
- শব্দের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনে য-ফলা যুক্ত হলে– **সে ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন : অদ্য (ওদ্‌দো), সভ্য (শোব্‌ভো)।**
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির পূর্বে 'র' ফলা (্র) বা 'ঋ' কার (ৃ) থাকলে শেষের 'অ' ধ্বনি– **'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : বিকৃত (বিকৃতো), মৃত (মৃতো), কৃশ (কৃশো) ইত্যাদি।**
- বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্ত্য 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে– **ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : বিবাহ (বিবাহো), মোহ (মোহো), বিরহ (বিরহো) ইত্যাদি।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
Ⓐ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয় Ⓑ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়
Ⓒ সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয় Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓒ**

02. 'ও' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
Ⓐ পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয় Ⓑ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়
Ⓒ সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয় Ⓓ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয় **Ans Ⓐ**

03. 'অনুগমন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ ওনুগমোন্ Ⓑ ওনুগমোন Ⓒ অনুগমন Ⓓ ওনুগমন **Ans Ⓐ**

04. 'নিশ্চিত'-এর শুদ্ধ উচ্চারণ–
Ⓐ নিস্‌চিতো Ⓑ নিশ্‌চীতো Ⓒ নিশ্চীত Ⓓ নিশ্‌চিতো **Ans Ⓓ**

05. 'প্রমোদতরি' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ প্রোমোদতরি Ⓑ প্রোমোদ্‌তোরি Ⓒ প্রমদোতোরি Ⓓ প্রোমদতোরি **Ans Ⓑ**

06. 'অতীত' এর শুদ্ধ উচ্চারণ–
Ⓐ অতিত Ⓑ আতীত Ⓒ ওইতীত Ⓓ ওতিত্ **Ans Ⓓ**

07. 'অধ্যাত্ম' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
Ⓐ অদ্‌ধাত্‌তো Ⓑ ওদ্‌ধাত্‌তোঁ Ⓒ ওদ্‌ধাত্‌তো Ⓓ অদ্‌ধাত্‌তোঁ **Ans Ⓑ**

08. 'অবজ্ঞাত' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি–
Ⓐ অবোগগাত Ⓑ অবগ্যাতো Ⓒ অবোগগ্যাঁতো Ⓓ অবগগাত **Ans Ⓒ**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-২

বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান– **যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে।**
- যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল– **ই বা উ এবং তার– কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি।**
- রেফ (র্) এর পর– **ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন, কর্ম্ম ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, কর্ম ইত্যাদি ব্যবহার হবে।**
- সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত– **ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর।**
- শব্দ সন্ধিবদ্ধ না হলে– **ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন : আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, অঙ্ক, অঙ্গ, কঙ্কাল, শৃঙ্খলা, গঙ্গা।**
- শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ)– **থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত।**
- পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে, তবে অভিধানসিদ্ধ হলে– **পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস, নিস্তব্ধ।**
- সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী– **সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কারান্ত হবে। যেমন : গুণী→ গুণিজন, প্রাণী → প্রাণিবিদ্যা।**
- ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে– **ই-কার হবে। যেমন : কৃতী→ কৃতিত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন শব্দটি শুদ্ধ নয়?
Ⓐ সংখ্যা Ⓑ সংবর্ধনা Ⓒ উশৃঙ্খল Ⓓ অহংকার **Ans Ⓒ**

02. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ বাঙালী Ⓑ বাড়ি Ⓒ কুমির Ⓓ হাতি **Ans Ⓐ**

03. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ কাগয Ⓑ হাযার Ⓒ রাজার Ⓓ পুলিস **Ans Ⓒ**

04. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ কৃষ্টি Ⓑ স্টেশন Ⓒ খ্রিস্ট Ⓓ ষ্টোর **Ans Ⓓ**

05. কোন বানানটি ঠিক নয়?
Ⓐ অক্ষয় Ⓑ চৈতালী Ⓒ জাপানি Ⓓ রঙিন **Ans Ⓑ**

06. কোনটি শুদ্ধ নয়?
Ⓐ প্রতিতি Ⓑ প্রকৃতি Ⓒ জ্যামিতি Ⓓ সমিতি **Ans Ⓐ**

07. কোনটি শুদ্ধ বানান?
Ⓐ শরিসৃপ Ⓑ শরীসৃপ Ⓒ সরিসৃপ Ⓓ সরীসৃপ **Ans Ⓓ**

08. কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ?
Ⓐ ঘনিষ্ঠ Ⓑ বৈশিষ্ট Ⓒ বৈদগ্ধ্য Ⓓ সশ্রদ্ধ **Ans Ⓑ**

09. কোনটি শুদ্ধ বানান?
Ⓐ মধুসুদন Ⓑ মধুসূদন Ⓒ মধূসুদন Ⓓ মধুসূদন **Ans Ⓓ**

10. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ সহযোগীতা Ⓑ ডিগ্রি Ⓒ শ্রদ্ধাঞ্জলী Ⓓ শংশপ্তক **Ans Ⓑ**

11. কোন বানানটি ঠিক?
Ⓐ উর্মি Ⓑ শ্বাশত Ⓒ আবিষ্কার Ⓓ বিসন্ন **Ans Ⓐ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৩

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে- **পদ বলে।**
- বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই- **পদ বলা হয়।**
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদ) সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে- **"প্রাতিপদিকের পর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত 'পদ' (inflected words)।**
- কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা প্রাণীর নামকে- **বিশেষ্য পদ বলে।**
- যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বোঝায়, তাকে- **নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : নজরুল, ঢাকা, হিমালয়, গীতাঞ্জলি।**
- যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে- **জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : মানুষ, গরু।**
- যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে- **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : বই, খাতা, কলম।**
- যে পদে কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায়, তাই- **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যেমন : সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত।**
- যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে- **ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : গমন (যাওয়ার ভাব)।**
- যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তাই- **গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন : মধুর মিষ্টত্বের গুণ- মধুরতা।**
- বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে- **সর্বনাম পদ বলে।**
- দুপক্ষের সহযোগ বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝালে- **ব্যতিহারিক সর্বনাম হয়। যেমন : তোমরা নিজেরা নিজেরা সমস্যাটি মিটিয়ে ফেল।**
- একাধিক শব্দ একত্র হয়ে একটি সর্বনাম তৈরি করে, তখন তাকে- **যৌগিক সর্বনাম বলে। যেমন : অন্য-কিছু, অন্য-কেউ।**
- পরস্পর শর্ত বা সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করলে, তাদের- **সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন : যা ভেবেছি তাই হয়েছে।**
- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে- **বিশেষণ পদ বলে। যেমন : করিম ভালো ফুটবল খেলে। সুন্দর বাগান। চটপটে ছেলে।**
- বিরক্তিসূচক আবেগ-শব্দে অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়- **যেমন : ছি ছি! তুমি এত নীচ! কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।**
- যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে- **ভাব বিশেষণ বলে। যেমন : গাড়িটা বেশ জোরে চলছে।**
- যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে- **যেমন : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।**
- যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে- **ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।**
- বিস্ময়সূচক আবেগ-শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার- **ভাব প্রকাশ করে। যেমন : আরে, তুমি আবার কখন এলে!**
- যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে- **সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।**
- যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে- **বিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন : সামান্য একটু দুধ দাও।**
- যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে- **অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা : ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।**
- ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে- **যেমন : উঃ, কী যন্ত্রণা! আঃ! কী বিপদ।**
- সম্বোধনবাচক আবেগ-শব্দ- সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- **যেমন : হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।**
- করুণাবাচক আবেগ-শব্দ করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে- **যেমন : আহা! বেচারার কেউ নেই।**
- দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়, তখন তাকে- **নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন : রাশি রাশি ভারা ভারা ধান।**
- যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাকে- **প্রযোজক ক্রিয়া বলে।**
- যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে- **প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : সাপুড়ে সাপ খেলায়। এখানে 'সাপুড়ে' প্রযোজক কর্তা এবং 'সাপ' প্রযোজ্য কর্তা।**
- যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে- **প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন : মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এখানে 'মা' প্রযোজক কর্তা ও 'শিশু' প্রযোজ্য কর্তা।**
- বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে- **সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন : আর কত খেলা খেলবে।**
- একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া একত্রে বসে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে- **যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন : ঘটনাটা শুনে রাখ।**
- আলংকারিক আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য- **অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : দূর পাগল! এ কথা কী বলতে আছে।**
- যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে- **অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন : বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করলে ভাববাচক বিশেষ্য বোঝায়?
Ⓐ আন Ⓑ আই
Ⓒ আল Ⓓ আও
Ans Ⓑ

02. 'উৎকর্ষ' হচ্ছে-
Ⓐ বিশেষণ Ⓑ বিশেষণের বিশেষণ
Ⓒ বিশেষ্যের বিশেষণ Ⓓ বিশেষ্য
Ans Ⓓ

03. 'কাজটি ভালো দেখায় না' এ বাক্যের 'দেখায়' ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহরণ?
Ⓐ মৌলিক ধাতুর Ⓑ নাম ধাতুর
Ⓒ প্রযোজ্য ধাতুর Ⓓ কর্মবাচ্যের ধাতুর
Ans Ⓓ

04. 'ভালো নিজেকে জাহির করে না, অনেক সময়ই তাকে খুঁজে বের করতে হয়।' এ বাক্যে 'ভালো' শব্দটি কোন পদ?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ বিশেষণ
Ⓒ সর্বনাম Ⓓ অব্যয়
Ans Ⓐ

05. কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ ধন অপেক্ষা মান বড় Ⓑ লেখাপড়া কর; নতুবা ফেল করবে
Ⓒ তোমাকে দিয়ে কিছু হবেনা Ⓓ ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে
Ans Ⓑ

06. 'তিনটি বছর' এখানে 'তিনটি' কোন পদ?
Ⓐ বিশেষণ Ⓑ বিশেষ্য Ⓒ অব্যয় Ⓓ ক্রিয়া
Ans Ⓐ

07. কোনটি বিশেষণের বিশেষণ?
Ⓐ এই আমি আর নই একা Ⓑ বাতাস ধীরে বইছে
Ⓒ অতিশয় মন্দ কথা Ⓓ মেঘনা বড় নদী
Ans Ⓒ

08. ধাতুর শেষে 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ করলে কোন পদ গঠিত হয়?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ অব্যয়
Ⓒ বিশেষণ Ⓓ ক্রিয়া
Ans Ⓒ

09. যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে বলে-
Ⓐ নাম বিশেষণ Ⓑ ভাব বিশেষণ
Ⓒ ক্রিয়া বিশেষণ Ⓓ বিশেষণের বিশেষণ
Ans Ⓑ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৪

উপসর্গ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপসর্গের অর্থ ও প্রয়োগ

বাংলা উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- অ— নিন্দিত অর্থে : অকাজ, অকেজো, অকাল, অগোছালো।
  অভাব অর্থে : অচিন, অচেনা, অমিল, অবাঙালি।
- অঘা— বোকা অর্থে : অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
- অনা— অভাব অর্থে : অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়।
- আ— নিকৃষ্ট অর্থে : আকাঠ, আগাছা, আকাল, আঘাটা।
- আন— বিক্ষিপ্ত অর্থে : আনচান, আনমনা।
- আড়— বক্র অর্থে : আড়চোখে, আড়নয়নে।
  প্রায় অর্থে : আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা।
- আব— অস্পষ্টতা অর্থে : আবছায়া, আবডাল।
- অজ— নিতান্ত (মন্দ) অর্থে : অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
- ইতি— পুরনো অর্থে : ইতিকথা, ইতিহাস।
- উন— কম অর্থে : উনপাঁজুরে, উনিশ।
- কদ্— নিন্দিত অর্থে : কদবেল, কদর্য, কদাকার।
- কু— কুৎসিত অর্থে : কুকথা, কুনজর, কুপথ্য, কুকাম।
- নি— নাই অর্থে : নিখুঁত, নিখোঁজ, নিরেট, নিপাট।
- পাতি— ক্ষুদ্র অর্থে : পাতিহাঁস, পাতকুয়ো, পাতিকাক।
- বি— ভিন্নতা অর্থে : বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিকাল।
- ভর— পূর্ণতা অর্থে : ভরপেট, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে।
- রাম— উৎকৃষ্ট অর্থে : রামছাগল, রামবোকা, রামদা।
- স— সম্পূর্ণ অর্থে : সলাজ, সজোর, সজোরে, সরাজ।
- সা— উৎকৃষ্ট অর্থে : সাজিরা, সাজোয়ান।
- সু— উত্তম অর্থে : সুনজর, সুনাম, সুদিন, সুডৌল।
- হা— অভাব অর্থে : হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ হাপিত্যেশ।

সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- প্র— আধিক্য অর্থে : প্রগাঢ়, প্রকোপ, প্রখর, প্রচণ্ড, প্রমত্ত।
  খ্যাতি অর্থে : প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব, প্রশংসা।
- পরা— বিপরীত অর্থে : পরাজয়, পরাভব, পরাঙ্মুখ, পরাহত।
- অপ— নিকৃষ্ট অর্থে : অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ।
  বিকৃত অর্থে : অপমৃত্যু, অপভ্রংশ, অপব্যাখ্যা।
- সম— মিলন অর্থে : সম্বন্ধ, সম্মেলন, সংকলন, সঞ্চয়।
- নি— নিশ্চয় অর্থে : নিবারণ, নির্ণয়।
- অব— অল্পতা অর্থে : অবশেষ, অবসান, অবশিষ্ট, অবেলা।
  হীনতা অর্থে : অবজ্ঞা, অবমাননা, অবহেলা।
- অপি— আরও অর্থে : অপিচ।
- অনু— সাদৃশ্য অর্থে : অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুদান।
- নির্— নেই অর্থে : নির্জীব, নির্ধন, নিরন্ন, নিরপরাধ, নিরব।
- দুর্— মন্দ অর্থে : দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্জন, দুশ্চরিত্র।
- বি— গতি অর্থে : বিচরণ, বিক্ষেপ।
- সু— উত্তম অর্থে : সুকৃতি, সুনীল, সুজন, সুপথ, সুফল।
- উৎ— প্রাবল্য অর্থে : উচ্ছ্বাস, উদগ্র, উত্তেজনা, উন্মত্ত।
- অধি— উপরি অর্থে : অধিরোহণ, অধিষ্ঠান, অধিত্যকা।
- অতি— অতিক্রম অর্থে : অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
- আ— পর্যন্ত অর্থে : আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র।
- পরি— শেষ অর্থে : পরিশেষ, পরিশোধ, পরিসমাপ্তি।
- অভি— বিশেষ অর্থে : অভিধান, অভিনেতা, অভিভাবক।
- প্রতি— বিরোধ অর্থে : প্রতিবাদ, প্রতিপক্ষ, প্রতিশোধ।
- উপ— সম্যক অর্থে : উপকরণ, উপদেশ, উপবেশন, উপহার।

ফারসি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- কার্— কাজ অর্থে : কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কাবদানি।
- দর্— মধ্যস্থ, অধীন অর্থে : দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান।
- না— না অর্থে : নারাজ, নামঞ্জুর, নাবালক, নাচার, নাখোশ।
- নিম্— আধা অর্থে : নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
- ফি— প্রতি অর্থে : ফি রোজ, ফি হপ্তা, ফি সন, ফি লোক।
- বদ্— মন্দ অর্থে : বদরাগী, বজ্জাত, বদখত, বদমাশ।
- বে— না অর্থে : বেকসুর, বেহায়া, বেতার, বেকায়দা।
- বর্— বাইরে, মধ্যে অর্থে : বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
- ব— সহিত অর্থে : বমাল, বনাম, বকলম।
- কম্— স্বল্প অর্থে : কমজোর, কমবখত্, কমপোখ্‌তো।

বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মিল :

- আ, সু, বি, নি- এ চারটিতে বাংলা ও সংস্কৃত মিল আছে।

আরবি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- আম্— সাধারণ অর্থে : আমদরবার, আমমোক্তার।
- খাস্— বিশেষ অর্থে : খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা।
- লা— না অর্থে : লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
- গর্— অভাব অর্থে : গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

ইংরেজি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- ফুল— পূর্ণ অর্থে : ফুল-হাতা, ফুল-মোজা, ফুল-প্যান্ট।
- হাফ— আধা অর্থে : হাফ-হাতা, হাফ-স্কুল, হাফ-নেতা।
- হেড— প্রধান অর্থে : হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত।
- সাব— অধীন অর্থে : সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর।

উর্দু ও হিন্দি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- হর— প্রত্যেক অর্থে : হররোজ, হরহামেশা, হরহামিনা।
- হরেক— বিবিধ অর্থে : হরেকরকম, হরেকখাবার।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা' এ 'হর' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ পূর্ণ অর্থে Ⓑ আধা অর্থে Ⓒ প্রত্যেক অর্থে Ⓓ মধ্যস্থ অর্থে **Ans C**

02. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ লা Ⓑ হা Ⓒ প্র Ⓓ ভর **Ans C**

03. কোনটি বিদেশি উপসর্গের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ কু Ⓑ অপ Ⓒ অজ Ⓓ বদ **Ans D**

04. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ আম Ⓑ আড় Ⓒ প্র Ⓓ নিম **Ans B**

05. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ অজ Ⓑ গর Ⓒ পরি Ⓓ পাতি **Ans C**

06. 'বর' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ তৎসম Ⓒ খাঁটি বাংলা Ⓓ ফারসি **Ans D**

07. 'প্রতি' কোন ভাষার উপসর্গ?
Ⓐ আরবি Ⓑ বাংলা Ⓒ ইংরেজি Ⓓ সংস্কৃত **Ans D**

08. 'অপ' উপসর্গটি 'অপকর্ম' শব্দে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ নিকৃষ্ট Ⓑ বিকৃত Ⓒ বিপরীত Ⓓ দুর্নাম **Ans A**

09. কোন শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়নি?
Ⓐ সুগম Ⓑ লবণ Ⓒ নিখুঁত Ⓓ দুর্গম **Ans B**

10. 'পরীক্ষা' শব্দের 'পরি' উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা কী?
Ⓐ সম্যক Ⓑ বিশেষ Ⓒ শেষ Ⓓ চতুর্দিক **Ans A**

11. কোনটি ফারসি উপসর্গ?
Ⓐ কার্ Ⓑ কাম Ⓒ হয় Ⓓ হাফ **Ans A**

12. উপসর্গ যুক্ত হয় কৃদন্ত বা নাম শব্দের–
Ⓐ পূর্বে Ⓑ মধ্যে Ⓒ পরে Ⓓ পূর্বে ও পরে **Ans A**

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৫

সমাস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সমাস সংস্কৃত শব্দটির বিশ্লেষিত রূপ- সম্ + অস্ + অ (ঘঞ্)।
- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হওয়াকে- সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।
- 'সমাস' শব্দের অর্থ- সংক্ষেপণ।
- যে যে পদে সমাস হয় তাকে- সমস্যমান পদ বলে।
- যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে- দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : তাল ও তমাল = তাল-তমাল।
- যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে- অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে।
- যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদগুলো লোপ পায় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দ নির্ধারিত হয়, তাকে- একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : তুমি, আমি ও সে = আমরা।
- সমস্যমান পদ দুটি সংযোজক অব্যয়- 'এবং, ও, আর' দ্বারা যুক্ত হয়।
- দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত শব্দ- পূর্বে বসে। যেমন : গুরু-শিষ্য, প্রভু-ভৃত্য, স্বর্গ-মর্ত্য, রাজা-প্রজা, দেব-দৈত্য, পতি-পত্নী।
- দ্বন্দ্ব সমাসে স্ত্রী-বাচক শব্দ- পূর্বে বসে। যেমন : মা-বাপ।
- 'পতি' শব্দ পরে থাকলে 'জায়া' শব্দের স্থানে বিকল্পে- 'দম' হয়। যেমন : জায়া ও পতি = দম্পতি।
- পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে- 'রাজ' হয়। যেমন : মহান যে রাজা = মহারাজ।
- বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো- বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন : সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ; অধম যে নর = নরাধম।
- পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে- 'কৎ' হয়। যেমন : কু যে অর্থ = কদর্থ।
- উপমান ও উপমেয়কে অভিন্ন কল্পনা করে উপমান ও উপমেয় পদের যে সমাস হয়, তাকে- রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।
- রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান পদটি- প্রধান্য লাভ করে।
- উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলে- তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : এক দ্বারা উন = একোন।
- সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে- পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো।
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' শব্দের স্থলে- 'রাজ' হয়। যেমন : রাজার পুত্র = রাজপুত্র, রাজার ধানী (বাসস্থান) = রাজধানী।
- ব্যাসবাক্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে- সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন : কবিদের রাজা = রাজকবি।
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে- পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হয়। যেমন : পিতার ধন = পিতৃধন।
- পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, প্রতিম শব্দগুলো থাকলে- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : পত্নীর সহ = পত্নীসহ।
- পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ, পাল প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : হস্তীর যূথ = হস্তিযূথ।
- শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড (ডিম), ডিম্ব ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে এবং ব্যাসবাক্যে স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বপদে থাকলে- সমস্তপদে স্ত্রীবাচক শব্দটি পূর্বপদে পুরুষবাচক হয়। যেমন : মৃগীর শিশু = মৃগশিশু।
- তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্যে 'মধ্যে' শব্দ থাকলে- সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ।
- উত্তরপদের আদিতে স্বরবর্ণ থাকলে- 'নঞ্' স্থানে 'অন' হয়। যেমন : ন আবাদি = অনাবাদি।
- উত্তর বা পরপদের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে- 'নঞ্' স্থানে 'অ' হয়। যেমন : ন মিল = অমিল।
- কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে- উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : পকেট মারে যে : পকেটমার।
- কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে- তাকে উপপদ বলে। যেমন : কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার।
- দ্বিগু সমাসের পূর্বপদ- সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদ বিশেষ্য হয়।
- দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে সমাসবদ্ধ পদটি- আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়। যেমন : শত অব্দের সমাহার : শতাব্দী, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী।
- উপসর্গ যেহেতু এক ধরনের অব্যয়, সেহেতু উপসর্গযোগে গঠিত সব শব্দই- অব্যয়ীভাব সমাস হতে পারে।
- অনু, প্রতি, নিঃ, নির, আ, উপ, যথা, উৎ, পরি, প্র, পর ইত্যাদি অব্যয় দ্বারা সাধারণত- অব্যয়ীভাব সমাস গঠিত হয়।
- 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে- 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন : বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার = সহোদর > সোদর।
- বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদে- 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ।
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে- 'চূড়া' শব্দ সমস্তপদে 'চূড়' এবং 'কর্মা' শব্দ সমস্তপদে 'কর্মা' হয়। যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্মা যার = বিচিত্রকর্মা।
- বহুব্রীহি সমাসে- 'দ্বি' এবং 'অন্তর' শব্দের পরে 'অপ্' স্থলে 'ঈপ্' হয়। যেমন : দুদিকে অপ্ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ্ যার = অন্তরীপ।
- বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের অন্তে- যার, যাতে ইত্যাদি পদ বসে। যেমন : চতুর্দিকে ভুজ যার = চতুর্ভুজ।
- পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে- সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'সমাস' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
Ⓐ ধ্বনিতত্ত্বে Ⓑ রূপতত্ত্বে Ⓒ বাক্যতত্ত্বে Ⓓ অর্থতত্ত্বে Ans Ⓑ

02. পরপদের অপর নাম কী?
Ⓐ উপপদ Ⓑ পূর্বপদ Ⓒ বিশেষ্য পদ Ⓓ উত্তরপদ Ans Ⓓ

03. কোনটি বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ দা-কুমড়া Ⓑ আয়-ব্যয় Ⓒ জমা-খরচ Ⓓ মাসি-পিসি Ans Ⓐ

04. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ বহু গম Ⓑ বহু ধান Ⓒ বহু চাল Ⓓ বহু পাট Ans Ⓑ

05. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ নরাধম Ⓑ দ্বীপ Ⓒ বর্ণচোরা Ⓓ দোলন Ans Ⓑ

06. কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্য গঠিত হয় কোন সমাসে?
Ⓐ দ্বিগু Ⓑ নিত্য Ⓒ অব্যয়ীভাব Ⓓ উপপদ Ans Ⓒ

07. 'স্কুলপালানো' কোন সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ Ⓑ তৃতীয়া তৎপুরুষ Ⓒ চতুর্থী তৎপুরুষ Ⓓ পঞ্চমী তৎপুরুষ Ans Ⓓ

08. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস?
Ⓐ তেমাথা Ⓑ প্রতিকূল Ⓒ নির্জল Ⓓ পকেটমার Ans Ⓓ

09. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাসের অধীনে নয়?
Ⓐ উপমান Ⓑ অলুক Ⓒ উপমিত Ⓓ রূপক Ans Ⓑ

10. 'মধুমাখা' এর ঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
Ⓐ মধু দ্বারা মাখা Ⓑ মধুকে মাখা Ⓒ মধুতে মাখা Ⓓ মধুর মাখা Ans Ⓐ

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৬

বাক্য প্রকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

একটি সার্থক বাক্য গঠনে তিনটি গুণ থাকা জরুরি। যথা :

- ◈ **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই– আকাঙ্ক্ষা।
- ◈ **আসত্তি :** বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পরস্পর অর্থসংগতি ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদসমূহের সুশৃঙ্খল বিন্যাসই– আসত্তি।
- ◈ **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পরের সঙ্গে অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম– যোগ্যতা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পদ সংস্থাপন, ক্রম অনুসারী সম্বন্ধ পদ বাক্যে কোথায় বসে?
Ⓐ বিশেষণের পরে Ⓑ বিশেষ্যের পরে
Ⓒ বিশেষণের পূর্বে Ⓓ বিশেষ্যের পূর্বে
Ans D

02. 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ আনন্দ Ⓑ আনুগত্য
Ⓒ আবেগ Ⓓ আশাবাদ
Ans A

03. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে?
Ⓐ আকুতি Ⓑ মিনতি
Ⓒ আসত্তি Ⓓ আকাঙ্ক্ষা
Ans C

04. 'যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে' গঠন অনুসারে বাক্যটি–
Ⓐ তির্যক বাক্য Ⓑ সরল বাক্য
Ⓒ যৌগিক Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans D

05. অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য কী হারায়?
Ⓐ আসত্তি Ⓑ রীতিসিদ্ধ
Ⓒ যোগ্যতা Ⓓ অর্থবাচকতা
Ans C

06. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ বিধেয় Ⓑ অভিপ্রেত
Ⓒ বিধান Ⓓ লক্ষ্যবস্তু
Ans A

07. 'বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।' বাক্যটি–
Ⓐ নেতিবাচক Ⓑ অস্তিবাচক
Ⓒ নঞর্থক Ⓓ অনুজ্ঞা
Ans B

08. 'গরু মানুষের গোসত খায়।' বাক্যটিতে কীসের অভাব আছে?
Ⓐ যোগ্যতা Ⓑ আকাঙ্ক্ষা
Ⓒ আসত্তি Ⓓ নৈকট্য
Ans A

09. ঠিকভাবে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়–
Ⓐ শৃঙ্খলা Ⓑ আসত্তি
Ⓒ আকাঙ্ক্ষা Ⓓ যোগ্যতা
Ans D

10. বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম কী?
Ⓐ আসত্তি Ⓑ যোগ্যতা
Ⓒ আকাঙ্ক্ষা Ⓓ বিধেয়
Ans B

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৭

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ◈ **অত্র-তত্র-যত্র–** 'অত্র' শব্দের অর্থ এখানে; 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। 'এই' অর্থে 'অত্র' ব্যবহার অশুদ্ধ।
- ◈ **আকণ্ঠ পর্যন্ত–** 'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
- ◈ **অশ্রুজল–** 'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই চোখের জল বোঝায়।
- ◈ **অপেক্ষমাণ/ অপেক্ষমান–** ক্ষ অর্থাৎ ক-তে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
- ◈ **ইদানীংকাল–** 'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
- ◈ **খাঁটি গরুর দুধ–** কথাটি প্রচলিত থাকলেও তা অশুদ্ধ। শুদ্ধরূপ হলো– গরুর খাঁটি দুধ।
- ◈ **দাহ্যশক্তি/ দাহিকা শক্তি–** দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ : যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'।
- ◈ **কৃচ্ছ্র/কৃচ্ছ্রতা–** 'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ : শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ্র' শব্দের সাথে 'তা' প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছ্রতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
- ◈ **পদক্ষেপ–** 'পদক্ষেপ' শব্দের অর্থ : পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে 'পদক্ষেপ' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
- ◈ **বিষাক্ত/ বিষধর–** 'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ : 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত' অশোভন। শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।
- ◈ **সাম্প্রতিককাল–** 'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত অবস্থায় আছে। তাই 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
- ◈ **সঠিক–** 'সঠিক' শব্দটি দ্বারা বোঝায় ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি 'ঠিক' দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় তাহলে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
- ◈ **উল্লেখ/ উল্লিখিত–** সংস্কৃতে (এবং বাংলায়ও) মূল ধাতুটি 'লিখ্' হলেও লেখা, লেখন, লেখনী প্রভৃতি শব্দে 'লে' আসে। কিন্তু লিখিত, অলিখিত। একই কারণে উল্লেখ (উৎ + লেখ) হলেও উল্লেখিত নয়, উল্লিখিত লিখতে হবে। এ সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন।
- ◈ **কৃতি/ কৃতী–** 'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ : কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ : কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থে 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
- ◈ **পূর্বাহ্ণ–** 'পূর্বাহ্ণ' শব্দের অর্থ : দিনের প্রথম ভাগ। অনেকেই পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ণ' শব্দটির ব্যবহার করে যা অপপ্রয়োগ।
- ◈ **কেবলমাত্র/ শুধুমাত্র–** যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে সেখানে 'কেবলমাত্র' বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
- ◈ **ফলশ্রুতি–** 'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা বোঝায়। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
- ◈ **প্রেক্ষিত/ পরিপ্রেক্ষিত–** 'প্রেক্ষিত' শব্দটি এসেছে 'প্রেক্ষণ' থেকে, যার অর্থ : দৃষ্টি। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'প্রেক্ষিত' এর অর্থ : দেখা হয়েছে এমন (অর্থাৎ দৃষ্ট)। তাই 'প্রেক্ষাপট' বা 'পটভূমি' অর্থে 'প্রেক্ষিত' শব্দের ব্যবহার ভুল প্রয়োগ।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ নির্ভরশীল Ⓑ নির্ভরশীলতা Ⓒ নির্ভরতা Ⓓ নির্ভরযোগ্য **Ans C**

02. ঠিক শব্দটি বের করুন–
Ⓐ চলাকালীন সময়ে Ⓑ চলাকালে Ⓒ চলাকালের সময়ে Ⓓ চলাকালিন সময় **Ans B**

03. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
Ⓐ ইদানিংকাল Ⓑ তাপদাহ Ⓒ সাম্প্রতিক Ⓓ উপরোক্ত **Ans C**

04. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ কেবলমাত্র Ⓑ অধীন Ⓒ মনস্তষ্ট Ⓓ উল্লিখিত **Ans A**

05. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ উপর্যুক্ত Ⓑ মিথস্ক্রিয়া Ⓒ ধস্প্রাপ্ত Ⓓ দৈন্যতা **Ans D**

06. 'অবদান' (মনোযোগ) ও 'অবধান' (কীর্তি) কোন জাতীয় অপপ্রয়োগ?
Ⓐ উচ্চারণজনিত Ⓑ অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত Ⓒ শব্দ গঠনজনিত Ⓓ সবগুলো **Ans B**

07. শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ নয় কোনটি?
Ⓐ ইতিপূর্বে Ⓑ অতলস্পর্শী Ⓒ সবিনয়পূর্বক Ⓓ অস্তায়মান **Ans D**

08. নিচের কোনটি বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
Ⓐ শুধুমাত্র Ⓑ ফলশ্রুতি Ⓒ সুকেশী Ⓓ পরিপ্রেক্ষিত **Ans A**

09. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
Ⓐ অপেক্ষমাণ Ⓑ দাহিকা শক্তি Ⓒ আকণ্ঠ পর্যন্ত Ⓓ স্বায়ত্তশাসন **Ans C**

10. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ পুনঃপুন Ⓑ ভোগলিক Ⓒ গ্রথিত Ⓓ প্রোথিত **Ans B**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৮

পারিভাষিক শব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Article	অনুচ্ছেদ	Agenda	আলোচ্যসূচি
Attestation	প্রত্যায়ন	Allotment	বরাদ্দ
Affidavit	শপথনামা	Ad-hoc	তদর্থক
Blue print	প্রতিচিত্র	Basin	অববাহিকা
Basic-pay	মূল বেতন	Boyscout	ব্রতীবালক
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Cable	তার
Coldwar	স্নায়ুযুদ্ধ	Chancellor	আচার্য
Canvas	মোটা কাপড়	Calender	পঞ্জিকা
Diplomatic	কূটনৈতিক	Democracy	গণতন্ত্র
Deposit	আমানত	Diagram	নকশা
Exchange	বিনিময়	Epicurism	ভোগবাদ
Extract	নির্যাস	Funeral	শেষকৃত্য
Forecast	পূর্বাভাস	Forfeit	বাজেয়াপ্ত করা
Furnace	চুল্লি	Feudalism	সামন্তবাদ
Genesis	উৎপত্তি	Goods	পণ্য, মাল
Gazetted	ঘোষিত	Graph	চিত্রলেখ
Hypocrisy	কপটতা	Hydrologist	পানিবিজ্ঞানী
Horizontal	অনুভূমিক	Heroine	বীরাঙ্গনা
Hood	ঢাকনা	Humanity	মানবতা
Interview	সাক্ষাৎকার	Injunction	নিষেধাজ্ঞা
Index	নির্দেশক	Interim	অন্তর্বর্তীকালীন

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Inspection	পরিদর্শন	Immediate	আশু দরকারি
Jobber	দালাল	Justice	ন্যায়বিচারক
Judge	বিচারক	Juggler	ভোজবাজিকর
Key note	মূলভাব	Jury	নির্ণায়ক বর্গ
Lyric	গীতিকবিতা	Lien	পূর্বস্বত্ব
Land tenure	মধ্যস্বত্ব	License	অনুমতিপত্র
Metaphor	রূপক, উপমা	Modesty	শালীনতা
Monson	মৌসুমি বায়ু	Mysticism	মরমিবাদ
Make up	রূপসজ্জা	Method	প্রণালি, পদ্ধতি
Mayor	নগরপাল	Memo	স্মারক
Nemesis	নিয়তি	Nutrition	পুষ্টি
Notification	প্রজ্ঞাপন	Nautical	নৌ
Nebula	নীহারিকা	Nocturnal	নিশাচর
Navy	নৌবাহিনী	Notice	বিজ্ঞপ্তি
Note	তথ্য, মন্তব্য	Nominee	মনোনীত ব্যক্তি
Out post	ফাঁড়ি	Oath	শপথ
Ore	আকরিক	Osteology	অস্থিবিজ্ঞান
Occupation	পেশা	Orion	কালপুরুষ
Plebiscite	গণভোট	Postpone	মুলতবি রাখা
Philology	ভাষাবিদ্যা	Pioneer	পথিকৃৎ, অগ্রণী
Quarterly	ত্রৈমাসিক	Quotation	মূল্যজ্ঞাপন
Quack	হাতুড়ে	Quota	যথাংশ
Revenue	রাজস্ব	Robot	যন্ত্রমানব
Referendum	গণভোট	Rank	পদমর্যাদা
Secondary	মাধ্যমিক	Regiment	সৈন্যদল
Sanction	অনুমোদন	Suggestion	দিক-নির্দেশনা
Salary	বেতন	Supervisor	তত্ত্বাবধায়ক
Sestet	ষটক (ছন্দ)	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Subjudice	বিচারাধীন	Subsidy	ভর্তুকি
Statue	প্রতিমূর্তি	Sovereignty	সার্বভৌমত্ব
Scheme	পরিকল্প	Script	উত্তরপত্র
Suit	মামলা	Suite	প্রকোষ্ঠ
Savagery	অসভ্যতা	Surrealism	পরাবাস্তববাদ
Tenancy	প্রজাস্বত্ব	Trustee	অছি
Terminal	প্রান্তিক	Token	প্রতীক
Tripod	টিপাই	Tariff	শুল্ক
Transitional	ক্রান্তিকালীন	Union	সংঘ
Tribunal	ন্যায়পীঠ	Usage	প্রথা
Ultimatum	চরমপত্র	Unskilled	অদক্ষ
Unnatural	অস্বাভাবিক	Useful	উপযোগী
Uniform	উর্দি	Unclaimed	বেওয়ারিশ
Up-to-date	হালনাগাদ	Vocabulary	শব্দকোষ
Volcano	আগ্নেয়গিরি	Volunteer	স্বেচ্ছাসেবী
Vehicle	গাড়ি, যান	Vacation	অবকাশ, ছুটি
Vocation	কারিগরি	Valid	সিদ্ধ, বৈধ
Worship	উপাসনা	Witness	সাক্ষী
Walk-out	বর্জন	Warrent	পরোয়ানা
White paper	শ্বেতপত্র	X-Ray	রঞ্জনরশ্মি
X-mas day	বড়দিন	Yolk	কুসুম
Year-Book	বর্ষপঞ্জি	Zodiac	রাশিচক্র
Zeal	সতেজতা	Zone	অঞ্চল
Zenith	সুবিন্দু	Zigzag	আঁকাবাঁকা

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'anonymous' এর বাংলা–
Ⓐ অনামা Ⓑ অজ্ঞাতনামা Ⓒ এলোমেলো Ⓓ রাগান্বিত Ans B

02. 'Housing' এর পরিভাষা–
Ⓐ আবাস Ⓑ আবাসন Ⓒ বাস Ⓓ নিবাস Ans B

03. 'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা–
Ⓐ ফৌজদারি Ⓑ জালিয়াতি Ⓒ বলপ্রয়োগকারী Ⓓ দালালি Ans B

04. 'Blocade' এর পরিভাষা–
Ⓐ অবলোপ Ⓑ প্রতিরোধ Ⓒ প্রতিবন্ধক Ⓓ অবরোধ Ans D

05. 'Hypothesis' এর পরিভাষা–
Ⓐ দিগন্ত Ⓑ অনুমান Ⓒ প্রান্তিক Ⓓ গবেষণা Ans B

06. 'Context' এর অর্থ–
Ⓐ সংসর্গ Ⓑ মূল পাঠ Ⓒ উপসংহার Ⓓ প্রসঙ্গ Ans D

07. 'Coating' এর পরিভাষা–
Ⓐ চিহ্নায়ন Ⓑ নিয়োগপত্র Ⓒ মামলাবাজ Ⓓ আবরণ Ans D

08. 'Vivid' শব্দের বঙ্গানুবাদ হলো–
Ⓐ বিবিধ Ⓑ প্রাণবন্ত Ⓒ বিস্তৃত Ⓓ ব্যাপ্ত Ans B

09. 'Ambiguous' এর পরিভাষা–
Ⓐ উভয়বলতা Ⓑ উভবল Ⓒ উভচর Ⓓ দ্ব্যর্থক Ans D

10. 'Vertical' শব্দের পরিভাষা–
Ⓐ অনুভূমিক Ⓑ উচ্চতা Ⓒ উল্লম্ব Ⓓ দেয়াল Ans C

বাংলা ২য় পত্র অধ্যায়-৯ অনুবাদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ প্রকারভেদ : অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :
ক. আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation)
খ. ভাবানুবাদ (Faithful Rendering)

☞ অনুবাদের বৈশিষ্ট্য :
১. অনুবাদের পারদর্শিতা ভাষান্তরের উপর নির্ভরশীল।
২. ক্রিয়ার কাল অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় না।
৩. অনুবাদ জ্ঞানচর্চার সহায়ক।
৪. পরিভাষার অনুপস্থিতিতে অনুবাদে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যায়।
৫. অনুবাদ কোন ধরনের হবে তা ভাবের উপর নির্ভর করে।

- A beggar has nothing to lose– ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়।
- A bolt from the blue– বিনা মেঘে বজ্রপাত।
- A hungry fox is an angry fox- পেটে গেলে, পিঠে সয়।
- A primrose on a dunghill– গোবরে পদ্মফুল।
- Barking dogs seldom bite– যত গর্জে তত বর্ষে না।
- Beat about the bush– অন্ধকারে ঢিল মারা।
- Carry coal to Newcastle– তেলে মাথায় তেল দেওয়া।
- Cast pearls before swine– উলু বনে মুক্তা ছড়ানো।
- Cheap goods are dear in long run– সস্তার তিন অবস্থা।
- Dangers do not come alone– বিপদ কখনো একা আসে না।
- Death keeps no calendar– মৃত্যু বলে কয়ে আসে না।
- Devil would not listen to the scripture– চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি।
- Empty vessels sound much– খালি কলস বাজে বেশি।
- Everyman is for himself– চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
- Experience teaches us caution– ন্যাড়া একবারই বেলতলা যায়।
- Fair words butter no par ships– মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না।
- Faith will move mountains– বিশ্বাস পাহাড়কেও টলায়।
- Grasp all, lose all– অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
- Great boast, small roast– ফ্যান দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই।
- Handsome is that handsome does– রূপে কালো, গুণে আলো।
- Heart alone buys heart– কেবল মন দিয়েই মন জয় করা যায়।
- Ill got, ill spent– পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
- Ill news runs apace– দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছড়ায়।
- It is all for the best– ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।
- Keep the shop and the shop will keep thee– যাকে রাখ সেই রাখে।
- Knowledge is power– জ্ঞানই বল।
- Lend your money and lose your friend– টাকায় বন্ধুত্ব নষ্ট হয়।
- Leopard cannot change its spots– স্বভাব যায় না মরলে।
- Make a mountain of a molehill– তিলকে তাল করা।
- Make hay while the sun shines– ঝোপ বুঝে কোপ মারা।
- Oil your own machine– নিজের চরকায় তেল দাও।
- Old habits die hard– পুরোনো অভ্যাস যেতে চায় না।
- One nail drives another– কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
- Pride goes before a fall/destruction– অতি দর্পে হত লঙ্কা।
- Quit not certainty for hope– অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত পরিত্যাগ করিও না।
- Riches have wings– লক্ষ্মী চঞ্চলা।
- Rob peter to pay Paul– গরু মেরে জুতা দান।
- Soon ripe, soon rotten- ইঁচড়ে পাকলে গোল্লায় যায়।
- Speak plain and spare neon– স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বল।
- The boot is on the wrong leg– উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে।
- Virtue proclaims itself– ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- Waste not, want not– অপচয় করো না, অভাব হবে না।
- Wishes never fill the bag– শুধু কথায় পেট ভরে না
- What God wills no frost can kill– রাখে আল্লাহ্ মারে কে?
- Who is to bell the cat?– মেও ধরে কে?/ ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?
- You cannot make a silk purse out of a sow's car– আমড়া গাছে আম হয় না।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'A bolt from the blue' এর সমার্থক বাংলা প্রবাদ হলো–
Ⓐ যত গর্জে তত বর্ষে না Ⓑ বিনা মেঘে বজ্রপাত Ⓒ লঘুপাপে গুরু দণ্ড Ⓓ ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা Ans B

02. One swallow does not make a summer এর অর্থ কী?
Ⓐ এক হাতে তালি বাজে না Ⓑ এক মাঘে শীত যায় না Ⓒ ভাগের মা গঙ্গা পায় না Ⓓ বিপদ কখনও একা আসে না Ans B

03. The singer has a very sonorous voice. বাক্যটির বঙ্গানুবাদ–
Ⓐ গায়কটি উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী Ⓑ গায়কের কণ্ঠ খুব সুরেলা Ⓒ গায়কের গানের গলা খুব মিষ্টি Ⓓ গায়কটি খুব ভালো গায় Ans B

04. 'Fair weather friends.' এর কাছাকাছি বাংলা প্রবচন কোনটি?
Ⓐ দুধের মাছি Ⓑ ধামাধরা মানুষ Ⓒ পিরিত বিনে সুহৃদ নাই Ⓓ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই Ans A

05. 'To speak ill of others is a sin.' এ বাক্যের ঠিক অনুবাদ কোনটি?
Ⓐ অপরের নিন্দা করো না Ⓑ কারো নিন্দা করতে হয় না Ⓒ অপরের নিন্দা করা পাপ Ⓓ কারো নিন্দা করলে পাপ হয় Ans C

06. 'Carrying Coals to Newcastle.' এর ঠিক অর্থ–
Ⓐ যার আছে তাকেই দেওয়া Ⓑ অর্থহীন সাহায্য Ⓒ বিপদে সাহায্য করা Ⓓ কয়লা খনিতে কয়লা পাঠানো Ans A

07. 'It culminated into failure.' এ বাক্যটির ঠিক অনুবাদ হলো–
Ⓐ এটা ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠলো Ⓑ এটা ব্যর্থতারই নামান্তর Ⓒ এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো Ⓓ এটা ব্যর্থতাকে রুখে দিল Ans C

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১০

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ব্যাকরণে শুধু মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকেই– 'ধ্বনি' বলে। ভাষার মূল উপাদান– ধ্বনি।
- পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি এক প্রয়াসে ও দ্রুত উচ্চারিত হয়ে যদি একটি যুক্ত ধ্বনিতে রূপ নেয়, তাকে– যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন : অ + উ = অউ (বউ), অ + ও = অও (অও) ইত্যাদি।
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা– পঁচিশটি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

- স্পর্শধ্বনি : 'ক - ম' পর্যন্ত মোট ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলা হয়।
- অঘোষ ধ্বনি : অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি। যেমন : (ক + খ)।
- ঘোষ ধ্বনি : ঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়। বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি। যেমন : (গ + ঘ)।
- অল্পপ্রাণ ধ্বনি : অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ কম থাকে। যেমন : (ক + গ + ঙ)।
- মহাপ্রাণ ধ্বনি : মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ বেশি থাকে। বর্গের ২য় + ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : (খ + ঘ)।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ, য, য়	অগ্রতালু	তালব্য বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, র, ড়, ঢ়	পশ্চাৎ দন্তমূল	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	অগ্র দন্তমূল	দন্ত্য বর্ণ
প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ

- অক্ষর : এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয় অক্ষর। যেমন : বন্ধন = বন্ + ধন্। এখানে ২টি অক্ষর আছে।
- নাসিক্য বর্ণকে অনুনাসিক বা সানুনাসিকও বলা হয়। নাসিক্য বর্ণ : ৫টি। যথা : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।
- নিলীন বর্ণ : 'অ' বর্ণটিকে 'নিলীন' বর্ণ বলা হয়। কারণ 'অ' স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।
- অন্তঃস্থ বর্ণ : ৪টি। যথা : য, র, ল, ব।
- পরাশ্রয়ী বর্ণ : বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণ তিনটি। যথা : ং, ঃ, ঁ।
- খণ্ড-ত (ৎ) : খণ্ড-ত (ৎ) কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত 'ত্' এর রূপভেদ মাত্র।

বর্ণের মাত্রাবিষয়ক তথ্য :

বিষয়	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	সংখ্যা
বর্ণের সংখ্যা	১১টি	৩৯টি	৫০টি
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৬টি	২৬টি	৩২টি
অর্ধমাত্রার বর্ণ	১টি (ঋ)	৭টি	৮টি
মাত্রাহীন বর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)	১০টি

স্বরবর্ণের প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

বর্ণ/স্বরের নাম	সংখ্যা	স্বরবর্ণ
হ্রস্ব স্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘ স্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোন ধ্বনি বাংলায় নেই?
Ⓐ ওষ্ঠ্য Ⓑ দন্তৌষ্ঠ্য Ⓒ তালব্য Ⓓ মূর্ধন্য **Ans B**

02. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?
Ⓐ ১১ টি Ⓑ ৭ টি Ⓒ ৮ টি Ⓓ ৯ টি **Ans B**

03. বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' হচ্ছে–
Ⓐ মৌলিক ধ্বনি Ⓑ যৌগিক ধ্বনি Ⓒ যৌগিক বর্ণ Ⓓ দ্বিলেখ **Ans C**

04. কোনটি একাক্ষর শব্দ?
Ⓐ কাকা Ⓑ চাচা Ⓒ ভাই Ⓓ বোনাই **Ans C**

05. জিবের ডগা আর উপর-পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়–
Ⓐ গ, ঘ Ⓑ জ, ঝ Ⓒ ট, ঠ Ⓓ ত, থ **Ans D**

06. দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে সৃষ্ট ধ্বনি–
Ⓐ ঘ Ⓑ ঝ Ⓒ ঢ Ⓓ ভ **Ans C**

07. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে–
Ⓐ অভিকর্ষ Ⓑ অভিশ্রুতি Ⓒ ক্ষীণায়ন Ⓓ বিপ্রকর্ষ **Ans C**

08. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে–
Ⓐ বর্ণ Ⓑ শব্দ Ⓒ উপসর্গ Ⓓ অক্ষর **Ans A**

09. পাশাপাশি অবস্থিত এবং উচ্চারিত দুটি স্বরের যুক্ত রূপকে বলা হয়–
Ⓐ পরাশ্রয়ী স্বর Ⓑ অর্ধস্বর Ⓒ সন্ধ্যক্ষর Ⓓ যুক্তাক্ষর **Ans C**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১১

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যুক্ত ব্যঞ্জন : যুক্তব্যঞ্জন, যুক্তাক্ষর মূলত লিখিত ভাষার রূপ থেকে গৃহীত হয়েছে। মুখের ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জনের পৃথক ধারণা নেই। দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির ভেতরে যদি কোনো স্বরধ্বনি না থাকে, তখন সেই ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি একত্রে লেখা হয় এবং তখন তাকে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন : বক্তা = ব্ + অ + ক্ + ত্ + আ। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ 'ক + ত' এর মূলরূপ পরিবর্তিত হয়ে 'ক্ত' হয়েছে।
- যুক্তবর্ণের দুটি রূপ আছে। যথা :
  i. স্বচ্ছ রূপ : ঙ্ক (ঙ্ + ক), ঙ্খ (ঙ্ + খ), স্ত (স্ + ত), র্দ (র্ + দ)।
  ii. অস্বচ্ছ রূপ : ক্ষ (ক্ + ষ), হ্ম (হ্ + ম), ত্থ (ত্ + থ), ষ্ণ (ষ্ + ণ), জ্ঞ (জ্ + ঞ)।
- বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সন্ন্যাস, সূক্ষ্ম, রুক্মিণী, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'দ্ম' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন কোন বর্ণ পাওয়া যায়?
Ⓐ দ + দ Ⓑ দ্ + ম Ⓒ হ্ + ম Ⓓ ম + ম **Ans B**

02. 'ঞ্ঝ' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
Ⓐ ঝ + ঞ Ⓑ ঞ + জ Ⓒ জ + ঞ Ⓓ ঞ + ঝ **Ans D**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

03. 'ত্ত্ব' যুক্তবর্ণটি কোন বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে?
Ⓐ ত + উ + ব Ⓑ ত্ + ত্ + ব Ⓒ ত + ব + উ Ⓓ ত + ত + উ **Ans Ⓑ**

04. 'ষ্ক্র' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
Ⓐ ক্ + ষ Ⓑ ক্ + ষ + র + ক
Ⓒ ক্ + ষ + র Ⓓ ষ্ + ক্ + র **Ans Ⓓ**

05. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
Ⓐ ক্ + ষ Ⓑ ক + খ Ⓒ ষ + ক Ⓓ খ + ক **Ans Ⓐ**

06. 'ম্ভ্র' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?
Ⓐ ম্ + ব Ⓑ ম্ + ভ + ঋ Ⓒ ভ্ + ম + র Ⓓ ম্ + ভ্ + র **Ans Ⓓ**

07. যে যে বর্ণের সমন্বয়ে 'ন্ত্র' যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে–
Ⓐ ন্ + ত্ + র Ⓑ ত্ + ন + র
Ⓒ ন্ + ত + ঋ Ⓓ ত্ + ঋ + ন **Ans Ⓐ**

08. 'মুগ্ধ' শব্দের যুক্তবর্ণের শুদ্ধ রূপ কোনটি?
Ⓐ গ্ + ধ Ⓑ গ + দ Ⓒ ধ + গ Ⓓ গ + দ্দ **Ans Ⓐ**

09. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?
Ⓐ ঐ Ⓑ ই Ⓒ ঞ্চ Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓒ**

10. 'ত্ম' কে ভাঙলে কোনটি হয়?
Ⓐ ম + ত Ⓑ ত্ + ম Ⓒ ত + ত Ⓓ ত + ব **Ans Ⓑ**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১২

ধ্বনির পরিবর্তন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূলধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে। যেমন : শরীর > শরীল।

ধারাবাহিকভাবে ধ্বনির পরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

০১. **স্বরাগম :** উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে স্বরাগম বলে।

ক. আদি স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন : স্টেশন > ইস্টিশন।

খ. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন : প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম।

গ. অন্ত্য স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন : বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি, কড়া > কড়াই, পোখত্ > পোক্ত, নস্য > নস্যি।

০২. **অপিনিহিতি :** পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন : আজি > আইজ, চারি > চাইর, সাধু > সাউধ।

০৩. **অসমীকরণ :** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন : অ + অ > আ, ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, গপ + গপ > গপাগপ ইত্যাদি।

০৪. **স্বরসঙ্গতি :** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি : পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : তুলা > তুলো, পূজা > পুজো, রূপা > রুপো, কুমড়া > কুমড়ো, ইচ্ছা > ইচ্ছে।

খ. মধ্য স্বরসঙ্গতি : আদি বা অন্ত্য স্বরধ্বনি দ্বারা বা উভয় স্বরধ্বনি দ্বারা মধ্যস্বর প্রভাবিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : জিলাপি > জিলিপি, ভিখারি > ভিখিরি, বিলাতি > বিলিতি, এখনি > এখুনি, হিসাবি > হিসিবি ইত্যাদি।

গ. পরাগত স্বরসঙ্গতি : পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : বিড়াল > বেড়াল, দেশি > দিশি, চিনা > চেনা, লিখা > লেখা, উঠা > ওঠা।

ঘ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি : আদি ও অন্ত্য উভয় স্বরধ্বনিই পরস্পরকে প্রভাবিত করে ভিন্ন স্বরধ্বনি সৃষ্টি করলে, তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : মোজা > মুজো, পোয়া > পুয্যি ইত্যাদি।

০৫. **ধ্বনি বিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান বিনিময়ের ফলে ধ্বনিগত যে অসংগতির সৃষ্টি হয়, তা-ই ধ্বনি বিপর্যয়। যেমন : বাক্স > বাসক, বারাণসী > বেনারসি, লোকসান > লোসকান, ডেস্ক > ডেস্ক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

০৬. **বিষমীভবন :** দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, তরবার > তরোয়াল, আরমারি > আলমারি ইত্যাদি।

০৭. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন। যেমন : পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, একেবারে > এক্কেবারে, বড় > বড্ড।

০৮. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ :** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন : বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

ক. আদিস্বর লোপ : শব্দের আদি স্বর লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার ইত্যাদি।

খ. মধ্যস্বর লোপ : শব্দের মধ্যে স্বরলোপ হলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গামোছা > গামছা।

গ. অন্ত্যস্বর লোপ : শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ হলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন : আজি > আজ, চারি > চার, আশা > আশ, সন্ধ্যা > সাঁজ।

০৯. **সমীভবন :** শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্নধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন : জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ?
Ⓐ বিলাতি > বিলিতি Ⓑ স্বপ্ন > স্বপন
Ⓒ স্কুল Ⓓ ছোট্ট **Ans Ⓑ**

02. 'তলোয়ার > তরোয়াল' কীসের উদাহরণ?
Ⓐ ব্যঞ্জন বিকৃতি Ⓑ ব্যঞ্জনচ্যুতি
Ⓒ ধ্বনি বিপর্যয় Ⓓ বিষমীভবন **Ans Ⓒ**

03. 'অলাবু > লাউ' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
Ⓐ স্বরলোপ Ⓑ স্বরাগম Ⓒ সমীকরণ Ⓓ পরাগত **Ans Ⓐ**

04. 'ধরিয়া' থেকে 'ধরে' ধ্বনি-পরিবর্তনের কোন নিয়মে হয়েছে?
Ⓐ অন্তর্হতি Ⓑ অভিশ্রুতি Ⓒ সমীভবন Ⓓ স্বরসঙ্গতি **Ans Ⓑ**

05. 'ধার' শব্দটি যে ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত–
Ⓐ বিপ্রকর্ষ Ⓑ স্বরভক্তি Ⓒ সম্প্রকর্ষ Ⓓ অন্তর্হতি **Ans Ⓒ**

06. 'ট্যাক্স > ট্যাক্‌সো' এটি ধ্বনির কোন ধরনের পরিবর্তন?
Ⓐ অন্ত্যস্বরাগম Ⓑ অভিশ্রুতি
Ⓒ ধ্বনি বিপর্যয় Ⓓ মধ্য স্বরাগম **Ans Ⓐ**

07. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?
Ⓐ বিপ্রকর্ষ Ⓑ স্বরসঙ্গতি Ⓒ অভিশ্রুতি Ⓓ সমীভবন **Ans Ⓐ**

08. 'মিত্তির' শব্দ সৃষ্টির কারণ–
Ⓐ স্বরভক্তি Ⓑ স্বরসংগতি
Ⓒ অপিনিহিতি Ⓓ অভিশ্রুতি **Ans Ⓐ**

09. 'মর্মর > মার্বেল' এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
Ⓐ ধ্বনিবিপর্যয় Ⓑ ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা
Ⓒ বিষমীভবন Ⓓ ব্যঞ্জনবিকৃতি **Ans Ⓒ**

10. 'স্কুল > ইস্কুল' এটি কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন–
Ⓐ আদি স্বরাগম Ⓑ বিপ্রকর্ষ
Ⓒ অপিনিহিতি Ⓓ পরাগত **Ans Ⓐ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৩

সন্ধি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রকারভেদ : সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার। যথা : i. সংস্কৃত সন্ধি ii. খাঁটি বাংলা সন্ধি। সংস্কৃতাগত সন্ধি আবার তিন প্রকার। যথা : i. স্বরসন্ধি ii. ব্যঞ্জনসন্ধি iii. বিসর্গ সন্ধি।

সন্ধির উদ্দেশ্য :

i. সন্ধি হলো ধ্বনির মিলন।
ii. সন্ধির ফলে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে।
iii. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।
iv. সন্ধির ফলে উচ্চারণে সহজতা আসে।
v. সন্ধির ফলে শব্দের আকৃতি ছোট হয়।

সন্ধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :

i. বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সন্ধি হয় না।
ii. সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আলোচনা করা হয়।
iii. খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি হয় না।
iv. সন্ধিতে শব্দের ক্রম অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

বাংলা শব্দের সন্ধি

প্রকারভেদ : বাংলা সন্ধি দু'রকমের। যথা : ১. স্বরসন্ধি ও ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

০১. **স্বরসন্ধি :** স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয়, তা-ই স্বরসন্ধি।

শত + এক = শতেক	শাঁখা + আরি = শাঁখারি
রূপা + আলি = রূপালি	মিথ্যা + উক = মিথ্যুক
কুড়ি + এক = কুড়িক	গুটি + এক = গুটিক
নদী + এর = নদীর	যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই
যা + আ = যাওয়া	নিন্দা + উক = নিন্দুক
এরূপ- ধনিক, আশির, নিন্দুক ইত্যাদি।	

০২. **ব্যঞ্জনসন্ধি :** স্বরে ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

ছোট + দা = ছোড়দা	আর্ + না = আন্না
চার্ + টি = চাট্টি	ধর্ + না = ধন্না
নাত + জামাই = নাজ্জামাই	বদ্ + জাত = বজ্জাত
হাত + ছানি = হাচ্ছানি	কাঁচা + কলা = কাঁচকলা
পাঁচ + শ = পাঁশ্শ	সাত + শ = সাশ্শ
বোন + আই = বোনাই	চুন + আরি = চুনারি

তৎসম শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জনসন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি

নর + অধম = নরাধম	শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক
কুশ + আসন = কুশাসন	স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর
মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ	হত + আশ = হতাশ
কথা + অমৃত = কথামৃত	যথা + অর্থ = যথার্থ
মহা + অরণ্য = মহারণ্য	তথা + অপি = তথাপি
অতি + ইত = অতীত	সদা + আনন্দ = সদানন্দ
অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট	অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়
প্রতি + ইতি = প্রতীতি	অতি + ইব = অতীব
গিরি + ঈশ = গিরীশ	মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ	অভি + ঈপ্সা = অভীপ্সা

কটু + উক্তি = কটূক্তি	অনু + উদিত = অনূদিত
সু + উক্ত = সূক্ত	সু + উক্তি = সূক্তি
মরু + উদ্যান = মরূদ্যান	তনু + ঊর্দ্ধ = তনূর্দ্ধ
লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি	বধূ + উচিত = বধূচিত
বধূ + উক্তি = বধূক্তি	ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।
জয় + ইচ্ছা = জয়েচ্ছা	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র	নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট	যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা
পরম + ঈশ = পরমেশ	নর + ঈশ = নরেশ
চল + ঊর্মি = চলোর্মি	লঙ্কা + ঈশ্বর = লঙ্কেশ্বর
গৃহ + ঊর্দ্ধ = গৃহোর্দ্ধ	নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
যথা + উচিত = যথোচিত	যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি	মহা + ঊর্মি = মহোর্মি
দেব + ঋষি = দেবর্ষি	উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ
সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি	অধম + ঋণ = অধমর্ণ
রাজা + ঋষি = রাজর্ষি	মহা + ঋষি = মহর্ষি
ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত	তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত	শীত + ঋত = শীতার্ত
জন + এক = জনৈক	সর্ব + এব = সর্বৈব
হিত + এষী = হিতৈষী	এক + এক = একৈক
মত + ঐক্য = মতৈক্য	রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য
তথা + এবচ = তথৈবচ	সদা + এব = সদৈব
বন + ওষধি = বনৌষধি	জল + ওকা = জলৌকা
মহা + ওষধি = মহৌষধি	গঙ্গা + ওঘ = গঙ্গৌঘ
অতি + অন্ত = অত্যন্ত	বি + অবস্থা = ব্যবস্থা
প্রতি + এক = প্রত্যেক	অভি + উদয় = অভ্যুদয়
প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর	প্রতি + উষ = প্রত্যুষ
অতি + ঊর্ধ্ব = অত্যূর্ধ্ব	মনু + অন্তর = মন্বন্তর
অনু + অয় = অন্বয়	সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ
সু + অল্প = স্বল্প	পশু + আচার = পশ্বাচার
সু + আগত = স্বাগত	পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ
অনু + এষণ =অন্বেষণ	পিতৃ + উপদেশ = পিত্রোপদেশ
শে + অন = শয়ন	বে + অন = বয়ন
নে + অন = নয়ন	নৈ + অক = নায়ক
লো + অন = লবণ	গৈ + অক = গায়ক
ভো + অন = ভবন	পো + অন = পবন
নৌ + ইক = নাবিক	পৌ + অক = পাবক
ভৌ + উক = ভাবুক	গো + আদি = গবাদি।
পো + ইত্র = পবিত্র।	গো + এষণা = গবেষণা।

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ :

কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)	বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ
গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)	সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)	গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড	শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন
অন্য + অন্য = অন্যান্য	স্ব + ঈর = স্বৈর
গো + ঈশ্বর = গবেশ্বর	স্ব + ঈরিণী = স্বৈরিণী
অক্ষ + ঊহিণী = অক্ষৌহিণী	রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ
শার + অঙ্গ = শারঙ্গ	স্ব + ঈয় = স্বীয়

ছন্দে ছন্দে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি :

• রাজা শুদ্ধোদন মার্তণ্ড দেখবে বলে গবাক্ষ দিয়ে তাকালে দেখতে পায় সীমন্ত এলোমেলো, রক্তোষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ কুলটা নারী এবং সে প্রৌঢ় ও অন্যান্য কে নিয়ে শারঙ্গ বাজাচ্ছে। পরে রাজা অক্ষৌহিণী ও স্বৈরিণীকে কুলনারীটিকে অপহরণ করতে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধি

☞ **তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :**

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত	প্রাক্ + উক্ত = প্রাগুক্ত
বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর	ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত
ষট্ + অঙ্গ = ষড়ঙ্গ	অচ্ + অন্ত = অজন্ত
ষট্ + ঐশ্বর্য = ষড়ৈশ্বর্য	অপ্ + ইন্ধন = অবিন্ধন
ষট্ + আনন = ষড়ানন	সৎ + আশয় = সদাশয়
সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত	অপ্ + অগ্নি = অবগ্নি
মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি	বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন
পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
উৎ + চকিত = উচ্চকিত	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র
শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা
চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি	তদ্ + ছিদ্র = তচ্ছিদ্র
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
উৎ + ডীন = উড্ডীন	মহৎ + ডমরু = মহড্ডমরু
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন	বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল
তৎ + জন্য = তজ্জন্য	সৎ + জন = সজ্জন
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা	বিপদ্ + ঝঞ্ঝা = বিপজ্ঝঞ্ঝা
উৎ + নতি = উন্নতি	তদ্ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ	তদ্ + নিষ্ঠ = তন্নিষ্ঠ
ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি	উৎ + নয়ন = উন্নয়ন
মৃৎ + ময় = মৃন্ময়	তদ্ + মধ্যে = তন্মধ্যে
উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
উৎ + স্থিত = উত্থিত	উৎ + স্থিতি = উত্থিতি
তদ্ + পর = তৎপর	বিপদ্ + কাল = বিপৎকাল
তদ্ + কাল = তৎকাল	ক্ষুধ্ + কাতর = ক্ষুৎকাতর
হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড	এতদ্ + সত্ত্বেও = এতৎসত্ত্বেও
তদ্ + পরতা = তৎপরতা	হৃদ্ + স্পন্দন = হৃৎস্পন্দন
ষট্ + জ = ষড়জ	উৎ + গত = উদ্গত
অপ্ + ধি = অব্ধি	ষট্ + ধা = ষড়ধা
উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন	ষট্ + বর্গ = ষড়বর্গ
অপ্ + জ = অব্জ	ষট্ + বিংশ = ষড়বিংশ
ষট্ + বিধ = ষড়বিধ	ষট্ + ভুজ = ষড়ভুজ
উৎ + বেগ = উদ্বেগ	হরিৎ + বর্ণ = হরিদ্বর্ণ
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু	জগৎ + বিখ্যাত = জগদ্বিখ্যাত
উৎ + ভব = উদ্ভব	তৎ + ভব = তদ্ভব
উৎ + ভিদ = উদ্ভিদ	বিদ্যুৎ + বেগ = বিদ্যুদ্বেগ
সৎ + বংশ = সদ্বংশ	সৎ + ভাব = সদ্ভাব
বাক্ + যন্ত্র = বাগ্‌যন্ত্র	দিক্ + হস্তী = দিগ্‌হস্তী
ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র	উৎ + যত = উদ্যত
ষট + রস = ষড়রস	বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ
উৎ + যাপন = উদ্যাপন	উৎ + যম = উদ্যম
উৎ + যোগ = উদ্যোগ	তৎ + রূপ = তদ্রূপ
অলম্ + কার = অলংকার	সম্ + খ্যা = সংখ্যা
অহম্ + কার = অহংকার	কিম্ + কর = কিংকর
সম্ + পদ = সম্পদ	সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ
সম্ + মতি = সম্মতি	সম্ + বোধন = সম্বোধন
সম্ + বল = সম্বল	সম্ + মিলন = সম্মিলন
সম্ + যম = সংযম	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ
সম্ + যোগ = সংযোগ	সম্ + যত = সংযত
সম্ + রাগ = সংরাগ	সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত
সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন	কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি
সম্ + লাপ = সংলাপ	বশম্ + বদ = বশংবদ
সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ	সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা
সম্ + সার = সংসার	সম্ + হার = সংহার
সম্ + হতি = সংহতি	সম্ + হত = সংহত
যষ্ + থ = যষ্ঠ	রাজ্ + নী = রাজ্ঞী
যজ + ন = যজ্ঞ	লভ্ + ত্ = লব্ধ
দুহ্ + ত্ = দুগ্ধ	বিমুহ্ + ত্ = বিমুগ্ধ

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

☞ **নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি :**

আ + চর্য = আশ্চর্য	প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত
আ + পদ = আস্পদ	বন্ + পতি = বনস্পতি
এক + দশ = একাদশ	বাক্ + ঈশ্বরী = বাগেশ্বরী
গো + পদ = গোষ্পদ	বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র
তদ্ + কর = তস্কর	বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
পর + পর = পরস্পর	ষট্ + দশ = ষোড়শ
পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ	হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র
দিব্ + লোক = দ্যুলোক	মনস + ঈষা = মনীষা

বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি

☞ **বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধির দৃষ্টান্ত :**

উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
পরি + কৃত = পরিষ্কৃত	সম্ + কৃত = সংস্কৃত
সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি	পরি + কার = পরিষ্কার
সম্ + কার = সংস্কার	

☞ **বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি মনে রাখার কৌশল :**

সংসদে অপ <u>সংস্কৃতির</u> <u>উত্থান</u> ঠেকাতে <u>সংস্কৃত</u> ভাষার <u>সংস্কার</u> আইন <u>পরিষ্কার</u> ভাবে <u>উত্থাপন</u> করা হয়েছে।

বিসর্গ সন্ধি

☞ **বিসর্গ সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :**

অধঃ + গতি = অধোগতি	মনঃ + জগৎ = মনোজগৎ
অধঃ + গামী = অধোগামী	সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
পুরঃ + গামী = পুরোগামী	অধঃ + গমন = অধোগমন
মনঃ + গত = মনোগত	বয়ঃ + জ্যেষ্ঠ = বয়োজ্যেষ্ঠ
মনঃ + গামী = মনোগামী	মনঃ + জ = মনোজ
সরঃ + জ = সরোজ	মনঃ + দীপ = মনোদীপ
ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ	শিরঃ + দেশ = শিরোদেশ
মনঃ + লীন = মনোলীন	যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা
যশঃ + লাভ = যশোলাভ	শ্রেয়ঃ + লাভ = শ্রেয়োলাভ
নিঃ + রোগ = নীরোগ	নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র
নিঃ + রস = নীরস	নিঃ + রক্ত = নীরক্ত
নিঃ + রব = নীরব	চক্ষু + রোগ = চক্ষুরোগ
অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ	পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার
অহঃ + অহ = অহরহ	অন্তঃ + আলোক = অন্তরালোক
পুনঃ + অপি = পুনরপি	পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি
অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা	পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন
অন্তঃ + ইত = অন্তরিত	অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পুনঃ + আগত = পুনরাগত	পুনঃ + উৎপত্তি = পুনরুৎপত্তি
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ	পুনঃ + উদ্ভব = পুনরুদ্ভব
পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত	পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার
অন্তঃ + ঈপ = অন্তরীপ	প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান
নিঃ + অপরাধ = নিরপরাধ	নিঃ + অবচ্ছিন্ন = নিরবচ্ছিন্ন
নিঃ + উপমা = নিরুপমা	নিঃ + উদ্বিগ্ন = নিরুদ্বিগ্ন
নিঃ + উচ্চার্য = নিরুচ্চার্য	নিঃ + উপায় = নিরুপায়
দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট	দুঃ + অধিগম্য = দুরধিগম্য
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা	দুঃ + আকাঙ্ক্ষা = দুরাকাঙ্ক্ষা
দুঃ + জন = দুর্জন	পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
দুঃ + জ্ঞেয় = দুর্জ্ঞেয়	বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক	দুঃ + দান্ত = দুর্দান্ত
দুঃ + দশা = দুর্দশা	নিঃ + দোষ = নির্দোষ
নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব	নিঃ + দিষ্ট = নির্দিষ্ট
দুঃ + দম = দুর্দম	বহিঃ + দ্বার = বহির্দ্বার
চতুঃ + ধা = চতুর্ধা	নিঃ + ধারণ = নির্ধারণ
অহঃ + নিশ = অহর্নিশ	অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত
দুঃ + নীতি = দুর্নীতি	দুঃ + নাম = দুর্নাম
দুঃ + নিবার = দুর্নিবার	নিঃ + নয় = নির্ণয়
অন্তঃ + বর্তী = অন্তর্বর্তী	নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প
নিঃ + ভীক = নির্ভীক	প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ
প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব	আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	নিঃ + লিপ্ত = নির্লিপ্ত
নিঃ + যাস = নির্যাস	নিঃ + লজ্জ = নির্লজ্জ
দুঃ + লক্ষণ = দুর্লক্ষণ	অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত
দুঃ + লভ = দুর্লভ	অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন
নভঃ + চর = নভশ্চর	নিঃ + চেতন = নিশ্চেতন
নিঃ + চয় = নিশ্চয়	নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট
নিঃ + চল = নিশ্চল	দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র
নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত	দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন	মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু
নিঃ + চুপ = নিশ্চুপ	শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র	শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য	সদ্যঃ + ছিন্ন = সদ্যশ্ছিন্ন
ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টংকার	চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি
নিঃ + কর = নিষ্কর	পরিঃ + কার = পরিষ্কার
নিঃ + করুণ = নিষ্করুণ	বহিঃ + কার = বহিষ্কার
নিঃ + কলঙ্ক = নিষ্কলঙ্ক	বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত
নিঃ + প্রদীপ = নিষ্প্রদীপ	নিঃ + পত্র = নিষ্পত্র
আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল	দুঃ + কর্ম = দুষ্কর্ম
নিঃ + পেষণ = নিষ্পেষণ	চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ
ইতঃ + তত = ইতস্তত	মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব
নিঃ + তার = নিস্তার	মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
নিঃ + তেজ = নিস্তেজ	মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি
দুঃ + তর = দুস্তর	শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ
অয়ঃ + কঠিন = অয়স্কঠিন	পুরঃ + কার = পুরস্কার
তিরঃ + কার = তিরস্কার	মনঃ + কামনা = মনস্কামনা
তেজঃ + ক্রিয় = তেজস্ক্রিয়	শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর

নমঃ + কার = নমস্কার	ভাঃ + কর = ভাস্কর
বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ
অধঃ + ক্রম = অধঃক্রম	অন্তঃ + ক্রীড়া = অন্তঃক্রীড়া
অন্তঃ + কোণ = অন্তঃকোণ	নিঃ + শত্রু = নিঃশত্রু
অন্তঃ + শত্রু = অন্তঃশত্রু	নিঃ + শব্দ = নিঃশব্দ
চক্ষুঃ + শূল = চক্ষুঃশূল	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ
দুঃ + শাসন = দুঃশাসন	বহিঃ + শত্রু = বহিঃশত্রু
নিঃ + শঙ্ক = নিঃশঙ্ক	নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ
অন্তঃ + সংগতি = অন্তঃসংগতি	নিঃ + সহায় = নিঃসহায়
অন্তঃ + সলিলা = অন্তঃসলিলা	প্রাতঃ + স্মরণীয় = প্রাতঃস্মরণীয়
অন্তঃ + সার = অন্তঃসার	বহিঃ + সমুদ্র = বহিঃসমুদ্র
দুঃ + সংবাদ = দুঃসংবাদ	স্বতঃ + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ
নিঃ + সংশয় = নিঃসংশয়	মনঃ + সংযোগ = মনঃসংযোগ
দুঃ + স্বপ্ন = দুঃস্বপ্ন	

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	ভাঃ + কর = ভাস্কর
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ	অহঃ + অহ = অহরহ

ছন্দে ছন্দে বিশেষ বিসর্গ সন্ধি :

বাচস্পতি বাবুর স্নেহের আস্পদ হরিশ্চন্দ্রও অহরহ গুরুকে প্রণাম করে ভাস্করে (সূর্য) অহর্নিশ।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
Ⓐ সমীভবনের Ⓑ বিষমীভবনের Ⓒ অভিশ্রুতির Ⓓ বিপ্রকর্ষের **Ans Ⓐ**

02. বিসর্গ সন্ধি কয় প্রকার?
Ⓐ তিন Ⓑ চার Ⓒ দুই Ⓓ পাঁচ **Ans Ⓒ**

03. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
Ⓐ মার্তণ্ড Ⓑ ভাবুক Ⓒ তন্বী Ⓓ অন্বেষণ **Ans Ⓐ**

04. নিচের কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
Ⓐ কুড়িক Ⓑ উচ্ছেদ Ⓒ তৎকাল Ⓓ দুষ্কর **Ans Ⓐ**

05. সন্ধিতে 'র' এবং 'স' এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
Ⓐ ; Ⓑ ঃ Ⓒ Ⓓ হ **Ans Ⓑ**

06. কোনটির নিয়মানুসারে সন্ধি হয় না?
Ⓐ গায়ক Ⓑ আশ্চর্য Ⓒ পশ্বধম Ⓓ নদ্যম্বু **Ans Ⓑ**

07. 'জগজ্জীবন' শব্দটি সন্ধির কোন নিয়মানুসারে হয়েছে?
Ⓐ ত + ঝ Ⓑ ত + জ Ⓒ দ + ঝ Ⓓ দ + জ **Ans Ⓑ**

08. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধিবিচ্ছেদ হলো–
Ⓐ প্র + উঢ় Ⓑ প্রো + উঢ় Ⓒ প্র + ওঢ় Ⓓ প্রো + ঔঢ় **Ans Ⓐ**

09. নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে কোনটি?
Ⓐ মৃন্ময় Ⓑ বৃহস্পতি Ⓒ বৃহদর্থ Ⓓ আদ্যন্ত **Ans Ⓑ**

10. 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের সন্ধিসাধিত রূপ কোনটি?
Ⓐ উদ্ + শিষ্ট Ⓑ উদগ + ছিষ্ট Ⓒ উদ্ + ষ্ট Ⓓ উদ্ + ইষ্ট **Ans Ⓐ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৪

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ ণ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর যথাযথ ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

- ট-বর্গীয় বর্ণের আগে যুক্ত ব্যঞ্জনে তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' বসে। যেমন :
  ণ্ + ট = ণ্ট : কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি।
  ণ্ + ঠ = ণ্ঠ : অবগুণ্ঠন, আকণ্ঠ, ময়ূরকণ্ঠী, লুণ্ঠন ইত্যাদি।
  ণ্ + ড = ণ্ড : গণ্ডমূর্খ, বাগবিতণ্ডা, কূপমণ্ডূক, পাষণ্ড, শ্মশ্রুমণ্ডিত।
- তৎসম শব্দে 'র' এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : অরণ্য, করুণ, পুরাণ, বরণ, ধারণ, ধারণা, ব্যাকরণ ইত্যাদি।
- তৎসম শব্দে রেফ (র্) এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : আকীর্ণ, ঘূর্ণন, দীর্ণ।
  লক্ষণীয় : সাধিত শব্দে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন : দুর্নাম, অহর্নিশ, দুর্নিবার, দুর্নীতি।
- তৎসম শব্দে 'ঋ' এবং মূর্ধন্য-ষ এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : ঋণ, তৃণ, মৃণাল, মসৃণ, ঘৃণা, আকর্ষণ, বিভীষণ, পোষণ, দূষণ, ভূষণ, বিষণ্ণ।

✍ স্বভাবতই 'ণ' বসে এমন কয়েকটি শব্দ : (ছড়াকারে)

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্বণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

✍ বিশেষ তালিকা : গণেশ, আণবিক, নগণ্য, শণ, ঘুণ, জীবাণু (স্বভাবতই 'ণ')।

ষ-ত্ব বিধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ ষ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

- ঋ কিংবা ঋ-কারের পর মূর্ধন্য ষ : তৎসম শব্দে ঋ কিংবা ঋ-কারের পর বানানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : ঋষভ, কৃষক, কৃষাণ, কৃষি, ঋষি, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষা, বর্ষা।
  ব্যতিক্রম : 'কৃশ্' ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশনা, কৃশকায় ইত্যাদি।
- ই-কার এবং উ-কারের পর মূর্ধন্য ষ : সন্ধিবদ্ধ, সমাসবদ্ধ কিংবা উপসর্গজাত শব্দের পরপদে কখনো দন্ত্য স এবং কখনো মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : অসহ কিন্তু বিষহ। এ ক্ষেত্রে একটি সরল সূত্র রয়েছে। সূত্রটি হচ্ছে : অ-স্বর এবং আ-স্বরের পর দন্ত্য স হয় এবং ই-স্বর (ই/ঈ) এবং উ-স্বর (উ/ঊ) -এর পর মূর্ধন্য ষ হয়।
- ই স্বর এবং উ-স্বরের পর ইচ্ছা অর্থে- সন্ প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : জিগীষা, জিজীবিষা, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, চিকীর্ষা, জিগীষু, জিজীবিষু।
- ট-বর্গের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জন আকারে তৎসম শব্দে 'ষ' প্রযুক্ত হয়। যেমন : শিষ্টাচার, অনাসৃষ্টি, অন্ত্যেষ্টি, নিকৃষ্ট, ব্যষ্টি, সমষ্টি, পরিশিষ্ট, আদিষ্ট।
- সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রীচরণেষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, বন্ধুবরেষু, সুহৃদবরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু।

✍ লক্ষণীয় : সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর দন্ত্য স হয়। যেমন : কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু, সুজনীয়াসু।

✍ 'ই', 'উ'-কারান্ত উপসর্গের পরে তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' বসে। যেমন :

অভি	অভিষঙ্গ, অভিষেক, অভিষিক্ত।
নি	নিষঙ্গ, নিষাদী, নিষিক্ত, নিষিদ্ধ, নিষুপ্ত, নিষেধ।
পরি	পরিষদ, পরিষদীয়, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।
প্রতি	প্রতিষেধক।
বি	বিষণ্ণ, বিষম, বিষহ, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ।
অনু	অনুষঙ্গ।
সু	সুষম, সুষুপ্ত।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন দুটি উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়?
Ⓐ অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত Ⓑ ই-কারান্ত ও উ -কারান্ত
Ⓒ এ-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত Ⓓ ও-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত **Ans Ⓑ**

02. 'তৎসম' শব্দে 'ঋ, র' এর পরে কোনটি বসবে?
Ⓐ স Ⓑ ষ
Ⓒ ণ Ⓓ য় **Ans Ⓒ**

03. বিদেশি এবং খাঁটি বাংলা শব্দের বানানে সর্বদাই–
Ⓐ ণ হয় Ⓑ ন হয়
Ⓒ মাঝে মাঝে ণ হয় Ⓓ ণ ও ন উভয়ই হয় **Ans Ⓑ**

04. কোন ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম ঠিক থাকে না?
Ⓐ দুটি বর্ণের মিলনে সন্ধি হলে Ⓑ কারক নির্ণয়ে
Ⓒ সমাসবদ্ধ দু পদের পার্থক্য থাকলে Ⓓ শব্দের বানানে **Ans Ⓒ**

05. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহার হয়েছে নিচের কোনটিতে?
Ⓐ তৃণ Ⓑ মরণ Ⓒ কাণ্ড Ⓓ ভাণ **Ans Ⓓ**

06. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' রক্ষিত হয়েছে?
Ⓐ ব্রাহ্মণ Ⓑ শাণ
Ⓒ হরিণ Ⓓ বর্ণ **Ans Ⓑ**

07. নিচের কোন শব্দটি স্বভাবতই ষ-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ?
Ⓐ কোষ Ⓑ বর্ষা Ⓒ সুষমা Ⓓ মুমূর্ষু **Ans Ⓐ**

08. কোন শব্দে স্বভাবতই ষ হয়?
Ⓐ বাম Ⓑ পৌষ Ⓒ সুমনা Ⓓ ষষ্ঠী **Ans Ⓑ**

09. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ দুর্নীতি Ⓑ দুর্ণাম Ⓒ গননা Ⓓ আপোশ **Ans Ⓐ**

10. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ দুর্ণীতি Ⓑ দারুণ Ⓒ মূল্যায়ন Ⓓ বর্ণ **Ans Ⓐ**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৫

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ প্রকৃতি : শব্দ বা ধাতু বা পদের মূল অংশকে প্রকৃতি বলে। 'প্রকৃতি' কথাটির অর্থ 'মূল' অর্থাৎ ক্রিয়ামূল ও শব্দমূল। যেমন : √চল্ + আ; এখানে 'চল' হলো প্রকৃতি বা ধাতু। আর প্রত্যয় হলো 'আ'। ক্রিয়া প্রকৃতি বুঝানোর জন্য ধাতু চিহ্ন হিসেবে √ ব্যবহার করতে হয়।

✍ প্রকারভেদ : প্রকৃতি ২ প্রকার। যথা : ১. নাম প্রকৃতি ২. ক্রিয়া প্রকৃতি।

প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ প্রত্যয় : শব্দ গঠনের জন্য শব্দ বা নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন : √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মনু + অ = মানব। এখানে 'অন্ত' এবং 'অ' হলো প্রত্যয়।

✍ প্রকারভেদ : প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা : ১. কৃৎ প্রত্যয় ২. তদ্ধিত প্রত্যয়।

CamScanner

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
মথিত	√মথ্ + ইত	মার	√মার্ + অ
দেওন	√দে + অন	খাওন	√খা + অন
ছাওন	√ছা + অন	পড়া	√পড় + আ
দোলক	√দুল্ + অক	বাঁধনি	√বাঁধ্ + অনি
পাকড়াও	√পাকড় + আও	মোড়ক	√মুড় + অক
চড়াও	√চড় + আও	শুনানি	√শুন্ + আনি
জানানি	√জান্ + আনি	মাতাল	√মাত্ +আল
ডুবুরি	√ডুব্ + উরি	ভাজি	√ভাজ্ + ই
মিশাল	√মিশ্ + আল	মরিয়া	√মর্ + ইয়া
বেড়ি	√বেড় + ই	ডাকু	√ডাক্ + উ
পড়তা	√পড় + তা	বাড়তি	√বাড় + তি
ঘাটতি	√ঘাট্ + তি	ডাক	√ডাক্ + অ
ছাড়	√ছাড় + অ	পাওন	√পা + অন
গাওন	√গা + অন	ঝাড়ন	√ঝাড় + অন
মিশুক	√মিশ্ + উক	বাজনা	√বাজ্ + অনা
মাজন	√মাজ্ + অন	ঢাকনা	√ঢাক্ + অনা
থাকা	√থাক্ + আ	ঘুমন্ত	√ঘুম্ + অন্ত
ফোটা	√ফুট্ + আ	ফুটন্ত	√ফুট্ + অন্ত
বাড়ন্ত	√বাড় + অন্ত	টনক	√টন্ + অক
খোদাই	√খুদ্ + আই	বসা	√বস্ + অ + আ
ভরা	√ভৃ + আ	ঢালাই	√ঢাল + আই
মরিয়া	√মর্ + ইয়া	জাগান	√জাগ্ + আন
বাঁধান	√বাঁধ + আন	উজান	√উজ্ + আন
ঝাঁকানি	√ঝাঁক্ + আনি	চালান	√চাল্ + আন
লেখক	√লিখ্ + অক	হাঁচি	√হাঁচ্ + ই
হাসি	√হাস্ + ই	গাইয়ে	√গা + ইয়ে
পিছল	√পিছ্ + অল	সাজোয়া	√সাজ্ + উয়া
বাজিয়ে	√বাজ্ + ইয়ে	কাঁদুক	√কাঁদ + উক
ঝরনা	√ঝর্ + না	বাঁচোয়া	√বাঁচ্ + ওয়া
ধরতা	√ধর্ + তা	চলতা	√চল্ + তা
কাটতি	√কাট্ + তি	উঠতি	√উঠ্ + তি
কমতি	√কম্ + তি	গনতি	√গন্ + তি
মাগনা	√মাগ্ন + আ	দলিত	√দল্ + ইত
বাটনা	√বাট্ + না	ফাটক	√ফাট্ + অক

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + অক	জনক	√জন্ + অক
পাঠ	√পঠ + অ	মগ্ন	√মস্জ্ + ত
শ্রবণ	√শ্রু + অন্	জ্ঞান	√জ্ঞা + অন্
যন্ত্রণা	√যন্ত্র + অন + আ	মত্ত	√মদ্ + ত
রক্ত	√রনজ্ + ত	ক্রীত	√ক্রী + ত
গ্রথিত	√গ্রন্থ + ত	নিন্দিত	√নিন্দ্ + ত
উপ্ত	√বপ্ + ত	শয়ান	√শী + আন

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
প্রশ্ন	√প্রচ্ছ্ + ন	স্বপ্ন	√স্বপ্ + ন
শয্যা	√শী + য + আ	হিংস্র	√হিন্স্ + র
উৎসর্গ	উৎ + √সৃজ + অ	ইন্দ্র	√ইন্দ্ + র
ঈর্ষা	√ঈষ + অ + আ	চূর্ণ	√চূর্ণ + অ
আহত	আ +√হন্ + ত	যুদ্ধ	√যুধ্ + ত
বাস	√বস্ + অ	জ্ঞাত	√জ্ঞা + ত (ক্ত)
খ্যাত	√খ্যা + ত (ক্ত)	সুপ্ত	√স্বপ + ত (ক্ত)
গত	√গম্ + ত (ক্ত)	জাত	√জন্ + ত
দগ্ধ	√দহ্ + ত (ক্ত)	ছিন্ন	√ছিদ্+ ত (ক্ত)
লব্ধ	√লভ্ + ত (ক্ত)	দত্ত	√দা + ত (ক্ত)
সৃষ্ট	√সৃজ্ + ত (ক্ত)	উক্ত	√বচ্ + ত (ক্ত)
মুক্তি	√মুচ্ + তি (ক্তি)	ঈশ্বর	√ঈশ্ + বর্
পাক্	√পচ্ + অ (ঘঞ)	সেনা	√সি + ন + আ
পায়ী	√পা + ইন	ধার্য	√ধৃ + য
অস্ত্র	√অস্ + ত্র	ভেদ	√ভিদ + অ
ইচ্ছা	√ইষ্ + অ + আ	সেতু	√সি + তু
হিংস্রক	√হিন্স + র + ক	কৃষ্টি	√কৃষ্ + তি (ক্তি)

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
কানাচ	কান + আচ	বোকাপান	বোকা + পানা
ডিঙা	ডিঙি + আ	বাঘা	বাঘ + আ
সেমত	সে + মত	পাগলপারা	পাগল + পারা
সতিন	সতী + ন	নামতা	নাম + তা
সাপিনী	সাপ + ইনি	চাকতি	চাক + তি
চড়ক	চড় + ক	লালপানা	লাল + পানা
গোদা	গোদ + আ	ঢালু	ঢাল + উ
জ্বরুয়া > জ্বরো	জ্বর + উয়া	লাজুক	লাজ + উক
বাতুয়া	বাত + উয়া	জীবনভর	জীবন + ভর
ঘরোয়া	ঘর + উয়া	বাটাভরা	বাটা + ভরা
জলুয়া > জলো	জল + উয়া	দিনভর	দিন + ভর
দুরন্তপনা	দুরন্ত + পনা	জেঠতুতো	জেঠ + তুত

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
হৈমন্ত	হেমন্ত + অ	শাক্ত	শক্তি + অ
স্মার্ত	স্মৃতি + অ	কৌরব	কুরু + অ
বৈধ	বিধি + অ	তৈল	তিল + অ
সৌহার্দ্য	সুহৃদ্ + অ (য)	যৌবন	যুবন + অ
সৌরভ	সুরভি + অ	শৌচ	শুচি + অ
গৌরব	গুরু + অ	জৈন	জিন + অ
নৈতিক	নীতি + ইক	দৈব	দেব + অ
সাহিত্য	সহিত + য	নাবিক	নৌ + ইক
মৌখিক	মুখ + ইক	ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ইক
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	পণ্ডিত	পণ্ডা + ইত
অগ্রিম	অগ্র + ইম	পশ্চিম	পশ্চাৎ + ইম

CamScanner

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
গ্রামীণ	গ্রাম + ঈন্	মানবীয়	মানব + ঈয়
পাথেয়	পথিন্ + এয়	পৈতৃক	পিতৃ + ইক
মাতৃক	মাতৃ + ক	মাতৃত্ব	মাতৃ + ত্ব
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	চঞ্চলতা	চঞ্চল + তা
তারুণ্য	তরুণ + য	প্রাচুর্য	প্রচুর + য
পৌরোহিত্য	পুরোহিত + য	প্রাচ্য	প্রাচ্ + য
বলিষ্ঠ	বলবৎ + ইষ্ঠ	ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্র + তমট
গ্রামিক	গ্রাম + ইক	বাদলা	বাদল + আ
বৈদ্য	বিদ্যা + অ	সার্বভৌম	সর্বভূমি + অ
সপ্তম	সপ্তন্ + ম	পানতা	পানি + তা
সৌজন্য	সুজন + য	বৈমাত্রেয়	বিমাতৃ + এয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
নজরানা	নজর + আনা	দারোগাগিরি	দারোগা + গিরি
দাতাগিরি	দাতা + গিরি	পাণ্ডাগিরি	পাণ্ডা + গিরি
কর্তাগিরি	কর্তা + গিরি	মাঝিগিরি	মাঝি + গিরি
মাস্তানগিরি	মাস্তান + গিরি	মুটেগিরি	মুটে + গিরি
বাবুগিরি	বাবু + গিরি	দারোয়ান	দ্বার + ওয়ান
পিলখানা	পিল + খানা	মুদিখানা	মুদি + খানা
শুঁড়িখানা	শুঁড়ি + খানা	ছাপাখানা	ছাপা + খানা
মুসাফিরখানা	মুসাফির + খানা	কসাইখানা	কসাই + খানা
দপ্তরখানা	দপ্তর + খানা	দস্তরখানা	দস্তর + খানা
বেশরম	বে + শরম	গালিচা	গালি + চা
চামচা	চাম + চা	বাবুর্চিখানা	বাবুর্চি + খানা
বাতিদান/দানি	বাতি + দান	মজাদার	মজা + দার
ফৌজদার	ফৌজ + দার	অংশীদার	অংশী + দার
জমিদার	জমি + দার	নীলচে	নীল + চে
সমঝদার	সমঝ + দার	জোয়ারদার	জোয়ার + দার

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'চোর' শব্দে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করলে কী অর্থ প্রকাশ করে?
Ⓐ সামান্য Ⓑ সাদৃশ্য Ⓒ অবজ্ঞা Ⓓ মিঠাই **Ans C**

02. কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কৃৎপ্রত্যয় কোনটি?
Ⓐ ভোজ্য Ⓑ চলিষ্ণু Ⓒ আত্মঘাতী Ⓓ শ্রমী **Ans B**

03. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ?
Ⓐ শৈব Ⓑ সৌর Ⓒ দৈব Ⓓ চৈত্র **Ans B**

04. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ নয়?
Ⓐ ভাবুক Ⓑ পঙ্কিল Ⓒ গরিব Ⓓ বৈজ্ঞানিক **Ans C**

05. ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ধাতুর পরে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়?
Ⓐ আন Ⓑ আল Ⓒ আও Ⓓ আই **Ans D**

06. নিচের কোনটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয়?
Ⓐ দর্শন Ⓑ প্রকৃতি Ⓒ জিত Ⓓ জাত **Ans C**

07. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?
Ⓐ ষ্ণিক Ⓑ ষ্ণেয় Ⓒ সাৎ Ⓓ সা **Ans C**

08. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
Ⓐ মেধাবী Ⓑ নীলিমা Ⓒ গিন্নিপনা Ⓓ মেঘলা **Ans C**

09. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে?
Ⓐ ধাতু Ⓑ প্রতিনাম Ⓒ প্রাতিপদিক Ⓓ কৃদন্ত **Ans C**

বাংলা ২য় পত্র অধ্যায়-১৬

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ : গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুই প্রকার। যথা :
ক. মৌলিক শব্দ খ. সাধিত শব্দ।

■ **মৌলিক শব্দ :** যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন : গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

■ **সাধিত শব্দ :** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমন : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), ডুবুরি (ডুব + উরি)।

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ : অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

■ **যৌগিক শব্দ :** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন :
মিতালি = মিতা + আলি – অর্থ : মিতার ভাব বা বন্ধুত্ব।
গায়ক = গৈ + ণক (অক) – অর্থ : গান করে যে।
কর্তব্য = √কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।
বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।
পাঠক = √পঠ্ + অক (<ণক) – অর্থ : পাঠ করে যে।

■ **রূঢ়ি শব্দ :** যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন : হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ– হস্ত আছে যার, কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো + এষণা) অর্থ– গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ :
১. **বাঁশি–** বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
২. **তৈল–** শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন : বাদাম-তেল।
৩. **প্রবীণ–** শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৪. **সন্দেশ–** শব্দ প্রত্যয়গত অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।
৫. **কুশল–** (কুশ + √লা + অ) শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ 'যজ্ঞের জন্য কুশ আহরণ করে যে'। কিন্তু লোকপ্রচলিত অর্থ নিপুণ, দক্ষ বা মঙ্গল।
৬. **অতিথি–** ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যার তিথি নেই'। কিন্তু প্রচলিত অর্থ মেহমান।

■ **যোগরূঢ় শব্দ :** সমাসনিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন :
১. **পঙ্কজ–** পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি কেবল 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
২. **রাজপুত–** 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ।'
৩. **মহাযাত্রা–** মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে 'মহাযাত্রা' শব্দটি কেবল 'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. **জলধি–** 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে কেবল 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

CamScanner

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : উৎসগতভাবে শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা :

■ তৎসম শব্দ : তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন : চন্দ্র, ধর্ম, ভবন, মনুষ্য, সূর্য, পাত্র, নক্ষত্র, পর্বত।

■ অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন :

তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ	তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ
সূর্য >	সুরুজ	পুত্র >	পুত্তুর
রাত্রি >	রাত্তির	যত্ন >	যতন

■ তদ্ভব শব্দ : তদ্ভবকে পারিভাষিক ও খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়। 'তদ্ভব' এর অর্থ 'তৎ' (তার) + ভব (উৎপন্ন)। তার থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : চামার, চোখ, বিয়ে, মাথা, দেওর ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ >	প্রাকৃত শব্দ >	তদ্ভব শব্দ
অদ্য >	অজ্জ >	আজ
চন্দ্র >	চন্দ >	চাঁদ
হস্ত >	হত্থ >	হাত
কৃষ্ণ >	কণ্হ >	কানু
কর্ম >	কজ্জ >	কাজ
বধূ >	বহু >	বউ

■ দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি, ঢোল, চাউল, ডিঙি, টোপর, চাঙারি, কয়লা, কাঁচা, কামড়, ডাঁসা, পয়লা, খড়, ঝানু, ঝামা, ঝিনুক, ঢেউ, বাঙ্গি, ডাঁটি, ডাহা।

■ বিদেশি শব্দ : যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তাকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন : ইসলাম (আরবি), নামাজ (ফারসি) ইত্যাদি।

আরবি শব্দ

➢ আরবি শব্দ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ।

➢ আরবি শব্দের উদাহরণ :

- আল্লাহ, আকবর, আদালত, আলেম, আমলা, আমিন, আলাদা, আসল, আসবাব, আসামি, আমানত।
- ঈমান, ইদ, ইসলাম, ইনকিলাব, ইনসান, ইহুদি।
- উজির, উকিল।
- ওজু, ওজর, ওকালত।
- এজলাস, এলেম।
- কলম, কানুন, কুরআন, কোরবানি, কাফন, কাফের, কালাম, কালিয়া, কেচ্ছা, কৈফিয়ত, কেরামতি, কদম (পা অর্থে), কুদরত, কিতাব, কদর, কেবলা, কসাই, কিয়ামত।
- খবর, খারাপ, খাসি, খারিজ, খাজনা।
- গজল, গরিব, গোসল, গায়েব।
- জাকাত, জেহাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, জরিমানা, জল্লাদ, জলসা, জাহাজ, জুলুম।
- তওবা, তালাক, তসবি, তুফান।
- দোয়াত, দৌলত, দুনিয়া, দাখিল, দালাল।
- নবাব, নগদ।
- ফরজ, ফকির।
- বাকি, বকেয়া।
- মশকরা, মশগুল, মুন্সেফ, মোক্তার, মসজিদ, মনিব, মহকুমা, মলম, মসনদ, মুশকিল, মুসাফির, মোল্লা।
- রায়
- লোকসান
- শয়তান
- সিন্দুক
- হারাম, হালাল, হাদিস, হেফাজত।

ফারসি শব্দ

➢ ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক শব্দ/সাংস্কৃতিক শব্দ ৩. বিবিধ শব্দ।

➢ ফারসি শব্দ :
- আমদানি, আইন, আজাদ, আফগান, আবাদ, আয়না, আরাম (সুখ অর্থে), আসমান, আদমি।
- কাগজ, কাবুলি, কারবার, কারখানা, কামিজ, কামান (ধনুক অর্থে)।
- খোদা, খরগোশ, খুশি, খানসামা।
- গরম, গালিচা, গোমস্তা, গোরস্থান, গোলাপ, গুনাহ।
- চশমা, চাকরি, চাদর, চাঁদা (সংগৃহীত অর্থ সংক্রান্ত)।
- জবানবন্দি, জিন্দা, জমি, জর্দা, জানোয়ার, জাম (বড়ো পেয়ালা অর্থে), জামা, জায়গা, জঙ্গি, জামদানি।
- তোশক, তারিখ, তরমুজ।
- দরজা, দফতর, দস্তখত, দৌলত, দোজখ, দরবেশ, দরবার, দোকান, দামামা, দারোয়ান, দেওয়াল, দরজি।
- নালিশ, নার্গিস, নামাজ, নমুনা, নামি, নাশতা।
- পাঞ্জাবি, পেয়াদা, পেশকার, পয়গম্বর।
- ফেরেশতা, ফরমান।
- বালিশ, বেতার, বাদশাহ, বান্দা, বদমাশ, বাগান, বাগিচা, বরফ, বাজার, বাদাম, বিবি, বেগম, বেহেশত।
- মোহর, মাহিনা, মেথর।
- রোজা, রসদ, রফতানি, রোজ, লাল (রঙ অর্থে)।
- শরম।
- সুদ, সফেদ, সেতার।
- হিন্দু, হাজার, হাঙ্গামা।

ইংরেজি শব্দ

➢ ইংরেজি শব্দ : ইউনিভার্সিটি, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল, আফিম (opium), অফিস (office), স্কুল (school), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), কামান (আগ্নেয়াস্ত্র অর্থে), ফুটবল, স্টেশন, সার্কাস, বোতল, ইঞ্জিন, হাইকোর্ট, পেনশন, ট্যাক্সি, ডাক্তার, পাউডার, পেন্সিল, বোনাস, টেনিস, ক্লাস, কোম্পানি, উইল, লেবেল, জাঁদরেল, থিয়েটার, এজেন্ট, কনস্টেবল, ক্লাব, ডজন, ফটো, ফ্যাশন, আরদালি, সিগন্যাল, টেবিল, চেয়ার, নম্বর, টিকিট, বুরুশ, টিফিন, টিপাই, সান্ত্রি, কেরোসিন, ইউনিয়ন, ইউনিক, ফটোগ্রাফ, লণ্ঠন, কাস্টমস, তোরঙ্গ, ডেপুটি ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ

➢ পর্তুগিজ শব্দ : আলমারি, আলপিন, আনারস, বালতি, পাউরুটি, গুদাম, আতা, পাদ্রি, বেহালা, আয়া, মাস্তুল, নিলাম, গরাদ, গির্জা, মিস্ত্রি, ইস্পাত, চাবি, যিশু, কপি (বাঁধা কপি অর্থে), পেঁপে, আলকাতরা, কামরা, বোতাম, পেয়ারা, কেদারা (একজনের বসার উপযোগী উঁচু আসনবিশেষ), পেরেক, তোয়ালে, আচার (তেল মসলা সহযোগে তৈরি টক ঝাল মিষ্টি খাদ্যবস্তু), ইস্তিরি, ফিতা, টোকা (শুকনো পাতা অর্থে), গামলা, সালসা, বোম্বেটে, ইংরেজ, ইংরেজি ইত্যাদি।

ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি শব্দ

➢ ফরাসি : কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁতাত, আতেল।

➢ হিন্দি : পানি, ধোলাই, লাগাতার, সমঝোতা, হালুয়া, কাহিনি, টহল, ডেরা, তাঞ্জাম, ধাপ্পা, ছিটকানি (খিল বা হুড়কো অর্থে), চারা (পশু বা মাছের খাদ্য), নানা (মায়ের বাবা), চিকনাই, খানা (খাদ্য অর্থে) ইত্যাদি।

➢ তুর্কি : কুর্নিশ, কুলি (মুটে, শ্রমিক), খোকা, চাকর, চাকু, বাবুর্চি, বাবা, বাহাদুর, লাশ (মরাদেহ), মোগল, সওগাত, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

➢ জাপানি শব্দ : হারাকিরি, রিক্সা, হাসনাহেনা, জুডো, ক্যারাটে, সুনামি, সুশি ইত্যাদি।

CamScanner

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

- চীনা শব্দ : চা, চিনি, লিচু, সাম্পান ইত্যাদি।
- ওলন্দাজ : টেক্কা, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কাপন ইত্যাদি।
- বর্মি শব্দ : লুঙ্গি, ফুঙ্গি, নাপ্পি, প্যাগোডা, চড় (মঠ) ইত্যাদি।
- সাঁওতালি : কামড়, কাঙাল, ঢিলা, হাঁড়িয়া, গোর্দ। [বাংলা একাডেমি : প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ]
- ইতালীয় : ক্যাসিনো, পিৎজা, সোপ্রানো, মাফিয়া।
- গুজরাটি : খদ্দর, হরতাল, খাদি, গরবা।
- পেরু : কুইনাইন।
- দক্ষিণ আফ্রিকান : জিরাফ, জেব্রা।
- এস্কিমো : ইগলু, কায়াক।
- সিংহলি : সিডর।
- গ্রিক শব্দ : দাম, সুড়ঙ্গ।
- রুশ : কমরেড, ভোদ্‌কা
- মালয় : কিরিচ, কাকাতুয়া।
- স্পেনিশ : এল নিনিও, ডেঙ্গু।
- মেক্সিকান : চকলেট
- মৈথিল : মুখ, তুম, পই, ভেল।
- কোল : বোঙ্গা।
- তামিল : চুরুট।
- পাঞ্জাবি : শিখ, চাহিদা।
- জার্মান : নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন।

মিশ্র শব্দ

মিশ্র শব্দ : দেশি ও বিদেশি অথবা দুটো ভিন্ন জাতীয় ভাষার শব্দ একত্র হয়ে যে শব্দ গঠন করে তাকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন :

খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)	হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম)
হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)	পকেট-মার (ইংরেজি + বাংলা)
চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরবি)	রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি)
ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি)	কালি-কলম (সংস্কৃত + আরবি)
হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি)	

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'চরকা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ পাঞ্জাবি Ⓑ জাপানি Ⓒ চীনা Ⓓ গুজরাটি **Ans D**

02. 'মুৎসুদ্দি' শব্দটি কী?
Ⓐ দেশি Ⓑ তদ্ভব Ⓒ তৎসম Ⓓ বিদেশি **Ans D**

03. 'হিবাচি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ ফারসি Ⓑ জাপানি Ⓒ আরবি Ⓓ ওলন্দাজ **Ans B**

04. 'রায়, তসবি' শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ ফরাসি Ⓑ ইংরেজি Ⓒ পর্তুগিজ Ⓓ আরবি **Ans D**

05. 'তুম' শব্দটির উৎস ভাষা কোনটি?
Ⓐ মৈথিলি Ⓑ মারাঠি Ⓒ পাঞ্জাবি Ⓓ গুজরাটি **Ans A**

06. নিচের কোনটি দেশি শব্দ?
Ⓐ চোঙ্গা Ⓑ কলম Ⓒ কৃপণ Ⓓ কপি **Ans A**

07. 'প্রাকৃত' এর অর্থ কী?
Ⓐ মূল Ⓑ স্বাভাবিক Ⓒ পুরাতন Ⓓ নতুন **Ans B**

08. অনার্যদের সৃষ্ট শব্দগুলো কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ অর্ধ-তৎসম Ⓑ তৎসম Ⓒ তদ্ভব Ⓓ দেশি **Ans D**

09. নিচের কোনটি মায়ানমার ভাষার শব্দ?
Ⓐ চানাচুর Ⓑ আলপিন Ⓒ ফুঙ্গি Ⓓ আলমারি **Ans C**

10. 'আজব' শব্দটি কোন বিদেশি শব্দ?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফরাসি Ⓒ হিন্দি Ⓓ উর্দু **Ans A**

বাংলা ২য় পত্র অধ্যায়-১৭

কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

■ ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা : ১. বর্তমান কাল ২. অতীত কাল ও ৩. ভবিষ্যৎ কাল

বর্তমান কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

■ ক্রিয়া যে রূপে এখন হচ্ছে, হয় বা চিরকাল হয়ে থাকে, এমন বোঝাতে বর্তমান কাল হয়। যেমন : আমি গান গাই।

■ বর্তমান কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান ও গ. পুরাঘটিত বর্তমান

ক. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি বাড়ি যাই।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন : সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায় (স্বাভাবিকতা)। আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই (অভ্যস্ততা)।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : নীরা বই পড়ছে।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা : বক্তা বললেন, 'শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।'
২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই আসছি।
৩. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে ঘটমান বর্তমান কাল হয়। উদাহরণ- লোকটি অনবরত ডাকছে, তবু কেউ তার কাছে ছুটে এলো না। - আমরা আগামীকাল ঢাকা যাচ্ছি ('যাব' অর্থে)। দাঁড়াও, আসছি ('এখনই আসব' অর্থে)।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি।

অতীত কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

অতীত কাল : যে ক্রিয়া আগে ঘটে গেছে, তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন : আমি গিয়েছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হল। পুলিশ ডাকাতকে গুলি করল। সে স্কুলে গেল। শুনলাম পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। এখন বুঝলাম, তুমি চাঁদা দেবে না।

প্রকারভেদ : অতীত কাল চার প্রকার। যথা :
ক. সাধারণ অতীত
খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত
ঘ. পুরাঘটিত অতীত

ক. সাধারণ অতীত কাল : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন : প্রদীপ নিভে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি করল।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : 'এক্ষণে জানিলাম, কুসুমে কীট আছে।'
২. বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় হলাম।

খ. নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন : আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ করতাম। তিনি প্রত্যহ অফিসে যেতেন।

CamScanner

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. **কামনা প্রকাশে :** আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হতো।
২. **অসম্ভব কল্পনায় :** i. "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।"
ii. সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ!
iii. শৈশবের দিনগুলি যদি ফিরে আসত!
৩. **সম্ভাবনা প্রকাশে :** তুমি যদি যেতে, তবে ভালই হতো।

ঘটমান অতীত কাল : অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি, ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার **ঘটমান অতীত কাল** হয়। যেমন : কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই **পড়ছিলাম**।

পুরাঘটিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলা হয়। যেমন : সেবার তাকে সুস্থই **দেখেছিলাম**।

ভবিষ্যৎ কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি **যাব**।

প্রকারভেদ : ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ ও গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া এখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বোঝালে, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি কি গাহিব গান (রজনীকান্ত সেন)। শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. **আক্ষেপ প্রকাশে :** আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন : কে জানত, আমার ভাগ্য এমন **হবে**? সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি **বাজবে**?
২. **সন্দেহ প্রকাশে :** অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন : ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন**। তোমারা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে**।
৩. **অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশে :** আপনি **যাবেন**।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে এমন বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : তিনি ক্লাসে পড়াতে **থাকবেন**।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত করে অতীতে বা বর্তমানে কোনো কাজ হয়েছে, এরূপ সন্দেহ বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। ক্রিয়ার রূপটি ভবিষ্যৎবাচক হলেও, অর্থে অতীতকে বোঝায় এবং সন্দেহের ভাবটি বর্তমান থাকে। এজন্য এ কালকে সন্দিগ্ধ অতীত কালও বলে। যেমন : হয়তো কোথাও তোমাকে দেখে থাকবে। তুমি ছাড়া আর কে গিয়ে থাকবে?

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।' এটি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ কাব্যের ভণিতায় Ⓑ স্থায়ী সত্য প্রকাশে
Ⓒ অনিশ্চয়তা প্রকাশে Ⓓ ঐতিহাসিক বর্তমান
Ans Ⓒ

02. কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
Ⓐ আমরা গিয়েছি Ⓑ সে কি গিয়েছিল?
Ⓒ দেখে এলাম তারে Ⓓ আবার আসিব ফিরে
Ans Ⓑ

03. 'এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।' কোন বর্তমান কালের উদাহরণ?
Ⓐ পুরাঘটিত বর্তমান Ⓑ ঘটমান বর্তমান
Ⓒ ঘটমান অতীত Ⓓ পুরাঘটিত অতীত
Ans Ⓐ

04. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের উদাহরণ কোনটি?
Ⓐ তুমি পড়তে থাকবে Ⓑ আমি সেখানে যেতাম
Ⓒ তুমি গিয়েছিলে Ⓓ আমি লিখে থাকব
Ans Ⓑ

05. কোনটি সাধারণ অতীত কালের উদাহরণ?
Ⓐ আমরা অঙ্ক করছিলাম Ⓑ বাবা বাড়ি গিয়েছিলেন
Ⓒ আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম Ⓓ প্রদীপ নিভে গেল
Ans Ⓓ

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৮

সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

সমার্থক শব্দের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

অন্ধকার : আঁধার, আঁধারি, তমস, তমিস্র, তমিস্রা, তিমির, শর্বর, নভাক।
আকাশ : খ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, দ্যুলোক, অম্বর, অভ্র, ক্রন্দসী, নভ।
আলো : জ্যোতি, নুর, প্রভা, আভা, দীপ্তি, ভাস, বিভা, দ্যুতি, প্রদ্যোত।
আগুন : অগ্নি, পাবক, সর্বভুক, বিভাবসু, হুতাশন, কৃশাণু, বায়ুসখা, বহ্নি।
ইন্দ্র : বাসব, সুরেশ, অধিপতি, দেবপতি, দেবরাজ, পাকনাশন।
ঈশ্বর : বিভু, ঈশ, জগন্নাথ, পৃথ্বীশ, অন্তর্যামী, পরেশ, পরমেশ, দীনেশ।
ইচ্ছা : কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, অভীপ্সা, এষণা, অভিরুচি।
উজ্জ্বল : দীপ্ত, শোভামান, প্রজ্বলিত, ঝলমলে, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, ভাস্বর।
উগ্র : কোপন, কর্কশ, ক্রুদ্ধ, রূঢ়, তীক্ষ্ণ, ভয়ানক, অত্যুগ্র, উদগ্র।
উষা : প্রাতঃ, বিভাত, নিশান্ত, অহনা, উষসী, প্রাতকাল, প্রভাত, প্রত্যুষ।
ঋত্বিক : যজি, হোত্রী, হোমক, যাজক, যাজ্ঞিক, হোমী, অবিন, সাগ্নিক।
ঐশ্বর্য : সম্পদ, বিত্ত, তোষা, ধনরত্ন, মহিমা, বৈভব, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব।
ঔদ্ধত্য : ধৃষ্টতা, বিরুদ্ধাচরণ, দম্ভ, দেমাক, অবিনয়, উগ্রতা, অবাধ্য।
কন্যা : দুহিতা, দুলালি, তনুজা, দারিকা, তনয়া, পুত্রী, ঝি, নন্দিনী।
কুল : যুথ, বংশ, জাতি, বর্ণ, সমূহ, শ্রেণি, জাত, গোত্র, গোষ্ঠী।
কবুতর : রেবতক, নোটন, লোটন, পায়রা, পারাবত, কপোত, লক্কা।
কূল : তট, তীর, কাঁধার, তীরভূমি, বেলা, বেলাভূমি, সৈকত, ধার।
কাক : বায়স, বলিভুক, পরভৃৎ, অন্যভৃৎ, কাণুক, বৃক, কাকাল।
কপাল : ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি, গোধি, রগ।
কোকিল : অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পরভৃত, বসন্তদূত, পিক।
খবর : সমাচার, উদন্ত, বার্তা, তথ্য, বিবরণ, সংবাদ, বৃত্তান্ত, সন্দেশ।
গরু : গো, পয়স্বিনী, গাভী, ধেনু।
গাছ : বৃক্ষ, তরু, পাদপ, দ্রুম, পত্রী, স্কন্ধী, পল্লবী, বিটপী, অটবী।
ঘন : ঘোর, নিবিড়, গাঢ়, গভীর, জমাট, অভ্র, মেঘ, বিগাঢ়, সান্দ্র।
ঘর : নিকেতন, আবাস, সদন, প্রকোষ্ঠ, কোষ্ঠ, কাটরা, ঘুপসি।
ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক, হয়, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, কীকট, বামী।
চোখ : আঁখি, চক্ষু, নেত্র, লোচন, নয়ন, নয়না, দর্শনেন্দ্রিয়, আঁখ, অক্ষি।
চন্দ্র : বিধু, সোম, নিশাকর, শশধর, রাকেশ, ইন্দু, মৃগাঙ্ক, সুধাংশু।
চুল : কেশ, অলক, কচ, কুন্তল, চূলক, শিরোজ, মূর্ধজ, চিকুর, কৃশলা।
ছবি : আলেখ্য, প্রতিমূর্তি, কান্তি, শোভা, দীপ্তি, পট, চিত্র, নকশা।
জ্যোৎস্না : জোছনা, চন্দ্রালোক, কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকর, চন্দ্রসুধা।
জলাশয় : দিঘি, জলা, সরোবর, পুকুর, পুষ্করিণী, হ্রদ, সরস, পল্বল।
জল : অম্বু, অপ, উদক, পয়ঃ, ইরা, ইলা, পুষ্কর, তোয়, নীর, সলিল।
ঠাট্টা : তামাশা, পরিহাস, উপহাস, রসিকতা, মশকরা, বিদ্রূপ।
ঠোঁট : অধর, চঞ্চু, ওষ্ঠাধর, ওষ্ঠ, সৃক্বণী, সৃক্ক, সৃক্কণ, কশ, রদচ্ছদ।
ঢেউ : তরঙ্গ, ঊর্মি, কল্লোল, হিল্লোল, বীচি, লহর, লহরী, মউজ।
দীন : দরিদ্র, নিঃস্ব, গরিব, হীন, অসহায়, দুস্থ, করুণ, অর্থহীন, নির্ধন।
দিন : দিবস, সাবন, অহ্ন, বার, অহনা, দিনরজনী, অহোরাত্র, অহ।
ধবল : সাদা, ধলা, সফেদ, সিত, শ্বেত, শুক্ল, শুভ্র।
নর : লোক, মনুষ্য, পুরুষ, জন, মানব, মানুষ।
নদী : সরিৎ, গিরি-নিস্রাব, ধুনী, তটিনী, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, নির্ঝরিণী।
নারী : রমা, রামা, বামা, অঙ্গনা, কামিনী, তন্বী, শুচিস্মিতা, জনি, কান্তা।
পুত্র : তনয়, ছেলে, তনুজ, দারক, আত্মজ, নন্দন, তনূদ্ভব, স্বজ।
পৃথিবী : মেদিনী, মহি, ক্ষিতি, পৃথ্বী, বসুন্ধরা, অবনী, ধরণী, ভূ, মর্ত্য।
পাথর : প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, শিল, উপল, অশ্ম, কাঁকর, কঙ্কর, শর্করা।
পাহাড় : পর্বত, অদ্রি, ভূধর, নগ, অচল, মেদিনীধর, শৈল, ক্ষিতিধর।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUB

পদ্ম : নলিন, নলিনী, উৎপল, অরবিন্দ, কোকনদ, ইন্দিবর, কঞ্জ।
পাখি : পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, দ্বিজ, খেচর, খগ, পতত্রী, কণ্ঠাগ্নি, উৎপত।
ফুল : পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, মুঞ্জরি, পুষ্পক, সুমন, মণীবক।
বধূ : পত্নী, অঙ্গনা, কলত্র, জায়া, স্ত্রী, গিন্নি, দারা, বনিতা, ভার্যা।
বন্যা : প্লাবন, আপ্লাব, বিপ্লাব, প্লাব, জলোচ্ছ্বাস, সমপ্লাব, বান।
বাতাস : পবন, মরুৎ, অনিল, বাত, প্রভঞ্জন, জগদ্বল, নভস্বান, সমীর।
বন : অরণ্য, জঙ্গল, বিপিন, কানন, অরণ্যানী, অটবী, ঝোপজঙ্গল।
বোন : স্বসা, ভগিনী, ভগ্নী, সহোদরা, জামি, বহিন, সোদরা।
বিদ্যুৎ : দামিনী, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চিকুর, চপলা, তড়িৎ, অচির।
ভ্রমর : অলি, শিলীমুখ, ভ্রমরক, দ্বিরেফ, ভোমরা, ভৃঙ্গ, মধুলেহ।
মাতা : জননী, অম্বালা, অম্বিকা, অম্বা, প্রসূতি, জনিকা, মা, জনী।
মেঘ : বলাহক, অম্বুদ, বারিদ, নীরদ, জলদ, পয়োদ, পয়োধর, জীমূত।
মৌমাছি : মধুমক্ষিকা, মধুকর, মধুপ, মধুলিট, মধুজীব, মধুকৃৎ, মধুলেহ।
মোরগ : কুক্কুট, অগ্নিচূড়, পেরু, টার্কি, বন মোরগ, বন কুক্কুট, কুক্কুটী।
যুদ্ধ : আহব, বিগ্রহ, সমর, সমীক, যুঝ, প্রঘাত, রণ, সম্মর্দ, সংযুগ।
রাত্রি : অমা, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, নিশীথ, তমা।
রাজা : ভূপ, নৃপ, ক্ষিতীশ, মহীশ, নরেন্দ্র, ভূপার, নরেশ, নৃপমণি।
শত্রু : বৈরী, অরি, অরাতি, রিপু, দুশমন, অমিত্র, অবন্ধু, প্রতিপক্ষ।
শিখর : অগ্র, শীর্ষ, চূড়া, পর্বতশৃঙ্গ, উপরিভাগ, শীর্ষদেশ।
শরীর : দেহ, অঙ্গ, গা, গাত্র, বপু, তনু, গতর, কন্ধ, অঙ্গক, বর্ষ্ম।
ষণ্ড : ষাঁড়, বদল, বৃষভ, ঋষভ, শাক্কর, শঙ্ক, বৃষ, দামড়া, গোনাথ।
সূর্য : আফতাব, মিহির, অর্ক, বালার্ক, ভানু, ভাস্কর, মার্তণ্ড, সবিতা।
সমুদ্র : রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, বারিধি, উদধি, পয়োধি, অর্ণব, প্রচেতা।
সিংহ : পশুরাজ, হর্যক্ষ, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, মৃগপতি, কেশরী, সিংহী।
স্বর্গ : সুরসদ্ম, সুরসভা, দপ্তিক, ধ্রুবলোক, সুরালয়, ত্রিদিব, দ্যুলোক।
স্বর্ণ : কাঞ্চন, কনক, হেম, হিরণ্য, সুবর্ণ, হিরণ, কর্বুর, মহাধাতু।
সাপ : সর্প, ভুজগ, ভুজঙ্গ, উরগ, পন্নগ, অহি, উরঙ্গ, দ্বিরসন, ভুজঙ্গম।
হস্ত : ভুজ, হস্তক, পাণি, কর, বাহু, হাত।
হরিণ : সারঙ্গ, কুরঙ্গম, সুনয়ন, ঋষ্য, মৃগ, কুরঙ্গ।
হাতি : করী, দ্বিপ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ, ঐরাবত, মাতঙ্গ, গজ।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'রাতুল' শব্দের অর্থ–
Ⓐ লাল মোরগ Ⓑ লাল পদ্ম Ⓒ লাল শালুক Ⓓ লাল **Ans Ⓓ**

02. 'নীর' এর সমার্থক শব্দ–
Ⓐ অগ্নি Ⓑ চন্দ্র Ⓒ গৃহ Ⓓ বারি **Ans Ⓓ**

03. সমার্থক শব্দগুচ্ছ নির্দেশ কর–
Ⓐ পঙ্কজ, শতদল, অরবিন্দ Ⓑ রামা, বামা, কামিনী
Ⓒ ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, তরঙ্গিনী Ⓓ ঘন, জলধর, তরল **Ans Ⓐ**

04. 'কান্না' এর সমার্থক শব্দ–
Ⓐ বিলাপ Ⓑ আহাজারি Ⓒ রোনাজারি Ⓓ অশ্রু **Ans Ⓒ**

05. 'জাঙ্গাল' এর প্রতিশব্দ–
Ⓐ স্তূপ Ⓑ আবর্জনা Ⓒ বাঁধ Ⓓ জঙ্গল **Ans Ⓒ**

06. 'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ–
Ⓐ রত্নাকর Ⓑ অম্বুজ Ⓒ জলদ Ⓓ বরুণ **Ans Ⓐ**

07. 'সংসর্প' শব্দের অর্থ–
Ⓐ হিংস্র Ⓑ উদার Ⓒ আঁকাবাঁকা Ⓓ উন্মুক্ত **Ans Ⓒ**

08. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ কাক Ⓑ পেঁচা Ⓒ ময়ূর Ⓓ জলহস্তী **Ans Ⓒ**

09. 'শীল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
Ⓐ পাথর Ⓑ ঘর্ষণ Ⓒ অবসান Ⓓ চরিত্র **Ans Ⓓ**

10. 'নৈকট্য' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
Ⓐ আকাঙ্ক্ষা Ⓑ আসক্তি Ⓒ আসত্তি Ⓓ অনুরাগ **Ans Ⓒ**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৯

বিপরীতার্থক শব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অব্যক্ত, গুপ্ত	ব্যক্ত
অণু	বৃহৎ	অপমান	মান
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	আগমন	নির্গমন
আকুঞ্চন	প্রসারণ	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
ইতিবাচক	নেতিবাচক	ইদানীন্তন	তদানীন্তন
ইহলৌকিক	পারলৌকিক	ইতর	ভদ্র
ঈর্ষা	প্রীতি	ঈপ্সা	অনীপ্সা
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত	উন্মুখ	বিমুখ
উক্ত	অনুক্ত	উদ্ধার	হরণ
উত্তরণ	অবতরণ	উদার	সংকীর্ণ
উষা	সন্ধ্যা	ঊর্ধ্ব	অধঃ/নিম্ন
এঁড়ে	বকনা	ঋজু	বক্র
ঐহিক	পারত্রিক	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
কৃপণ	বদান্য	কোমল	কর্কশ
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষমা	শাস্তি	ক্ষুণ্ন	প্রসন্ন
ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
ক্ষয়	বৃদ্ধি	খাতক	মহাজন
খেদ	আহ্লাদ	খুচরা	পাইকারি
গাম্ভীর্য	চাপল্য	গুরু	লঘু
গেঁয়ো	শহুরে	গুরু	শিষ্য
গম্ভীর	চপল/সহাস্য	গণ্য	নগণ্য
ঘাতক	পালক	চোর, তস্কর	সাধু
চিন্ময়	মৃন্ময়/অচেতন	চেতন	জড়
ছেঁড়া	আছেঁড়া/আস্ত	জরা	যৌবন
জ্বলন	নির্বাপণ	জরিমানা	বকশিশ
জাগরণ	তন্দ্রা	জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
ঝানু	অপটু/আনাড়ি	ঝঞ্ঝাট	নির্ঝঞ্ঝাট
টাটকা	বাসি	টিমটিম	জ্বলজ্বল
ঢিলেঢালা	আঁটসাঁট	তিমির	আলোক
ত্বরিত	শ্লথ	ত্বরা	ধীরতা/বিলম্ব
তেজি	মেদা, মন্দা	দরদি	নির্মম
দুরন্ত	শান্ত	দারক	দুহিতা
দ্যুলোক	ভূলোক	দুর্বিষহ	সুসহ
দ্রুত	মন্থর	ধৃত	মুক্ত
ধনী	নির্ধন	ধনাত্মক	ঋণাত্মক
ধূর্ত	সরল	নিন্দিত	নন্দিত
নির্লজ্জ	সলজ্জ/লাজুক	নির্মল	পঙ্কিল
নৈঃশব্দ	সশব্দ	নিষেধ	অনুমতি
নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ	নিষ্কৃতি	বন্ধন
প্রশস্ত	সংকীর্ণ	প্রফুল্ল	ম্লান
প্রাচ্য	প্রতীচ্য/পাশ্চাত্য	পুরস্কার	তিরস্কার
পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ	পালক	পালিত
ফতে (জয়)	পরাজয়	বাচাল	স্বল্পভাষী
বৈসাদৃশ্য	সাদৃশ্য	বিষ/গরল	অমৃত/সুধা
বিপন্নতা	সফলতা	বর্জন	গ্রহণ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	বিয়োগান্ত	মিলনান্ত
ভূত	ভবিষ্যৎ	ভদ্র	ইতর
ভোঁতা	ধারালো/চোখা	ভাবনা	নির্ভাবনা
ম্লান, অনুজ্জ্বল	উজ্জ্বল	মান্য	ঘৃণ্য
মূর্ত	বিমূর্ত	মত্ত	নির্লিপ্ত
যজমান	পুরোহিত	মঞ্জুর	নামঞ্জুর
যৌবন	বার্ধক্য	যুক্ত	বিযুক্ত
যুগল	একক	যোজক	প্রণালি
রজত	স্বর্ণ	যোজন	বিয়োজন
লব	হর	লেখ্য	কথ্য, পাঠ্য
লিপ্সা	বিরাগ	লৌকিক	অলৌকিক
লেশ	যথেষ্ট	লিপ্ত	নির্লিপ্ত
শবল	একবর্ণা	শ্যামল	গৌরাঙ্গ
শাক্ত	বৈষ্ণব	শৈত্য/নিস্তাপ	তাপ
শুক্লপক্ষ	কৃষ্ণপক্ষ	শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা
শয়ন	উত্থান	শাসন	সোহাগ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	সদাচার	কদাচার
স্থাবর	জঙ্গম/অস্থাবর	সম্পদ	অভাব
হ্রাস	বৃদ্ধি	হতবুদ্ধি	স্থিতবুদ্ধি
হর্ষ	বিষাদ	হলাহল	অমৃত

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ আগ্রহ Ⓑ নিগ্রহ
Ⓒ সাগ্রহ Ⓓ উপগ্রহ
Ans B

02. 'অপচয়' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ সাশ্রয় Ⓑ কৃচ্ছতা
Ⓒ কৃপণতা Ⓓ বিলাসী
Ans A

03. 'ধনিক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ নির্ধন Ⓑ দরিদ্র
Ⓒ নিঃস্ব Ⓓ শ্রমিক
Ans A

04. 'লগ্ন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ শুরু Ⓑ শেষ
Ⓒ চ্যুত Ⓓ ভোলা
Ans C

05. 'পঙ্কিল' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ পরিচ্ছন্ন Ⓑ উজ্জ্বল
Ⓒ নির্মল Ⓓ অম্লান
Ans C

06. 'গৌরব' এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ–
Ⓐ অপমান Ⓑ অমর্যাদা
Ⓒ লাঘব Ⓓ লজ্জা
Ans C

07. 'যাযাবর' এর বিপরীত শব্দ–
Ⓐ গৃহকাতর Ⓑ ঘরকুনো
Ⓒ গৃহী Ⓓ গৃহগত
Ans C

08. 'উগ্র' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
Ⓐ সৌম্য Ⓑ ভদ্র
Ⓒ অগ্র Ⓓ সুশীল
Ans A

09. 'অহ' এর বিপরীতার্থক শব্দটি চিহ্নিত কর–
Ⓐ সূর্য Ⓑ গতি
Ⓒ অপর Ⓓ রাত্রি
Ans D

10. 'ভূত' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
Ⓐ বর্তমান Ⓑ ভাবী
Ⓒ প্রেত Ⓓ সম্ভব
Ans B

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-২০

বাক্য সংক্ষেপণ বা বাক্য সংকোচন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

অ

অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার– **ভূয়োদর্শী**।
অরণ্যেরঅগ্নিকাণ্ড– **দাবানল/দাবাগ্নি**।
অতিশয় রক্ষণশীল– **দুর্মর**।
অন্য সহায় নেই যার– **অনন্যসহায়**।

আ

আদরিণী কন্যা– **দুলালী**।
আরম্ভ করা হয়েছে এমন– **আরব্ধ**।
আকাশ ও পৃথিবী– **ক্রন্দসী**।
আপনার রঙ যে লুকায়– **বর্ণচোরা**।
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে– **পণ্ডিতম্মন্য**।

ই

ইহলোকে সামান্য নয়– **অলোকসামান্য**।
ইন্দ্রিয়ের সংযম– **দম**।
ইতিহাস রচনা করেন যিনি– **ঐতিহাসিক**।
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি– **দাগি**।

ঈ

ঈষৎ চঞ্চল– **আলোল**।
ঈষৎ পাংশুবর্ণ– **ধূসর**।
ঈষৎ লাল হয়েছে এমন– **আরক্তিম**।

উ

উপমা নেই যে নারীর– **নিরুপমা**।
উৎসবের নিমিত্ত নির্মিত গৃহ– **মণ্ডপ**।
উলুউলু ধ্বনি– **অলোলিকা**।

ঊ

ঊর্ধ্বমুখে সাঁতার– **চিৎ সাঁতার**।
ঊরুর হাড়– **ঊরস্থি**।
ঊর্ধ্বে গমনশীল– **ঊর্ধ্বগামী**।
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা– **অবতরণ**।

ঋ

ঋণগ্রস্ত অবস্থা– **ঋণিতা**।
ঋষির উক্তি– **আর্য**।

এ

একই পথের পথিক– **হামরাহী**।
একই সময়ে– **যুগপৎ**।
একই সময়ে বর্তমান– **সমসাময়িক**।

ঐ

ঐক্যের অভাব আছে যাতে– **অনৈক্য**।
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি– **ঐশ্বর্যবান**।

ও

ওষ্ঠ ও অধর– **ওষ্ঠাধর**।
ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য বর্ণ– **ওষ্ঠ্য**।
ওষধি থেকে উৎপন্ন– **ঔষধ**।
ওষ্ঠের নিকট আগত– **ওষ্ঠাগত**।

ঔ

ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য– **অনুপান**।
ঔষধকেই যে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন– **ঔষধাজীবী**।

ক

কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি– **অমাবস্যা**।
কর্মে যার ক্লান্তি নেই– **অক্লান্তকর্মী**।
কুবেরের ধন রক্ষক– **যক্ষ**।
কুল ত্যাগ করে যে– **কুলটা**।

ক্ষ

ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি– **খেসারত**।
ক্ষুদ্র জাতীয় বকবিশেষ– **বলাক**।

খ

খাজনা আদায় করে যে– **খাজাঞ্চি**।
খরচের হিসাব নেই যার– **বেহিসেবি**।
খুব দীর্ঘ নয় – **নাতিদীর্ঘ**।
খেয়াপার করে যে– **পাটনী**।

গ

গজের মুখের মতো মুখ যার– **গজানন**।
গমন করতে পারে যে– **জঙ্গম**।
গমনের ইচ্ছা– **জিগমিষা**।
গর্দভের বাসস্থান– **খরশাল**।

ঘ

ঘোড়ার ডাক– **হ্রেষা**।
ঘ্রাণের যোগ্য– **ঘ্রেয়**।

চ

চক্ষুর নিমেষকাল– **পলক**।
চিবিয়ে খেতে হয় যা– **চর্ব্য**।
চুষে খাওয়া হয় যা– **চূষ্য**।
চেঁটে খাওয়ার যোগ্য– **লেহ্য**।

ছ

ছয় মাস অন্তর ঘটে– **ষাণ্মাসিক**।
ছন্দে নিপুণ যিনি– **ছান্দসিক**।

জ

জতুনির্মিত গৃহ– **জতুগৃহ**।
জয়সূচক যে উৎসব– **জয়ন্তী**।
জন্মেনি যে– **অজ**।

ট

টাইমের বাইরে– **বেটাইম**।
টোল পড়েনি এমন– **নিটোল**।

ঠ

ঠান্ডায় পীড়িত– **শীতার্ত**।
ঠাকুরের ভাব– **ঠাকুরালি**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATION
CamScanner

ড

ডালিমের কুঁড়ি– আনারকলি।
ডোম জাতীয়া স্ত্রীলোক– ডোম্বী।

ঢ

ঢাক বাজায় যে– ঢাকী।
ঢিপির মতো– ঢেপসা।
ঢেউয়ের ফলে ছলাচ্ছলাৎ শব্দ– ছলাচ্ছল।
ঢোঁক গিলে কথা বলা– ইতস্তত করা।

ত

ত্বরায় গমন করে যে– তুরগ।
তুলা থেকে তৈরি– তুলট।
তোপের ধ্বনি– গুড়ুম।
তল স্পর্শ করা যায় না যার– অতলস্পর্শী।

থ

থাবার আঘাত– থাপড়/থাপ্পড়।
থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি– ঠমক।

দ

দমন করা যায় না যাকে– অদম্য।
দমন করা কষ্টকর যাকে– দুর্দমনীয়।
দাড়ি জন্মেনি যার– অজাতশ্মশ্রু।
দূর ভবিষ্যৎ ভেবে দেখে না যে– অদূরদর্শী।

ধ

ধনের দেবতা– কুবের।
ধূলার মতো রং যার– পাংশুল।
ধীরে যে গমন করে– ধীরগামী/মন্দগামী।

ন

নারীর লীলায়িত নৃত্য– লাস্য।
নিন্দার যোগ্য নয় যা– অনিন্দনীয়।
নিজের দ্বারা অর্জিত– স্বোপার্জিত।
নূপুরের ধ্বনি– নিক্বণ।

প

পরকে প্রতিপালন করে যে– পরভৃৎ।
পরের দ্বারা প্রতিপালিত যে– পরভৃত।
পরিব্রাজকের ভিক্ষা– মাধুকরী।
পাখির ডাক– কূজন।
পথ চলার খরচ– পাথেয়।

ফ

ফল প্রসব করে যা– ফলপ্রসূ।
ফিকা কমলা রং– বাসন্তী।
ফুল হতে জাত– ফুলেল।
ফেনাসহ বর্তমান– সফেন।

ব

বীরসন্তান প্রসব করে যে– বীরপ্রসূ।
বাক্যের দ্বারা কৃতকলহ– বচসা।
বায়ু চলাচলের ক্ষুদ্র পথ– গবাক্ষ।
বিজয় লাভের ইচ্ছা– বিজিগীষা।
বীণার ঝংকার– নিক্বণ।
বৃহৎ অরণ্য– অরণ্যানী।
বলার ইচ্ছা– বিবক্ষা।
বলা হবে এমন– বক্ষ্যমাণ।

ভ

ভিতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন– অন্তর্ঘাত।
ভোগ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ– নির্বাণ।
ভুজের সাহায্যে চলে যে– ভুজগ।
ভাবা যায় না যা– অভাবনীয়।

ম

ময়ূরের ডাক– কেকা।
মনোগত ইচ্ছা– ইঙ্গিত।
মনে জন্মে যার– মনসিজ/মনোজ।
মর্মকে ভেদকারী– মর্মভেদী।
মর্মে বেদনা দেয় যা– মর্মান্তিক, মর্মন্তুদ।

য

যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না– স্থাবর।
যে সুপথ থেকে কুপথে যায়– উন্মার্গগামী।
যা অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো আশা নেই– সুদূরপরাহত।
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়– স্বয়ংবরা।
যা সারাদিন ব্যবহার করা হয়– আটপৌরে।
যার প্রভা ক্ষণকাল স্থায়ী– ক্ষণপ্রভা।
যে রূপ ইচ্ছা– যদৃচ্ছা।

র

রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ– সন্ধ্যা।
রোদে শুকানো আম– আমসি।

ল

লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা– লীন।
লাভ করার ইচ্ছা– লিপ্সা।
লাফিয়ে চলে যে– প্লবগ।
লবণ মিশ্রিত সমুদ্র– লবণাম্বুধি।

শ

শত্রুকে জয় করে যে– শত্রুজিৎ।
শুনলেই যার মনে থাকে– শ্রুতিধর।

ষ

ষাঁড়ের চেহারা তুল্য– ষণ্ডামার্ক।
ষেটে ধানের ভাত– ষষ্ঠিকান্না।
ষোলো সংখ্যার পূরক– ষোড়শ।
ষোলো বছর বয়স্ক নারী– ষোড়শী।

স

সর্বত্র গমন করে যে– সর্বগ।
সকলের জন্য প্রযোজ্য– সার্বজনীন।
সাপের খোলস– নির্মোক।
সুদে টাকা খাটানো– তেজারতি।
সৃষ্টি করার ইচ্ছা– সিসৃক্ষা।
স্বর্ণকারের মজুরি– বানি।

হ

হরিণের চামড়া– অজিন।
হাতির পা বাঁধার শিকল– আন্দু।
হস্তীর চিৎকার– বৃংহিত।
হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি– অনামিকা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'যে গাছ কোন কাজে লাগে না' বাক্যটির ঠিক এক কথায় প্রকাশ কোনটি?
Ⓐ ঔষধি Ⓑ পরগাছা
Ⓒ আগাছা Ⓓ বনস্পতি
Ans C

02. 'জানতে না পারে এরূপ ভাবে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
Ⓐ অজানা Ⓑ জ্ঞাতার্থে
Ⓒ অজান্তে Ⓓ অজ্ঞাতসারে
Ans D

03. 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
Ⓐ পঠিত Ⓑ অধ্যয়নরত
Ⓒ অধীত Ⓓ সুপাঠ্য
Ans C

04. 'গ্রন্থাদির টীকা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ রাসভ Ⓑ দীপিকা
Ⓒ গব্য Ⓓ শাদ্বল
Ans B

05. 'ক্ষমা করার ইচ্ছা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ জিজীবিষা Ⓑ চিক্ষমিষা
Ⓒ তিতীর্ষা Ⓓ দিৎসা
Ans B

06. 'দুয়ের মধ্যে একটি' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ দ্বিত্ব Ⓑ অন্যতর
Ⓒ অন্যতম Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans B

07. 'অনশনে মৃত্যু' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ প্রমা Ⓑ প্রেয়
Ⓒ প্রায় Ⓓ শরাসন
Ans C

08. সিংহের ডাক–
Ⓐ নম্বর Ⓑ নাদ
Ⓒ কেকা Ⓓ মর্মর
Ans B

09. এক কথায় প্রকাশ কর : যা হতে পারে–
Ⓐ সম্ভব Ⓑ অবশ্যম্ভাবী
Ⓒ সমাধেয় Ⓓ সম্ভাবিত
Ans A

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-২১

বাগ্‌ধারা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাগ্‌ধারার উদাহরণ

অগ্নি পরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা।
অগ্নিশর্মা	অত্যন্ত রেগে গেছে এমন, অতিক্রুদ্ধ।
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা, কিছুই-না, ফাঁকি দেওয়া।
আদায় কাঁচকলায়	ঘোর শত্রুতা।
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প, উদ্ভট গল্প।
ইতরবিশেষ	সামান্য পার্থক্য, অল্প-স্বল্প তফাত।
ইস্তফা দেওয়া	পদত্যাগ করা, শেষ করা।
উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডে	অপব্যয়ী।
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি, খ্যাপামি।
উনপাঁজুরে	অপদার্থ।
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্য।
এলাহি কাণ্ড	বিরাট ব্যাপার।
এসপার-ওসপার	মীমাংসা।
ওজন বুঝে চলা	মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ওষুধ পড়া	ব্যবস্থা নেওয়া।
কড়িকাঠ গোনা	নিষ্কর্মা বসে থাকা।
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কলির সন্ধ্যা	কষ্ট বা দুর্দিনের সূত্রপাতমাত্র।
খয়ের খাঁ	চাটুকার, মোসাহেব।
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা।
খোদার খাসি	চিন্তাভাবনাহীন এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক।
গভীর জলের মাছ	খুব চালাক।
গড্ডলিকা-প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ।
গোবরে পদ্মফুল	নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	অভ্যন্তরীণ শত্রু।
ঘোড়ার ডিম	অবাস্তব।
ঘোড়ার কামড়	কঠিন জেদ, দৃঢ় পণ।
চড়াই-উতরাই	উত্থান পতন।
চাঁদের হাট	ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার
চিনির বলদ	ভারবাহী অথচ ফলভোগী নয়।
ছক্কা নকড়া	অপচয়, অবহেলা করা।
ছেলের হাতের মোয়া	অনায়াসলভ্য বস্তু।
জগদ্দল পাথর	গুরুভার, অতিশয় ভারী।
জিলাপির প্যাঁচ	কূটবুদ্ধি।
ঝালে ঝোলে অম্বলে	সমস্ত ব্যাপারে, সর্বত্র, সর্বঘটে।
ঝোলে অম্বলে এক করা	দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা।
টনক নড়া	সজাগ হওয়া।
ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য ব্যক্তি।
ডুমুরের ফুল	অদর্শনীয়।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে কাজ করা।
ঢাকের কাঠি	তোষামুদে।
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী।
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী।
তুলসী বনের বাঘ	সুবেশে দুর্বৃত্ত, ভণ্ড।
থতমত খাওয়া	কী করবে বুঝতে না পারা।
থুয়ে দেওয়া	জব্দ করা।
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা।
দহরম মহরম	গভীর আন্তরিকতা।
দু-কূল বজায় রাখা	উভয়কে সন্তুষ্ট করা।
দোজবরে	দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী।
ধনুক-ভাঙা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।
নাক গলানো	অনধিকার চর্চা।
নাড়ির টান	গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ।
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি	মারা যাওয়া।
পরঘড়ি পান্তা মারি	হাড়হাভাতে লোক। [ঢাবি B ১৮-১৯]
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য পরিশ্রমে কাতর।
ফোঁস-মনসা	ক্রোধী লোক। [ঢাবি B ১৮-১৯]
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা	অসাধ্য সাধন করা। [রাবি B ১৯-২০]
বিড়াল-তপস্বী	ভণ্ড লোক।
ভিজে বিড়াল	কপটচারী।
ভুঁইফোড়	নতুন আগমন, অর্বাচীন।

মগের মুলুক	অরাজক দেশ।
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন।
যক্ষের ধন	কৃপণের ধন।
যমের অরুচি	কুৎসিত, যে সহজে মরে না।
রসাতলে যাওয়া	অধঃপাতে যাওয়া।
রুই-কাতলা	প্রতিপত্তিশালী লোকজন।
লেজে খেলানো	কারও সঙ্গে ক্রমাগত চালাকি করা।
লোহার কার্তিক	কালো কুৎসিত লোক। [ঢাবি B ১৮-১৯]
শনির দশা	দুঃসময়।
শিকায় তোলা	স্থগিত।
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ লোক।
ষোলো আনা পূর্ণ	পূর্ণতা লাভ।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়।
সুলুক-সন্ধান	খোঁজখবর।
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।
হাপিত্যেশ	ব্যাকুল কামনা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'আলাভোলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ অসহায় Ⓑ সাদাসিধে
Ⓒ অকর্মণ্য Ⓓ অলস
Ans Ⓑ

02. 'আদায় কাঁচকলায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ শত্রুতা Ⓑ বন্ধুত্ব
Ⓒ অপদার্থ Ⓓ অকালপক্ব
Ans Ⓐ

03. 'বকধার্মিক' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো–
Ⓐ বকের মত ধার্মিক Ⓑ চতুর শিকারি
Ⓒ তাপস Ⓓ ভণ্ড
Ans Ⓓ

04. 'অন্তর টিপুনি' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ বিপদ Ⓑ গোপন ব্যথা
Ⓒ গভীর প্রেম Ⓓ সমূহ ব্যথা
Ans Ⓑ

05. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌বিধির অর্থ–
Ⓐ বিলাস Ⓑ অপচয়
Ⓒ স্বাদু Ⓓ নষ্ট
Ans Ⓑ

06. 'ডামাডোল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে–
Ⓐ হৈ চৈ Ⓑ চিৎকার
Ⓒ গোলযোগ Ⓓ যুদ্ধ
Ans Ⓒ

07. 'ঘটিরাম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ ভণ্ড ধার্মিক Ⓑ ন্যাকামি
Ⓒ বড়মুখ Ⓓ নির্বোধ
Ans Ⓓ

08. 'চুলায় দেওয়া'র বিশিষ্টার্থ–
Ⓐ পরিত্যাগ করা Ⓑ সর্বনাশ করা
Ⓒ নিশ্চিহ্ন করা Ⓓ পোড়ানো
Ans Ⓑ

09. 'গরমা-গরম' এর বিশিষ্টার্থ–
Ⓐ টাটকা Ⓑ উত্তেজনাপূর্ণ
Ⓒ সাম্প্রতিক Ⓓ উত্তপ্ত
Ans Ⓐ

10. আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা বলি–
Ⓐ প্রত্যয় Ⓑ উপসর্গ
Ⓒ শব্দগঠন Ⓓ বাগ্‌ধারা
Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner